ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের আহ্বান ম্যাক্রোঁর

সারে-জমিন

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার যাবজ্জীবন সাজা স্বামীর

রূপসী বাংলা

‘নতুন মধ্যপ্রাচ্যের’ স্বপ্ন দেখছে ইসরায়েল

সম্পাদকীয়

শহর কলকাতার উত্থান ও মুসলমান ভাবানুষঙ্গ/২

রবি-আসর

আইএসএলের প্রথম ডার্বি সবুজ মেরুনে রেঙে উঠল

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৬ অক্টোবর, ২০২৪
২০ আশ্বিন ১৪৩১
২ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 272 ■ Daily APONZONE ■ 6 October 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com



# দানবীর অ্যাকাডেমি

ভর্তি চলছে

## প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

ভর্তির পরীক্ষা
২৪.১১.২০২৪
রবিবার, সকাল ১০টা
ফর্ম ফিলাপ চলছে

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

✆ 9143076708 ✆ 8513027401

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

# আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

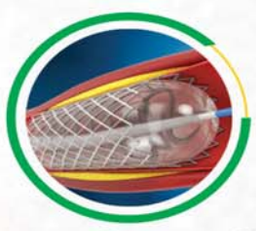

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
*MBBS, MD, Dip. Card*

✆ 9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

## প্রথম নজর

### জীবন বীমার টাকা পেলেন মৃত পাম্প কর্মীর স্ত্রী

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

**আপনজন:** দুর্ঘটনায় মৃত পুজোর মুখে জীবনবীমার টাকা পেল মৃত পাম্প কর্মীর স্ত্রী শিখা ওঁরাও। চাঁচল ২ ব্লকের জিয়া গাছির কাছে এক পেট্রোল পাম্প স্টেশনে কাজ করতেন মেঘডুমরা গ্রামের বাসিন্দা শ্যামল ওঁরাও। দশ মাস আগে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় মারা যায়। পাম্প কর্মীর সাধারণ বীমা করে রেখেছিলেন পাম্পের মালিক সুশীল আগারওয়ালা। শনিবার ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বীমা কৃত পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় মৃত শ্যামলের স্ত্রীর হাতে। এদিন চেক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৃতের ছেলে রোহিত ওঁরাও,ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কমলা চক্রবর্তী,বি ডি এম অম্লান কুসুম চৌধুরী ও অন্যরা। মৃত পাম্প কর্মীর ছেলে রোহিত ওঁরাও বলেন,অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের নিরাপত্তা নেই। কিন্তু এখানে পাম্প মালিক বাবার বীমা করে রেখেছিলেন। কিছুটা হলেও পরিবারে স্বস্তি মিলল।

### সাগরদিঘী থানায় পুজো নিয়ে বৈঠক

রহমতুল্লাহ ● সাগরদিঘী

**আপনজন:** সাগরদিঘী ব্লকের সমস্ত দুর্গাপূজো কমিটিদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করল সাগরদিঘী থানার পুলিশ, রবিবার সাগরদিঘী পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি পুজো কমিটির সদস্যদের সচেতনতা বার্তা দেওয়া হয়, যেমন প্রতিটি পূজা মন্ডপে যেন সিসিটিভি অবশ্যই থাকে, পূজোতে মাইক বাজলেও ফুল সউন্ডে ডিজে বক্স বাজানো কঠর ভাবে নিষিদ্ধ করেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন উস্কানিমূলক পোস্ট যেন না শেয়ার করে তা নিয়েও বিশেষ বার্তা দেন। সাগরদিঘীর ওসি বিজন রায় জানান, সাগরদিঘীর সম্প্রীতি বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের। একজন মানুষকে সহযোগিতা করায় হচ্ছে মানুষের আসল ধর্ম ।

# কাবলি রেল ফটক বন্ধের চেষ্টা, বিক্ষোভ রেল দফতরের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

**আপনজন:** কাবলি রেল ফটক বন্ধ করার চেষ্টার প্রতিবাদে রেল দপ্তরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে ফের একবার বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠলো মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার খোদাবন্দপুর। দফায় দফায় স্লোগান দিয়ে চললো বিক্ষোভ। শনিবার দুপুরে ঘটনায় ব্যাপক সোরগোল সৃষ্টি হয় হয় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফরাক্কা থানার পুলিশ। পৌছায় রেল পুলিশও। তারপরেই স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলোচনার পর বিক্ষোভ উঠে যায়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফরাক্কার জেলা পরিষদের সদস্য মহসিনা খাতুনের প্রতিনিধি মাস্টার শহিদুল আলম। উল্লেখ করা যেতে পারে, ফরাক্কার খোদাবন্দপুর এলাকার ২৪৫/৯ এবং ২৪৬ এর মধ্যে খোদাবন্দপুর কাবলি ফাটককে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রেল। ১০০ বছরের পুরাতন এই ক্রসিং বন্ধ করে দিলে খোদাবন্দপুর ও সাকোপাড়া দুই গ্রামের হাজার হাজার মানুষ চরম বিপদে পড়বেন। সমস্যায় পড়বেন ছাত্রছাত্রীরাও। বারবার রেল দপ্তর বলেও কোনোরকম কাজ না হওয়ায় আগেও একাধিকবার বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। গ্রামবাসীদের দাবিকে কার্যত অগ্রাহ্য করে শনিবার আরও একবার সেই কাবলি ফটক ফিরতে আছেন রেল দপ্তরের কর্মীরা। তাতেই কার্যত বিক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। অবিলম্বে রেল ফটক বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা।

# খড়িবাড়িতে হাজী নুরুলের স্মরণ সভা

মনিরুজ্জামান ও এম মেহেদী সানি ● বারাসত

**আপনজন:** বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা বসিরহাট সংসদীয় জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মরহুম হাজী নুরুল ইসলামের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো শনিবার বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের খড়িবাড়ি বাজারে। বারাসাত ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত সদ্য প্রয়াত হাজী নুরুল ইসলামের এই স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ,উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম দিলু, বিধায়ক ডা. সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, বিধায়ক দেবেশ মন্ডল, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, মফিদুল হক সাহাজি, এটিএম আবদুল্লাহ, নিমাই ঘোষ, শম্ভু ঘোষ, প্রকাশ রাহা প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন হাজী নুরুল ইসলামের পুত্র রবিউল ইসলাম। এই স্মরণসভায় বক্তারা হাজী নুরুল ইসলামের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন।স্মৃতিচারণা করেন। দলীয় নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মানুষ এই স্মরণসভায় উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মরহুম এই নেতার প্রতি। সভা পরিচালনা করেন আব্দুর রউফ ও ইফতিকারউদ্দিন।

# কেন্দ্রীয় জল প্রকল্পের কাজ চলে যাওয়ায় নিগৃহীত প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

**আপনজন:** কেন্দ্রীয় সরকারের জল প্রকল্পের কাজ স্কুল থেকে ঘুরে যাওয়ার অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধুন্ধুমার কান্ড। এমনকি প্রধান শিক্ষকের গায়ে হাত তোলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। পুলিসের তৎপরতায় উদ্ধার শিক্ষক। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তুলসীহাটা সার্কেলের কস্তুরিয়া নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন তৃণমূলের প্রধান শকুন্তলা সিংহ কেন্দ্র সরকারের একটি জল প্রকল্পের কাজ ধরে ছিলেন। সেই প্রকল্পের বরাদ্দ হয় প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। কস্তুরিয়া নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় চত্বরে প্রকল্পটি বসানোর কথা ছিল। এমনকি সেই প্রকল্পের এজেন্সির লোকেরা স্কুল চত্বরের জায়গা পরিদর্শন করেও যায়। সেই সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কৈলাশ রাম। তাঁর কাছ থেকে এনওসি নিয়েও যায় এজেন্সির লোকেরা। শুক্রবার ঠিকাদার সহ এজেন্সির লোকেরা প্রকল্পের কাজ করতে আসেন। অভিযোগ,স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার গুপ্ত গ্রামের কাউকে না জানিয়ে এজেন্সির লোকেদের ফেরত পাঠিয়ে দেন। এই কথা জানতে পেরে গ্রামের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। স্কুলে এসে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে ছুটে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশের তৎপরতায় প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করা হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কস্তুরিয়া ও কুরসাডাঙ্গি গ্রামে দীর্ঘ এক বছর ধরে জলের সংকট চলছে। তুলসীহাটা পিএইচই থেকে বাড়ি বাড়ি ট্যাপ বসানো হলেও জল পাচ্ছে না। স্কুল চত্বরে এই প্রকল্পটি হলে এলাকার জলের সমস্যা মিটে যেত। যদিও প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার বলেন,আমি এজেন্সির লোকেদের কাছ থেকে শুধু অর্ডার কপি দেখতে চেয়েছিলাম। তারা কিছুই দেখাতে পারেননি। তবে আমি বসাতে নিষেধ করিনি। এই বিষয়টি নিয়ে বিডিওর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম। ইতিমধ্যে গ্রামের একাংশরা আমার উপর চড়াও হয়। আমাকে মারধর করা হয়। আমি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি।

### বহুতল হেলে পড়ায় বেলুড়ে তীব্র আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

**আপনজন:** হাওড়ার বেলুড়ের রাজেন শেঠ লেনে বহুতল আবাসন হেলে পড়ে আতঙ্ক। জানা গেছে, ওই বহুতলটি বিপজ্জনকভাবে হেলে পড়ায় মাঝখানে সেটি বসে যায়। মাত্র ৬ মাস হলো বিল্ডিংটি তৈরি হয়েছিল। আর তাতেই এমন অবস্থা। এই বেহাল পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত ওই বহুতলের বাসিন্দারা। অনেকেই আতঙ্কে ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বেলুড় থানার পুলিশ। আসেন বালি পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররাও। এলাকায় আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। বহুতলটি কোনওভাবে ভেঙে পড়লে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ওই বহুতলের পাশের রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। আতঙ্কিত এলাকাবাসীরা।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### স্বেচ্ছাসেবীদের যৌথ উদ্যোগে বস্ত্র উপহার

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

**আপনজন:** বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার সন্ধ্যায় জিয়াগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় শারদীয়ার বস্ত্র উপহার তুলে দেওয়া হয় এলাকার দুঃস্থ মানুষদের হাতে। পুজোর আগে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রায় ১৫ জন সদস্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে উপহার তুলে দেন। জিয়াগঞ্জের বাগডহর, আমাইপাড়া, শিবির সহ বিভিন্ন গ্রামে উপহার তুলে দেন তারা। উপস্থিত ছিলেন মিজারুল হক, রাজেশ শেখ, মানালি দে মেহতা, রিঙ্কু সরকার, শাহীন, কমল, ইয়ারুলের মতো প্রায় ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যরা।

# জয়নগরে শিশু খুনের ঘটনায় সাংসদ ও বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

**আপনজন:** আর জি কর ঘটনার মাঝেই এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিলো এবার জয়নগর। শনিবার সকালে অবস্থান বিক্ষোভ তুলতে গিয়ে প্রহৃত হন কুলতলির তৃণমূল বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডল। দুপুরে দিকে জয়নগরের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে যান জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। তাঁকেও শুনতে হয় 'গো ব্যাক' স্লোগান। দেখানো হয় জুতোও। এমনকী, বামনেত্রী কণীনিকা ঘোষ বোস ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কেও ফিরে যেতে বলে উন্মত্ত জনতা। ঘটনাস্থলে যান বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, সিপিআইএমের কান্তি গাঙ্গুলিরা। জয়নগরের মহিষমারির কৃপাখালির বাসিন্দা চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ার নিথর দেহ জলাজমি থেকে উদ্ধার হয় শুক্রবার রাতে। সেই সময় তার দেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন পাওয়া যায় বলেই অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই ছাত্রীকে। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন উত্তেজিত স্থানীয়রা। ঝাঁটা হাতে পুলিশকে ধাওয়া করেন মহিলারা। একপ্রস্থ ঝাঁটাপেটাও করা হয়।বারুইপুরের এসডিপিও অতীশ বিশ্বাসকে লাঠি হাতে ধাওয়া করেন মহিলারা। জয়নগরের মহিষমারি ফাঁড়িতেও চলে ব্যাপক ভাঙচুর। ফাঁড়িতে আগুনও লাগিয়ে দেন স্থানীয়রা। দফায় দফায় পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এলাকাবাসী। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় বাঁশ ফেলে অবরোধ করা হয়।অবরোধ করা হয় দক্ষিন বারাশত মহিষমারি রোড।এই বিক্ষোভকারীদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল বিধায়ক গণেশচন্দ্র মণ্ডলের বিরুদ্ধে। সেই সময় তাঁকে ঘিরে ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা মারধর করে বলে দাবি। সেই সময় সেখান থেকে চলে যান কুলতলির বিধায়ক। দেহ উদ্ধার করে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেও আমজনতা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল সেখানে হাজির হন। কিন্তু তাঁকেও রীতিমতো জুতো দেখানো হয়। গো ব্যাক স্লোগানও ওঠে। সেই সময় সেখানে পৌঁছান বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। দুজনই কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। আঙুল উঁচিয়ে অগ্নিমিত্রা প্রশ্ন করেন, "পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয়? আপনাকে জবাব দিতে হবে।" হাত জোর করে বোঝানোর চেষ্টা করেন সাংসদ। কিন্তু হয়নি। বিজেপি নেত্রী উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। উত্তপ্ত জনতাও তাঁকে গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে। মীনাক্ষী-কণীনিকাও বিক্ষোভ দেখান। তাঁদেরকে ঘিরেও পালটা বিক্ষোভ হয়। তাঁদের হাসপাতালে ঢোকার অনুমতি দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থলে যান কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ও। স্থানীয়দের সঙ্গেও কথা বলেন তিনি।শেষ পর্যন্ত পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে মৃতদেহ পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালের মর্গ থেকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।এদিকে এদিন এই ঘটনার তদন্তের কাজ দেখতে জয়নগর থানায় আসেন রাজ্য পুলিশের এডিজি সাউথ বেঙ্গল সুপ্রতিম সরকার,এ ডি জি পেয়ার আকাশ মাগারিয়া,বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশ চন্দ্র ঢালী।

# রোগী পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা নিয়ে বিশেষ বৈঠক বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

**আপনজন:** পুজোর দিনগুলিতে সরকারি হাসপাতালে রোগী পরিষেবা যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল শনিবার। দুর্গোৎসবের দিনগুলোতে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে গিয়ে রোগীরা যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়েন সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে এই বৈঠক করা হয় বলেই জানা গিয়েছে। বালুরঘাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আয়োজিত এদিনের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস, বালুরঘাট সদর হাসপাতালের ডেপুটি সুপার অরিন্দম রায়, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা সহ আরো অনেকে। এদিনের বৈঠক থেকে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্সরা তাঁদের দাবি-দাওয়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেন। এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর সুদীপ দাস জানান, 'বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আজ আমাদের আলোচনা হয়েছে। উৎসবে দিনগুলোতেও যাতে হাসপাতালের পরিষেবা ও নিরাপত্তা বিষয়টি সঠিকভাবে মেনে চলা হয় সেই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মানুষকে যাতে আমরা ঠিকঠাক ভাবে পরিবেশ দিতে পারি এটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। পুজোতে যাতে চিকিৎসা পরিষেবায় কোন রকম বিঘ্নিত না হয়, সেটা নিয়ে এক প্রস্থ আলোচনা হয়েছে।'

# স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদেণ্ডের সাজা স্বামীর

জিয়াউল হক ● হুগলি

**আপনজন:** হুগলির চুঁচুড়া আদালতে একটি মর্মান্তিক মামলার রায় ঘোষণা করা হল শনিবার। যেখানে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ঘটনা সূত্রে জানা যায়, ২০২২ সালের ৩ জুন পোলবা থানার অন্তর্গত সুগন্ধার যাদবপুর এলাকার বাসিন্দা গৃহবধূ পূর্ণিমা মেটে বাড়ি থেকে কাজে বের হন। পূর্ণিমার স্বামী প্রদীপ মেটে, যিনি আনাজের ব্যবসা করতেন, সেই সময় কামদেবপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পূর্ণিমার উপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেন। ঘটনার আকস্মিকতায় পূর্ণিমা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান এবং তার দু'হাতের চারটি আঙুল কেটে পড়ে যায়। এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত এসে ঘটনাটি দেখার পর পুলিশে খবর দেয় এবং পূর্ণিমাকে চুঁচুড়ার ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও সেখানে তার চিকিৎসা চলছিল, পরে তাকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়, যেখানে ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। পূর্ণিমার পরিবারের পক্ষ থেকে স্বামীর বিরুদ্ধে পোলবা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পোলবা থানার পুলিশ প্রদীপকে গ্রেফতার করে এবং ৩৪১, ৩২৬ ও ৩০৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায়, চুঁচুড়া আদালতে ১৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা হয়। চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় কোর্টের বিচারক শ্রীমতি অরুন্ধতী ভট্টাচার্য গতকাল প্রদীপকে দোষী সাব্যস্ত করেন। আজ রায়ে প্রদীপ মেটেকে ৩৪১ ধারায় একমাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা (অনাদায়ে ১৫ দিনের কারাবাস), ৩২৬ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০,০০০ টাকা জরিমানা (অনাদায়ে ছয় মাসের কারাবাস), এবং ৩০৭ ধারায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সমস্ত সাজা একই সাথে কার্যকর হবে। এই রায়ের মাধ্যমে পূর্ণিমার পরিবার ন্যায়বিচার পেল এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করল।

# দুর্গাপুজো কমিটি সহ সাউন্ড অপারেটরদের নিয়েও মিটিং থানায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

**আপনজন:** বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব, আনন্দ উৎসব-শারদীয়া দুর্গোৎসব। ইতিমধ্যে রীতি অনুযায়ী পুজার্চনা শুরু হয়ে গেছে। যারফলে ছোট বড়ো সকলের মধ্যে আনন্দের ছোঁয়া। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী প্রেরিত পঁচাশি হাজার টাকার চেক পেয়ে সার্বজনীন পুজো কমিটির সদস্যদের মধ্যেও মন্ডপ, প্রতিমা সহ হাজার ব্যস্ততার ঝক্কি সাথে আনন্দ উল্লাস। সেই আনন্দঘন মুহূর্ত গুলি যেন সকলে মিলে মিশে ভাগ করে উপভোগ করে তার প্রচেষ্টায় সচেষ্ট বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসন। দুর্গোৎসব চলাকালীন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তৎপর জেলা পুলিশ প্রশাসন। তাইতো দফায় দফায় বিভিন্ন পুজো কমিটির সদস্যদের নিয়ে আলোচনা। শুধু তাই নয় সাউন্ড সিস্টেম এর মালিক ও অপারেটরদের নিয়ে ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় লোকপুর থানার পক্ষ থেকে শনিবার। উল্লেখ্য শুক্রবার স্থানীয় থানা এলাকার নাকড়াকোন্দা ও রূপুষপুর অঞ্চলের দুর্গাপূজা কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা হয়। শনিবার লোকপুর অঞ্চলের দুর্গাপূজা কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে সাউন্ড সিস্টেম এর মালিক ও অপারেটরদের নিয়ে আলোচনা করেন। পুজো চলাকালীন কোনোরকম ডি জে বক্স না বাজানো,উচ্চস্বরে মাইক না বাজানো,মদ্যপান থেকে বিরত থাকা,কোনরকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ না করা সহ বিবিধ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের অবগত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন লোকপুর থানার ও সি পার্থ কুমার ঘোষ,এস আই প্রবীর মন্ডল,এ এস আই নয়ন ঘোষ ও ইন্দ্রজিৎ রায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

### দিশারী কৃষক সংঘের মশারি বিতরণ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● বাসন্তী

**আপনজন:** প্রবল বর্ষণে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি পঞ্চায়েত এলাকায় অসংখ্য পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন দিশারী কৃষক সংঘ। শনিবার চুনাখালিতে এক ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শতাধিক অসহায় দরিদ্র পরিবারের হাতে মশারী,ত্রিপল তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন,রফিক মোল্লা, মিহিরদাস, যাদব কয়াল, অসিত মণ্ডল,লতা সরদার, মানসী বর সহ অন্যান্যরা। দিশারী কৃষক সংঘের সম্পাদক বিষ্ণুপদ প্রধান জানিয়েছে, অনেকেরই থাকার মতো আশ্রয় নেই। আবার সাপের উপদ্রব বেড়েছে। তাই অসহায়দের ত্রিপল,মশারী তুলে দেওয়া হয়েছে।

# স্কুলে যাওয়ার পথে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

**আপনজন:** স্কুলে যাওয়ার পথে দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে শ্লীলতাহানি, অভিযুক্ত ৩ জনের মধ্যে গ্রেফতার ২। সাইকেলে করে স্কুলে যাওয়ার পথে দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে শ্লীলতাহানীর ঘটনায় ২ জনকে গ্রেফতার করল বাঁকুড়ার জয়পুর থানার পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার স্কুলে যাওয়ার পথে জয়পুর থানা এলাকার এক ছাত্রীর রাস্তা আটকে শ্লীলতাহানীর অভিযোগ ওঠে বাইক আরোহী তিন যুবকের বিরুদ্ধে ঘটনায় পুলিশ ২ জনকে গ্রেফতার করলেও এখনও অধরা তৃতীয় অভিযুক্ত। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে অন্যান্যদিনের মতোই বৃহস্পতিবার নিজের গ্রাম থেকে সাইকেলে চড়ে স্কুলে যাচ্ছিল জয়পুর থানা এলাকার একটি স্কুলের দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী। যাওয়ার পথে আচমকাই একটি বাইক তার পথ আটকায়। বাইক থেকে নেমে ৩ আরোহীর ওই ছাত্রীর শ্লীলতাহানী করে বলে অভিযোগ। পরে কোনোক্রমে দুস্কৃতিদের হাত ছাড়িয়ে সাইকেল নিয়ে স্কুল পৌঁছায় নিগৃহীতা। স্কুলে গিয়ে ঘটনার কথা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাতেই স্কুল কর্তৃপক্ষ জয়পুর থানায় যোগাযোগ করে। পরে নিগৃহীতার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এই ঘটনায় যুক্ত বিষ্ণুপুর থানার আমরেল গ্রামের দীপক লোহার ও জয়পুর থানার বৃন্দাবনপুর গ্রামের দেবরাজ লোহার নামের দুই যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃত ২ জনকেই আজ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার সময় বাইকে থাকা তৃতীয় যুবকের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। ওই তৃতীয় যুবকের ভূমিকা কী ছিল খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের আহ্বান ম্যাক্রোঁর

সারে-জমিন

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার যাবজ্জীবন সাজা স্বামীর

রূপসী বাংলা

'নতুন মধ্যপ্রাচ্যের' স্বপ্ন দেখছে ইসরায়েল

সম্পাদকীয়

শহর কলকাতার উত্থান ও মুসলমান ভাবানুষঙ্গ/২

রবি-আসর

আইএসএলের প্রথম ডার্বি সবুজ মেরুনে রেঙে উঠল

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
৬ অক্টোবর, ২০২৪
২০ আশ্বিন ১৪৩১
২ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 272 ■ Daily APONZONE ■ 6 October 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com


## প্রথম নজর

### ওয়াকফ বিল: জেপিসির বৈঠক ১৪-১৫ অক্টোবর

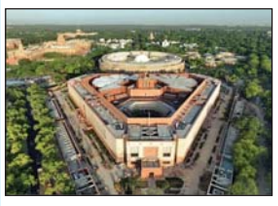

**আপনজন ডেস্ক:** ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ নিয়ে ১৪ অক্টোবর থেকে সংসদের যৌথ কমিটির দু'দিনের বৈঠক হবে সংসদ ভবন এনেক্সে।
১৪ অক্টোবর দিল্লির জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পরামর্শ শুনবে কমিটি। কমিটি বিল সম্পর্কে কিছু বিশেষজ্ঞের মতামতও শুনবে।
এই কমিটি দিল্লির আইনজীবী বিষ্ণুশঙ্কর জৈন, আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায় এবং মুম্বইয়ের আইনজীবী বীরেন্দ্র ইচলক রঞ্জিকরকে ডেকে পাঠিয়েছে।
১৫ অক্টোবর, ২০২৪-এ, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের প্রতিনিধিরা ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ সম্পর্কিত কমিটির সামনে তাদের মৌখিক প্রমাণ রেকর্ড করবেন। এদিকে, শনিবার শিমলা মিউনিসিপ্যাল কমিশনার কোর্ট হিমাচল প্রদেশের সানজাউলি মসজিদের তিনটি তলা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়ার পর মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান লতিফ নেগি বলেন, তারা আদালতের আদেশকে সম্মান করেন।

# দাবি না মেটায় অনশনের ডাক জুনিয়র ডাক্তারদের

**আপনজন ডেস্ক:** আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে অনশনের ডাক দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের জুনিয়র ডাক্তাররা। এর আগে শুক্রবার চিকিৎসকরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে তাদের দাবি পূরণের জন্য ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন সরকার দাবি না মানলে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করবেন।
আন্দোলনরত চিকিৎসকদের একজন জানান, তারা দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানালেও কোনো সুরাহা হয়নি।
তিনি বলেন, আমরা অনশনে বসেছি। আমরা ৫৮ থেকে ৫৯ দিন ধরে অপেক্ষা করছি, আমরা আমাদের দাবিদাওয়া সরকারের কাছে পেশ করেছি, মুখ্যসচিবকেও অনেক ইমেল করেছি। তা সত্ত্বেও আমরা সমাধানের জন্য অপেক্ষা করছিলাম কিন্তু পাইনি। ২৪ ঘণ্টার নোটিশ দেওয়ার পর আমরা ৬ জন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের হয়ে অনশনে বসেছি। তিনি বলেন, আমাদের লড়াই, প্রথম দিন থেকে এবং ভবিষ্যতেও একই রকম থাকবে। যা অভয়ার জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার লক্ষে, যাকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছিল। যাতে আরেকটি অভয়া না ঘটে।
চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলিতে আরও স্বচ্ছতার দাবি জানিয়ে বলেন, আমরা মুখ্যসচিবকে একটি

বিস্তারিত ইমেল লিখেছি, যেখানে কিছু অসহায় রোগী যারা বেড শূন্যপদ বা সুবিধা সম্পর্কে জানেন না, তাদের এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি করতে হয়। তাদেরও এ হাসপাতালে শূন্য আসন সম্পর্কে স্বচ্ছ তথ্য পাওয়া উচিত। আমরা যেহেতু স্বচ্ছতার কথা বলছি, তাই আমি জানাতে চাই যে আমাদের অনশন স্থানেও সিসিটিভি থাকবে। যাতে আমরা দেখাতে পারি যে আমরা স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পারি। এর আগে আরেক জুনিয়র ডাক্তার বলেন, হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে।
বিক্ষোভকারী চিকিৎসকদের একজন পরিচয় পান্ডা বলেন, আমাদের দাবি সহজ। হাসপাতালগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সরকারকে সময় দিয়েছি। কিন্তু সরকার তা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি তারা সুপ্রিম কোর্টের সামনে স্বীকারও করেছে যে মাত্র কয়েকটি ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে আগে গত ৯ আগস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্নাতকোত্তর শিক্ষানবিশ চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পেশাদারদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সের কাছে রিপোর্ট চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট।
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও মনোজ মিশ্রকে নিয়ে এই নির্দেশ দিয়েছে। শীর্ষ আদালত এর আগে সুরক্ষা উদ্বেগগুলি পরীক্ষা করতে এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা রোধে এবং ইন্টার্ন, বাসিন্দা এবং অনাবাসিক ডাক্তারদের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একটি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরির বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিল।
বুধবার কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ুয়া, জুনিয়র ডাক্তার ও ইন্টার্নরা মশাল মিছিল করেন।
এদিকে, একই ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতার গঙ্গাঘাটে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়েছেন বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

## বিধানসভা নির্বাচনে বুথফেরত সমীক্ষা

# হরিয়ানায় কংগ্রেসের সহজ জয়, কাশ্মীরে এগিয়ে ইন্ডিয়া জোট

**আপনজন ডেস্ক:** হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর শনিবার বিভিন্ন সংস্থা বুথ ফেরত সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। বেশিরভাগ বুথ ফেরত সমীক্ষায় হরিয়ানায় কংগ্রেসের পক্ষে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে থাকা কংগ্রেসের জোট 'ইন্ডিয়া' জম্মু ও কাশ্মীরে এগিয়ে থাকার পাশাপাশি এনসিকে একক বৃহত্তম দল হিসাবে দেখানো হয়েছে। ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে জম্মু ও কাশ্মীরে প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে বুথ সমীক্ষা তাই বলছে, ঝুলন্ত বিধানসভা হতে পারে। যদিও, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা অবশ্য বুথ ফেরত সমীক্ষাকে 'টাইম পাস' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।
অন্যদিকে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা আত্মবিশ্বাসী যে কংগ্রেস রাজ্যে পরবর্তী সরকার গঠন করবে।
রোহতকের বাসভবনে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা সাংবাদিকদের বলেন, আমরা নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করছি।
জম্মু ও কাশ্মীরে যেখানে এক দশক পরে এবং ২০১৯ সালের আগস্টে ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে প্রথম বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্সিট পোলের বিপরীতে গিয়ে ওমন আবদুল্লা এক্স পোস্টে বলেন, আমি অবাক হয়েছি যে চ্যানেলগুলি এক্সিট পোল নিয়ে

### এক নজরে বুথফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাস

হরিয়ানা
আসন: ৯০

| সমীক্ষক সংস্থা | বিজেপি | কংগ্রেস | জেজেপি | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|
| রিপাবলিক ভারত-মাট্রিজ | ১৮-২৪ | ৫৫-৬২ | ৩-৬ | ২-৫ |
| ইন্ডিয়া টুডে-সি ভোটার | ২০-২৮ | ৫০-৫৮ | ০-২ | ১০-১৬ |
| অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া | ১৮-২৮ | ৫৩-৬৫ | ০ | ৩-৮ |

জম্মু ও কাশ্মীর
আসন: ৯০

| সমীক্ষক সংস্থা | বিজেপি | কংগ্রেস-এনসি | পিডিপি | অন্যান্য |
|---|---|---|---|---|
| গুলিস্তান নিউজ | ২৮-৩০ | ৩৬-৪০ | ৫-৭ | ১০-১৭ |
| অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া | ২৪-৩৪ | ৩৫-৪৫ | ৪-৬ | ৯-২৩ |
| ইন্ডিয়া টুডে-সি ভোটার | ২৭-৩২ | ৪০-৪৮ | ৬-১২ | ৬-১১ |

*আপনজন গ্রাফিক্স

বিভক্ত হচ্ছে, বিশেষ করে সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনের বিপর্যয়ের পরে। আমি চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়া, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদিতে সমস্ত মতামত উপেক্ষা করছি। বাকিটা শুধু টাইম পাস। উল্লেখ্য, আগামী ৮অক্টোবর এই দুই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হবে।
বুথ ফেরত সমীক্ষায় অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া-দ্য রেড-এর মতে জম্মু ও কাশ্মীরে এনসি-কংগ্রেস জোট ৩৫-৪৫ টি আসন পাবে, তার পরেই বিজেপি ২৪ থেকে ৩৪টি আসন পাবে।
পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) চার থেকে ছয়টি আসন পাবে বলে তারা জানিয়েছে। ছোট আঞ্চলিক দলগুলি সহ অন্যরা ৮-২৩টি আসন জিততে পারে।
কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের ৯০ সদস্যের বিধানসভায় সি-ভোটার ইন্ডিয়া টুডের সমীক্ষায় এনসি-কংগ্রেস জোট ৪০-৪৮টি আসন এবং বিজেপি ২৭-৩২টি আসন পাবে। পিডিপি ৬-১২টি আসন এবং অন্যান্যরা ৬-১১টি আসন পেতে পারে। দৈনিক ভাস্কর বলেছে এনসি-কংগ্রেস জোট পেতে পারে ৩৫-৪০টি আসন, বিজেপি পেতে পারে ২০-২৫টি আসন। হরিয়ানায় অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষায় ৯০ আসনের বিধানসভা নির্বাচনের স্পষ্ট জনাদেশ পাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া ৫৩-৬৫ আসন কংগ্রেস পাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে। বিজেপি পেতে পারে ১৮-২৮টি আসন, জননায়ক জনতা পার্টি, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোক দল ও আম আদমি পার্টি পেতে পারে তিন থেকে আটটি আসন। ইন্ডিয়া টুডে-সি ভোটার সমীক্ষায় কংগ্রেস ৫০-৫৮টি আসন, বিজেপি ২০-২৮টি এবং অন্যান্যরা ১০-১৬টি আসন।
দৈনিক ভাস্করের পূর্বাভাসে কংগ্রেস ৪৪-৫৪টি আসন, বিজেপি ১৫-২৯টি আসন এবং অন্যান্যরা ৫-১৫টি আসন পাবে।

# টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে ছাত্রী খুন, ধর্ষণেরও অভিযোগ

## বিক্ষোভে উত্তাল গোটা জয়নগর এলাকা

আসিফা লস্কর ● জয়নগর

**আপনজন:** টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে এক চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে খুনের ঘটনায় কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এলাকা। গভীর রাতে পাওয়া গেল তার মৃত দেহ। নিহাত খুন নয়, ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল। জানা গেছে, কুলতলি থানার কৃপাখালীর বাসিন্দা চতুর্থ শ্রেণীর ওই ছাত্রী জয়নগর থানার মহিষমারীতে শুক্রবার দুপুরে টিউশন পড়তে যায়। আড়াইটার সময় টিউশন পড়তে গিয়ে সন্ধে পেরিয়ে গেলেও না-ফেরায় চিন্তায় পড়ে যান বাড়ির লোক। অভিযোগ, তখন পুলিশের কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলেও পুলিশ তা শুনতে চায়নি।
এফআইআর করতে চাইলেও পুলিশ নিতে চায়নি বলেই অভিযোগ উঠেছে। আর তারপর তন্ন তন্ন করে মেয়েকে খোঁজা শুরু হয়। শেষে রাতে জলা জমি থেকে ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দেখা যায়, ছাত্রীর দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। পরিবার ও স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ধর্ষণ করেই হত্যা করা হয়েছে ছোট্ট মেয়েটিকে। নিগৃহীতার পরিবার জানিয়েছে, প্রতি দিনের মতো শুক্রবারও সে মহিষমারিহাট এলাকায় টিউশন পড়তে গিয়েছিল। কাছেই বাজারে ছিল তার বাবার দোকান। টিউশন শেষে দোকানে বাবার সঙ্গে দেখাও করেছিল শিশুটি। তার পর একাই বাড়ি ফিরছিল। কিন্তু পথে তাকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, শিশুটিকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তার পর ফেলে দেওয়া হয়েছে পুকুরে। মৃতের পরিবারের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় জয়নগর থানায়। অভিযোগ, প্রথমে মহিষমারিতে অভিযোগ জানাতে গিয়েছিল পরিবার। সেখানে

অভিযোগ গ্রহণ না করে তাদের জয়নগর থানায় যেতে বলা হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশ প্রথমেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখলে শিশুটিকে হয়তো বাঁচানো যেত। রাতে বাড়ির পাশের খাল থেকে ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন জনতা। রাতের পর এদিন সকাল থেকে দফায় দফায় বিক্ষোভ শুরু হয়। জয়নগরের মহিষমারিহাট পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন গ্রামবাসীরা। হামলার মুখে পড়ে জখম হন পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক। খবর পেয়ে এসডিপিওর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছেছে এলাকায়। রাতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে এক যুবককে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, যুবক সাইকেলে করে শিশুটিকে নিয়ে যাচ্ছে। ওই যুবককে রাতেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

### খুন করেছে, ধর্ষণের কথা স্বীকার করেনি অভিযুক্ত

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

**আপনজন:** টিউশনি পড়তে আশার পথে শিশু ছাত্রীকে খুন করেছে, তবে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেনি অভিযুক্ত।
জয়নগরে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে শনিবার সন্ধ্যায় জয়নগর থানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথাই জানালেন বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি। ধর্ষণ হয়েছে কিনা, তা ময়নাতদন্তের পরই স্পষ্টভাবে জানা যাবে বলে দাবি।
পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সকাল থেকে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। তবে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এসপি। তিনি দাবি করেন, "মহিষমারি পুলিশ ক্যাম্প ৯টা নাগাদ খবর পায়। ওই স্কুলছাত্রী শেষবার কোথায় দেখা গিয়েছিল, কে দেখেছিলেন, সেই সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করা শুরু হয়। রাতেই বছর উনিশের এক যুবককে চিহ্নিত করা হয়। সাড়ে ১২টা নাগাদ মামলা রুজুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। তাকে জেরা করা হয়। খুনের কথা স্বীকার করে সে। তবে ধর্ষণ করা হয়েছে কিনা ওই স্কুলছাত্রীকে, সে বিষয়ে কিছু বলেনি ধৃত।" আপাতত এলাকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলেও দাবি এসপি-র।

## মুহাম্মদ সা. নিয়ে কটূক্তি করায় আটক নরসিংহানন্দ

**আপনজন ডেস্ক:** মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে উস্কানিমূলক মন্তব্য করায় উগ্র ডানপন্থী হিন্দু পুরোহিত ইয়াতি নরসিংহানন্দ সরস্বতীকে আটক করেছে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ পুলিশ। পয়গম্বর মুহাম্মদ সা.-এর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননাকর বক্তব্যের জন্য এফআইআর দায়ের করার পরে দাসনা দেবী মন্দিরের মহন্ত ইয়াতি নরসিংহানন্দ সরস্বতীকে গাজিয়াবাদ পুলিশ লাইনে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে এ খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা পিটিআই। সূত্রের খবর, তাঁকে গাজিয়াবাদ পুলিশ লাইনে রাখা হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থার জন্য তাকে আটকের ফুটেজ প্রচার করা হয়নি বলে জানা গেছে। ২৯ শে সেপ্টেম্বর গাজিয়াবাদের দাসনা মন্দিরে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ইয়াতি বিতর্কিত বক্তব্য দিয়েছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার, ৩ অক্টোবর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি স্পিচ ক্লিপ ছড়িয়ে পড়লে তা প্রকাশ্যে আসে।
ভাষণে ইয়াতিকে হিন্দুদের পরামর্শ দিতে শোনা যায়, 'যদি প্রতি দশেরায় কুশপুত্তলিকা পোড়াতে হয়, তবে মুহাম্মদের কুশপুত্তলিকা পোড়াও।' এমন একটি মন্তব্য যা অনেকে নিন্দনীয় ও উস্কানিমূলক বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন। নসিংহানন্দের মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ায় হায়দরাবাদ, গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য পশ্চিম অংশ সহ ভারতের বিভিন্ন অংশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রীতির নষ্টের আশঙ্কায় তার বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।


AMA BARUIPUR JOGI BATTALA AL-AMEEN FOUNDATION

আল-আমীন ফাউন্ডেশন
একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
পরিচালনায় : জি ডি মনিটরিং কমিটি

জনাব মোস্তাক হোসেন
চেয়ারম্যান
বোর্ড অফ ট্রাস্টি

আসন সীমিত
বালক ও বালিকা বিভাগ
২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলছে
মাধ্যমিকের মার্কশিট নিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করুন

মাধ্যমিক ২০২৪-এ আমাদের সাফল্য

আফিক আরিফ মণ্ডল
প্রাপ্ত নম্বর - 650

ফিরোজ মোল্লা
প্রাপ্ত নম্বর - 633

তামীম হোসেন হালদার
প্রাপ্ত নম্বর - 632

৫ জন ৯০ শতাংশের ঊর্ধ্বে

১৭ জন স্টার মার্কস-সহ ৭৫ জন শিক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ

ডে স্কলার ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যবস্থা আছে
স্বনামধন্য শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা ক্লাস করানো হয়

দ্বাদশ শ্রেণি থেকে নিটের প্রস্তুতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা আছে

EDUCARE FOUNDATION
(A Unit of Al-Ameen Foundation)
ADMISSION OPEN ENROLL NOW
WBCS Coaching

রেজিস্টার্ড অফিস: আল-আমীন ফাউন্ডেশন, যোগীবটতলা, বারুইপুর-৭০০১৪৪
8910851687/8145013557/9831620059
Email- amfbaruipur@gmail.com

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৭২ সংখ্যা, ২০ আশ্বিন ১৪৩১, ২ রবিউস সানি, ১৪৪৬ হিজরি

## আইনের শাসন

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতা যেন ললাটের লিখনে পরিণত হইয়াছে। নির্বাচনের পূর্বে ও নির্বাচনের দিন তো বটে, নির্বাচনের পরও এই সকল দেশে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সহিংসতা অব্যাহত থাকে। বৃহত্ গণতান্ত্রিক দেশের একটি অঙ্গরাজ্যসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশে এমন সংঘাত-সংঘর্ষ নূতন কিছু নহে। তবে অধিকাংশ দেশে নির্বাচনের কিছুদিন পর তাহা স্তিমিত বা বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু কোনো কোনো দেশে তাহা সহজে বন্ধ হয় না, বরং তাহার জের মাসের পর মাস এমনকি বত্সরের পর বত্সর ধরিয়া চলিতে থাকে।
সম্প্রতি উন্নয়নশীল দেশের একটি মানবাধিকার সংগঠন জানাইয়াছে যে, চলতি বত্সরের জানুয়ারি হইতে মে পর্যন্ত প্রথম পাঁচ মাসে দেশটিতে রাজনৈতিক সহিংসতা ও দ্বন্দ্বে নিহত হইয়াছেন ৩৩ জন। তাহাদের মধ্যে ২৭ জনই ক্ষমতাসীন দলের লোক। অবশ্য এই হিসাবে সেই দেশটির বাহিরে নিহত ও বহুল আলোচিত একজন সংসদ সদস্যকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। তাহাকে ধরিলে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াইবে ২৮ জন। এই সময় দেশে মোট রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটিয়াছে ৩৯৩টি। ইহাতে আহত হইয়াছেন ৩ হাজার ২২৪ জন। আরো উল্লেখ্য যে, ৩৯৩টি রাজনৈতিক সহিংস ঘটনার ২০১টিই হইয়াছে ক্ষমতাসীন দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে, যাহাদের অধিকাংশই আবার কোনো না কোনোভাবে সেই ক্ষমতাসীন দলটির সহিত সম্পৃক্ত। জাতীয় নির্বাচনের পর কয়েক স্তরের স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও দেখা গিয়াছে তাহা অংশগ্রহণমূলক হয় নাই। প্রধান প্রধান বিরোধী দল অংশগ্রহণ না করিলেও নির্বাচনোত্তর সহিংসতার হেতু কী? ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল সহিংসতা স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, কোন্দল ও কলহের বহিঃপ্রকাশ। ইহাতে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা অনাকাঙ্ক্ষিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হইতেছেন। কেহ নির্বাচনে না আসিলে অন্যের জন্য মহাসুযোগ তৈরি হওয়াটা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ইহার পরও অভ্যন্তরীণ মারপিট চলিতেছে কেন? বিশেষত যখন কোনো ক্ষমতাসীন দলে সুবিধাবাদী ও অনুপ্রবেশকারীদের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়, তখন সংগত কারণে সেখানে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা দেখা দেয়। কেননা তাহারা আসলে সেই দলের লোক নহেন, তাহারা বর্ণচোরা ও মুখোশধারী; কিন্তু এই নূতনরা যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ানো এবং নিজ নির্বাচনি এলাকাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য উঠিয়াপড়িয়া লাগেন। এই জন্য নির্বাচনের পরপরই নিজ দলের প্রতিপক্ষদেরও ঝাঁটাইয়া ও পিটাইয়া বাহির করিয়া দিতে চাহেন। যেইভাবে ও যেই পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা নির্বাচিত হইয়াছেন, নির্বাচনের পরও তাহাদের সেই একই সদম্ভ বিচরণ ও আচরণ চলিতে থাকে। এখানে অন্য দলগুলির নির্বাচন না করিবার কারণ হইল, তাহাদের দাবি–নির্বাচন সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হইতে হইবে। তবে অন্যরা বয়কট করিবার কারণে তাহাদের বয়কট করিবার কি কোনো কারণ রহিয়াছে? তাহাদের বিশ্বাস, নিজেদের মতো নির্বাচন করিয়াও তাহারা ঠিকই উতরাইয়া যাইতে পারিবেন; কিন্তু যাহারা একবার ফ্রাংকেনস্টাইনের মনস্টারের জন্ম দেন, সেই দানব নিজ প্রভুকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। ইহাই ইতিহাসের শিক্ষা। আজি হইতে ২০০ বত্সর পূর্বে ঔপন্যাসিক মেরি শেলি অল্প বয়সে লিখেন 'ফ্রাংকেনস্টাইন :অর দ্য মডার্ন প্রমিথিউস' নামে একটি ভৌতিক উপন্যাস ও কল্পকাহিনি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একজন সুইডিশ তরুণ বিজ্ঞানী যাহার নাম ড. ভিক্টর ফ্রাংকেনস্টাইন। যিনি সৃষ্টি করেন একটি মনস্টার বা দানব। শেষ পর্যন্ত এই দানবের হস্তে তাহার স্রষ্টার নির্মম মৃত্যু হয়। এত বত্সর পরও তাহার এই চরিত্রটি বিশেষত উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যাহারা ক্ষমতাসীন থাকেন, তাহারা এই সকল দানব তৈরি করিয়া ভাবেন তাহারা তাহাদের লোক; কিন্তু এই দানবরাই একদিন তাহাদের করুণ পরিণতি ডাকিয়া আনে।
তৃতীয় বিশ্বে এইভাবে যেই সকল মনস্টারের জন্ম হইয়াছে, তাহারা আজ বুক ফুলিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ভাবখানা এই যে–তাহারা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্পর্শকাতর বিভাগের সাহায্যে কীভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, সেই ব্যাপারে অন্য কেহ কিছুই জানেন না। অথচ তাহাদের ব্যাপারে আইনের শাসন কাজ করিলে এবং দল ও সংগঠন হইতে কার্যকর পদক্ষেপ লওয়া হইলে এমন পরিণতি দেখিতে হইত না বিশ্ববাসীকে।

●●●●●●●●●●●●

# 'নতুন মধ্যপ্রাচ্যের' স্বপ্ন দেখছে ইসরায়েল



হামাসের ইসরায়েলে হামলার বছর পূর্তির (অক্টোবর ৭) মাত্র কয়েক দিন আগে হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করা হলো। এভাবে লেবাননে হিজবুল্লাহর শিরশ্ছেদ করে ইসরায়েল সরকার এখন আশা করছে যে আঞ্চলিক শত্রুদের সঙ্গে লড়াইয়ে তারা অবশেষে বড়সড় আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আহ্বান জানাচ্ছিল, ইসরায়েল যেন সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে না দেয়। কিন্তু ইসরায়েল চলমান মুহূর্তকে এমন একটা চমৎকার সুযোগ হিসেবে দেখেছে, যা হাতছাড়া করা চলে না। আর এখন সে দেশের ভেতরে অনেকেই একে কাজে লাগিয়ে শুধু হিজবুল্লাহ নয়; বরং ইরানের বিরুদ্ধেও জোরেশোরে আঘাত হানার আশা করছে। হাজার হোক, ইরান হলো সেই 'প্রতিরোধ অক্ষ', যেখানে হামাস, হিজবুল্লাহ, ইরাক ও সিরিয়ার জঙ্গি দল এবং ইয়েমেনের হুতিরা অন্তর্ভুক্ত। লিখেছেন **গিডিয়ন র‍্যাচম্যান**

হামাসের ইসরায়েলে হামলার বছর পূর্তির (অক্টোবর ৭) মাত্র কয়েক দিন আগে হাসান নাসরুল্লাহকে হত্যা করা হলো। এভাবে লেবাননে হিজবুল্লাহর শিরশ্ছেদ করে ইসরায়েল সরকার এখন আশা করছে যে আঞ্চলিক শত্রুদের সঙ্গে লড়াইয়ে তারা অবশেষে বড়সড় আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আহ্বান জানাচ্ছিল, ইসরায়েল যেন সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে না দেয়। কিন্তু ইসরায়েল চলমান মুহূর্তকে এমন একটা চমৎকার সুযোগ হিসেবে দেখেছে, যা হাতছাড়া করা চলে না। আর এখন সে দেশের ভেতরে অনেকেই একে কাজে লাগিয়ে শুধু হিজবুল্লাহ নয়; বরং ইরানের বিরুদ্ধেও জোরেশোরে আঘাত হানার আশা করছে। হাজার হোক, ইরান হলো সেই 'প্রতিরোধ অক্ষ', যেখানে হামাস, হিজবুল্লাহ, ইরাক ও সিরিয়ার জঙ্গি দল এবং ইয়েমেনের হুতিরা অন্তর্ভুক্ত। নাসরুল্লাহকে হত্যার পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই 'অঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন' ঘটার কথা বলেছেন।
যদি ইসরায়েল 'প্রতিরোধের অক্ষকে' ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত করতে পারে, তাহলে এ অর্জনকে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) নীরবে স্বাগত জানাবে। এ দুটি দেশই ইয়েমেনে হুতিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তারা ইরানকে নিয়ে ভীত।
অবশ্য সৌদি আরব বারবারই বলে আসছে যে মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘমেয়াদি শান্তি স্থাপনের জন্য একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া আঞ্চলিক সংঘাত ও বৈরিতা বেড়ে গেলে তা সৌদি সরকারের উচ্চাভিলাষী উন্নয়ন পরিকল্পনাকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

**দুই.**

ইসরায়েলের জন্য আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য বদল হওয়ার মানে হলো, ৭ অক্টোবর জাতীয় পর্যায়ে পরাজয় ও বিভ্রান্তির যে বয়ান তৈরি হয়েছিল, তাকে উল্টে দেওয়া। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলা ছিল ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর জন্য এক বড় অপমান। ইসরায়েল সব সময় শত্রুদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকে–এ সুনাম এক দিনেই ধসে পড়েছিল, যখন ইসরায়েল ব্যাপকভাবে হামাসের কাছে পরাভূত হয়। এর পর থেকে শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধ ইসরায়েলের গর্ব বা নিরাপত্তা–কোনোটিই পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। যে অভিযানে বিপুল পরিমাণ বেসামরিক মানুষ নিহত হয়েছে, সেই অভিযানের মাধ্যমে ইসরায়েল সব জিম্মিকে এখনো মুক্ত করতে পারেনি। বৈশ্বিক জনমতের লড়াইয়েও ইসরায়েল ক্রমে হেরে যাচ্ছে। দেশটি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে।
তবে পেজার বিস্ফোরণ দিয়ে শুরু হওয়া হিজবুল্লাহর ওপর ধারাবাহিক হামলার সাফল্য ইসরায়েলি গোয়েন্দাদের সুনামকে পুনরুদ্ধার করেছে, দেশটির জনগণের মনোবলও চাঙা করছে। পেজার বিস্ফোরণে হিজবুল্লাহর অনেক পদাতিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। আর এটা সত্যি যে বহু লেবাননি নাগরিক এবং গোটা আরব বিশ্বের অনেকেই হিজবুল্লাহর ওপর বীতশ্রদ্ধ। সে কারণেই ইসরায়েল গণহারে নিন্দিত হয়নি।
হিজবুল্লাহর ওপর নেমে আসা ধ্বংসযজ্ঞ ইরান সরকারকে সম্ভবত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছে। ইসরায়েলের ঠিক পূর্ব সীমান্তে বিপুলসংখ্যক রকেটের ভান্ডার নিয়ে ইরানের মদদপুষ্ট একটি শক্তিশালী জঙ্গি বাহিনীর উপস্থিতি সব সময়ই ইরানের পক্ষে ইসরায়েলকে ঠেকিয়ে রাখার প্রধান ক্ষমতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এখানে হিসাবটা ছিল এ রকম: ইসরায়েল সরাসরি ইরানে হামলা চালানো থেকে বিরত থাকবে, না হলে তেহরান হিজবুল্লাহকে লেলিয়ে দেবে। যখন ইরানের মিত্র ও সহযোগী বা বিকল্প শক্তিগুলো ধুঁকছে, দেশটি দ্বিধায় পড়ে গেছে। ইরান হামাসকে সরাসরি সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। এখন হিজবুল্লাহর বিপর্যয়ের সময়ও যদি এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে তার মিত্ররা একে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করবে। এতে করে ইসরায়েল আরও আগ্রাসী পদক্ষেপ নিতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে। এমনকি দেশটি ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায়ও সরাসরি হামলা চালাতে পারে, যার হুমকি দিয়ে আসছে কয়েক দশক ধরে।
অন্যদিকে ইরান যদি ইসরায়েলের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে দেশটির সরকারের অস্তিত্বই ঝুঁকির মধ্যে পতিত হবে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র যখন সরাসরি এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়বে। মার্কিনরা হলফ করেছে যে তারা মধ্যপ্রাচ্যে আর কোনো যুদ্ধে জড়াবে না। কিন্তু ইসরায়েলকে সুরক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তারা এটাও দেখিয়েছে যে মধ্যপ্রাচ্যে সরকার বদলে দিতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সংঘটিত ইরাক যুদ্ধের যে রক্তাক্ত ও গোলযোগময় পরিণতি হয়েছে, তা তো ওয়াশিংটনের জন্য সাম্প্রতিক ও যন্ত্রণাময় স্মৃতি। কিন্তু ইরান যখন পারমাণবিক বোমা তৈরির সক্ষমতা অর্জনের খুব কাছাকাছি চলে গেছে, তখন সেখানে আঘাত হানার জন্য ইসরায়েলের উত্তেজনা এখন আরও বাড়বে।




**তিন.**

অনেক উত্তেজিত ইসরায়েলি সমর্থক চলমান মুহূর্তকে ১৯৬৭ সালের ছয় দিনের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করছেন। ওই ছয় দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিজয় মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতার ভারসাম্যই বদলে দিয়েছিল। এটা ঠিক যে ইসরায়েলের জন্য এখন পরিষ্কারভাবে অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি আছে বড় ধরনের বেশ কিছু ঝুঁকি। হিজবুল্লাহ ধুঁকছে বটে, কিন্তু ভান্ডারে যে ক্ষেপণাস্ত্র আছে, তা ব্যবহার করার সক্ষমতা ফুরিয়ে যায়নি। বরং তা দিয়ে ইসরায়েলের প্রধান শহরগুলোয় কয়েক দফা আঘাত হানতে পারবে। ইসরায়েল লেবাননে স্থল অভিযান শুরু করেছে মঙ্গলবার। এতে করে দেশটি হয়তো সংঘাতের এমন পাকচক্রে আটকা পড়তে পারে, যা বছরের পর বছর চলবে। আর তা ঘটবে এমন এক সময়ে, যখন তার সেনাবাহিনী গাজায় যুদ্ধরত। ইসরায়েলি বিমান হামলায় লেবাননে মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ দীর্ঘ মেয়াদে হিজবুল্লাহর নতুন প্রজন্মের যোদ্ধা তৈরি করতে পারে। আজকে হামাস যোদ্ধাদের ৬০ শতাংশই তো আগেকার সংঘাতগুলোয় যারা এতিম হয়েছিল, তাদের থেকে উঠে এসেছে বলে মনে করা হয়।
কোনো সন্দেহ নেই, হিজবুল্লাহ ও হামাস ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে গাজা কীভাবে শাসিত হবে, সে প্রশ্নের উত্তর ইসরায়েলের জানা নেই। লেবাননের দুর্বল তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়তো হিজবুল্লাহর কারণে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণে সক্ষম হবে না। এতে করে ইসরায়েল সীমান্তে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র দেখা দেবে। নেতানিয়াহু হয়তো মধ্যপ্রাচ্যে একটি নতুন আঞ্চলিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু আঞ্চলিক গোলযোগ যেসব বিপদ ডেকে এনেছে, সেগুলোই হয়তো পরিণতি হিসেবে দেখা দেবে।

**চার.**

এদিকে এক বছর ধরে বাইডেন প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে একটি আঞ্চলিক যুদ্ধ ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে এই আশঙ্কায় যে যুদ্ধ বাধলে তা যুক্তরাষ্ট্রকেও টেনে আনবে অথবা বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় বিপর্যয় তৈরি করবে। যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতি এখন পুরোপুরি ব্যর্থ হওয়ার পথে। এ বছরে দ্বিতীয়বারের মতো ইরান ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে আর যুক্তরাষ্ট্র সেগুলো বিধ্বস্ত করতে ইসরায়েলকে সহায়তা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান ইরানকে 'ভয়াবহ পরিণতি' ভোগ করতে হবে বলে হুমকি দিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে 'ইসরায়েলের সঙ্গে কাজ করার' নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যৌথ সামরিক অভিযানের হুমকির আশঙ্কাজনক বার্তাই দেওয়া হয়েছে। এর আগে এপ্রিল মাসে ইসরায়েলকে পাল্টা আঘাত করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল এমনভাবে যেন ইরান তা কৌশলগতভাবে মেনে নেয়। ফলে দুই দেশের পাল্টাপাল্টি হামলা আর ঘটেনি। তবে এবারও সে রকমটা হবে, তেমন সম্ভাবনা কম মনে হচ্ছে। লেবাননে ইসরায়েল স্থল অভিযান শুরু করার মধ্য দিয়ে মাত্রই তার আঞ্চলিক শত্রুদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র খুলেছে। তার আগে ব্যাপক আঘাত হেনে হিজবুল্লাহকে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। ফলে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ইসরায়েল সরকার বেশ উল্লসিত যে শত্রুরা এখন দৌড়ের ওপর আছে। তাই তারা ইরানের ওপরও জোরেশোরে আঘাত হানতে চাইছে এই প্রত্যাশায় যে এতে করে দেশটি দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির মুখে পড়বে এবং তার পারমাণবিক কর্মসূচিও অনেক পিছিয়ে যাবে। মঙ্গলবার রাতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের পর ইসরায়েল যে পাল্টা আঘাত হানতে পারে, সে ঝুঁকির কথাও ইরানের ভালোভাবে জানা আছে। দেশটির অনেকেই ভয় পাচ্ছেন যে আরেক দফা মিসাইল ছুড়ে তাঁরা এখন এক ফাঁদের ওপর দিয়ে হাঁটছেন। কিন্তু তেহরানে জুলাই মাসে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়াকে হত্যার পর এখন হিজবুল্লাহর ওপর ইসরায়েলের আঘাতের প্রত্যুত্তর না দেওয়াটাও ইরানের জন্য বিরাট ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধ ও প্রতিরোধের এক ক্রূর যুক্তি হলো যে যদি কোনো শক্তিধর দেশ তার বন্ধুদের রক্ষা করতে না পারে বা নিজ দেশের রাজধানীতে হামলার জবাব দিতে না পারে, তাহলে তার দুর্বলতা প্রকাশ পায়। আর এই দুর্বলতা আরেক দফা আক্রমণের শিকার হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করে, যা আবার দেশটির প্রভাব ও মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে।

**পাঁচ.**

প্রকাশ্যে ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দিলেও হোয়াইট হাউস হয়তো এখনো ইসরায়েলকে প্রত্যাঘাত এমনভাবে সংযত রাখার জন্য বুঝিয়ে যাচ্ছে যেন তা ভয়াবহ না হয় আর ইরানও যেন পাল্টা হামলা চালানোর বাধ্যবাধকতা অনুভব না করে। আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পর বাইডেন প্রশাসনের মধ্যপ্রাচ্যে আর কোনো সংঘাতে জড়ানোর খায়েশ যে নেই, তা তো আগেই বলা হয়েছে। গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলি সেনারা যুদ্ধরত থাকায় নেতানিয়াহু সরকার হয়তোবা নিজের স্বার্থেই ইরানের সঙ্গে এখনই সরাসরি সংঘাতে যাবে না। কিন্তু ইসরায়েল যদি ঠিক করে যে সে সরাসরি কঠোর পদক্ষেপ নেবে, তাহলে তারা হাসিমুখেই বাইডেন প্রশাসনের সংযত থাকার আহ্বান অবজ্ঞা করবে, যা আগেও করে এসেছে। হোয়াইট হাউসের আশা হলো, ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে কাজ করলে তারা ইসরায়েলের প্রত্যাঘাতের শক্তি ও ধরনের ওপর প্রভাব রাখতে পারবে।
কয়েক মাস ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে অনুরোধ জানিয়ে এসেছিল হিজবুল্লাহর ওপর আঘাত না হানতে। গত মাসে ইসরায়েল আঘাত হানা শুরু করলে বাইডেন প্রশাসন যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও অন্যদের সঙ্গে যোগ দেয় তাৎক্ষণিকভাবে লেবাননে যুদ্ধবিরতির আহ্বানে। এ আহ্বানও উপেক্ষিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে বিভ্রান্তির সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে নেতানিয়াহু সরকার তার ঘনিষ্ঠতম মিত্র ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানকারীর আহ্বান, অনুরোধ বা ইচ্ছাকে ক্রমাগত উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে চলেছে। বাইডেন প্রশাসন গাজা ও লেবাননে সংযত হওয়ার জন্য ইসরায়েলকে আহ্বান করছে। পাশাপাশি সংঘাত বেড়ে গেলে ইরান ও অন্যান্য আঞ্চলিক শত্রুদের কাছ থেকে ইসরায়েলকে সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র অতিমাত্রায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ফলে ইসরায়েল সরকার এটা বোঝে যে বাইডেন প্রশাসনকে উপেক্ষা করার তেমন কোনো ঝুঁকি নেই। বরং ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তিকে যদি মাঠে টেনে আনা যায়, তাহলে লাভই আছে। যেকোনো সংকটে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সমর্থন দেবে না– এমন আশঙ্কা সব সময় খুবই কম। আর দেড় মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এমন সময় তো তার প্রশ্নই আসে না। গাজা বিষয়ে নেতানিয়াহুকে কঠোর ভাষায় কথা বলার ভান করেছিলেন কমলা হ্যারিস। তবে এই বিপদের সময় তিনিও ইসরায়েলকে পুরোপুরি সমর্থন দিতে ও কঠিন অবস্থান দেখাতে চাইবেন। আর ইরানের বিষয়ে কোনো নরম অবস্থান দেখানোর ঝুঁকিও নেবেন না। সেই ১৯৭৯-৮১ সময়কালের জিম্মি সংকটের সময় থেকে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব বৈরিতার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এই সবকিছুর পরও চলমান বিপজ্জনক পরিস্থিতি কমলা হ্যারিসের জন্য দুঃসংবাদই বয়ে আনতে পারে। ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো দাবি করে বসবেন যে তাঁর সময়কালে দুনিয়াজুড়ে শান্তি ছিল, কিন্তু বাইডেন প্রশাসনের দুর্বলতা ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যকে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সংঘাতের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি তো তাঁর এ দাবির সঙ্গে এখন বেশ খাপ খেয়ে যায়।
প্রতিবারই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকালে 'অক্টোবর বিস্ময়' বলে একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ জল্পনাকল্পনা হয়। এই 'বিস্ময়'টা হলো হঠাৎ এমন কোনো ঘটনা, যা ভোটের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে নির্বাচনী দৌড়ের হিসাব ওলট-পালট করে দিতে পারে। ইসরায়েল ও ইরান এখন সেই 'বিস্ময়' ঘটিয়েছে, যা থেকে ট্রাম্পই হয়তো সুবিধা পেয়ে যাবেন।

***এফটিতে প্রকাশিত লেখার ইংরেজি থেকে বাংলায় রূপান্তর***

---

**ইন্ডিয়া টুডের বিশ্লেষণ**

# নতুন শ্রীলঙ্কাকে নিয়ে ভারতের চ্যালেঞ্জ

আরাগালা নামে জনগণের সংগ্রাম ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ক্ষমতার আসন থেকে সর্বশক্তিমান রাজাপক্ষে ভাইদের পতন ঘটিয়েছিল। লক্ষ্য অর্জনের পরে এই সংগ্রাম ভেঙে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এর উৎস ছিল অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা; কিন্তু তখন জনগণের মধ্যে যে বহাল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল, তা স্পষ্টতই বিলীন হয়নি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সদ্য সমাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে এই নির্বাচনের ফলাফল।
জনগণের সংগ্রামের ফল পেয়েছে বামপন্থী ন্যাশনাল পিপলস পাওয়ার (এনপিপি)। এর নেতৃত্বে আছে জনতা বিমুক্তি পেরামুনা (জেভিপি)। জেভিপির শুরু হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অর্জনের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি আন্ডারগ্রাউন্ড আন্দোলন হিসেবে। তবে তারা পরবর্তীকালে মূলধারায় যোগ দিয়েছে। দেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এখন প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসেছে তারা। এনপিপির অনূঢ়া কুমারা দিশানায়েকে রাজনৈতিক দুর্নীতি মুছে ফেলে নবজাগরণ আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন।

**সংখ্যালঘুদের ক্ষত**

অনূঢ়া দিশানায়েকে বিজয়ী হয়েছেন। তবে তাঁর ভোট মূলত এসেছে সিংহলি-অধ্যুষিত দক্ষিণ শ্রীলঙ্কা থেকে। যেখানে তামিল হিন্দু ও মুসলমানেরা বাস করে সেই উত্তর বা পূর্ব থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন তিনি পাননি। বোঝা যাচ্ছে, দেশকে একত্রিত করার যে অঙ্গীকার তিনি করেছেন, তা সফল করতে হলে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ২০০৯ সালে লিবারেশন টাইগারস অব তামিল ইলমের প্রধান প্রভাকরণ শ্রীলঙ্কার সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার পরই তিন দশকের রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটে; কিন্তু এর পরে শ্রীলঙ্কার সরকারগুলো তামিল জনগোষ্ঠীর সেই ক্ষত সারিয়ে তোলার জন্য বিশেষ কোনো উদ্যোগ নেননি। দেশের সংখ্যালঘুদের ক্ষত সারিয়ে তোলার জন্য অনূঢ়াকে বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

**কাঁটার মুকুট পরে ক্ষমতায়**

দিশানায়েকে সত্যিই কাঁটার মুকুট পরে ক্ষমতায় এসেছেন। শ্রীলঙ্কা ২০২২ সালে যে অর্থনৈতিক পতনের সম্মুখীন হয়েছিল, তা থেকে এখনো উঠে দাঁড়াতে পারেনি। এখন ৩৭ বিলিয়ন ডলারের বেশি ঋণের বোঝা দেশের কাঁধে। অনূঢ়ার প্রথম কাজ হবে দেশের ঋণ মেটানোর জন্য একটি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) সঙ্গে তাঁর প্রায় তিন বিলিয়ন ডলারের বেলআউটের পরবর্তী ধাপের জন্য আলোচনা করতে হবে। এদিকে আইএমএফ সরকারকে জনগণের ওপর ভারী আয়কর আরোপ করতে এবং দেশের রাজস্ব ঘাটতি পূরণের জন্য অন্যান্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।
নির্বাচনী প্রচারের সময় দিশানায়েকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আইএমএফকে তার শর্তের কঠোরতা কমিয়ে আনতে তিনি বাধ্য করবেন; কিন্তু আইএমএফ সহজে শর্ত বদলানোর পাত্র নয়। আবার দেশটি তাদের সহায়তা সমর্থন ছাড়া এখন চলতেও পারবে না। শপথ নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে দেওয়া সংক্ষিপ্ত ভাষণে দিশানায়েক স্বীকার করেন যে তিনি কোনো জাদুকর নন এবং 'সাধারণ জনগণ এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষেরও একটি বড় দায়িত্ব রয়েছে' অর্থনৈতিক সংকট থেকে উদ্ধার পেতে তাঁকে সাহায্য ও সমর্থন করার।

**সামনে কঠিন নির্বাচন**

এনপিপির সংসদে মাত্র তিনজন সংসদ সদস্য থাকায়,



দিসানায়েকের প্রথম সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে ছিল সংসদ ভেঙে দেওয়া এবং নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার। তিনি এনপিপির সংসদ সদস্য হরিণী অমরাসুরিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন। হরিণী সম্মানিত শিক্ষাবিদ ও নারী অধিকারকর্মী। এই পদক্ষেপ সামনের নির্বাচনে নারীদের ভোট পেতে সহায়তা করবে।
রাষ্ট্রপতির 'অতিরিক্ত ক্ষমতা' রোধ করতে এবং প্রদেশগুলোতে ক্ষমতার ন্যায়সংগত ভারসাম্য নিয়ে আসার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অনূঢ়ার দল। এর জন্য এনপিপির সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান সংশোধন করতে তাদের ২২৫ আসনের মধ্যে তাদের প্রয়োজন হবে ১১৩ আসন। এনপিপির জন্য তা কঠিন কাজ হবে। বিশেষ করে যদি বিরোধী দুই দল আসন ভাগাভাগি করে নির্বাচন করে।

**বাস্তববাদী অনূঢ়া**

তার সমাজতান্ত্রিক ঝোঁক থাকা সত্ত্বেও অনূঢ়া যথেষ্ট বাস্তববাদী। তিনি জানেন যে তাঁকে অর্থনীতিকে মন্দা কাটানোর জন্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এবং দেশীয় বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে হবে। নির্বাচনের আগে দলের ইশতেহার প্রকাশের ভাষণে তিনি তিনটি প্রধান অগ্রাধিকারের কথা বলেছিলেন– দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদন সর্বোচ্চ করা এবং চাকরি দেওয়া; অর্থনীতি পুনর্গঠনে শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সহায়তা প্রদান এবং ম্যানুফ্যাকচারিং, পর্যটন ও সামুদ্রিক শিল্পসহ মূল খাতগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার ওপর জোর দেওয়া। তিনি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

**দৃঢ় পররাষ্ট্রনীতি**

পররাষ্ট্রনীতি ভারতের জন্য আগ্রহ ও উদ্বেগের বিষয়। নতুন রাষ্ট্রপতি 'একটি শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল বৈদেশিক নীতি' নিশ্চিত করার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, এই নীতি 'আমাদের আঞ্চলিক জল, স্থল বা বায়ুর এমন কোনো ব্যবহার অনুমোদন করবে না, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ এবং নিশ্চিত করবে যেন সব অর্থনৈতিক লেনদেন দেশের জন্য লাভজনক হয়'।
বাংলাদেশে ভারত এককভাবে শেখ হাসিনার সরকারকে সমর্থন করেছিল; কিন্তু শ্রীলঙ্কায় ভারত সব প্রধান দল ও তাদের নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে। শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক সংকটের সময়, ভারত প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলারের আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল। সেই কথা অনূঢ়া একাধিকবার ধন্যবাদসহ উল্লেখ করেছেন। এই ফেব্রুয়ারিতে ভারত সফরে এসে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সফর করেন গুজরাট ও কেরালা। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল আমূল দুগ্ধ সমবায় নিয়ে। শ্রীলঙ্কার দুগ্ধশিল্পে বদল আনার কথা তিনি আগেও বলেছেন।

**যেসব চ্যালেঞ্জ ভারতকে ভাবতে হবে**

১৯৮০-এর দশকে শ্রীলঙ্কায় ভারতে হস্তক্ষেপ নিয়ে আন্দোলনে, প্রতিবাদ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছেন অনূঢ়া। এমনিতেও তাঁর রাজনৈতিক পাঠ শুরু হয়েছে চীনা বিপ্লব দিয়ে। তিনি ও তাঁর দল চীনের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। শ্রীলঙ্কায় চীনের নতুন করে প্রভাব বাড়ার সম্ভাবনা ভারতের জন্য চিন্তার বিষয় হবে।
অনূঢ়া সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর বিরোধিতা করেন। এই সংশোধনী তৈরি করা হয়েছিল ভারত-শ্রীলঙ্কার যৌথ আলোচনার মধ্য দিয়ে ১৯৮৭ সালে। এখানে প্রাদেশিক কাউন্সিল গড়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা আছে। এর মাধ্যমে তামিল সমস্যা সমাধান সম্ভব বলে ভারত দৃঢ়ভাবে মনে করে। শ্রীলঙ্কার বর্তমান বিরোধী দলও তা-ই চায়।
ক্ষমতায় আসার আগেই অনূঢ়া বলে দিয়েছেন যে তিনি শ্রীলঙ্কায় গৌতম আদানির বায়ুশক্তির বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প পুনর্বিবেচনা করবেন। কারণ, তা শ্রীলংকার 'জ্বালানি সার্বভৌমত্বের' বিরোধী। এই প্রকল্পের আকার কম নয়, ১০ বিলিয়ন ডলার।
আর সব মিলিয়ে যা বোঝা যাচ্ছে, রনিল বিক্রমাসিংহের সময় ২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কা আর ভারতের মধে৵ স্বাক্ষরিত 'ইকোনমিক পার্টনারশিপ ভিশন'-এর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। চীনের সঙ্গে এনপিপির ঘনিষ্ঠতা এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে অনূঢ়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতের জন্য যে উদ্বেগের কারণ তা অনূঢ়া নিজে ভালো করেই জানেন।
ভারত আর চীনের মতো বিভিন্ন প্রতিযোগী শক্তির সঙ্গে নতুন প্রেসিডেন্ট কীভাবে নিজ দেশের বৈদেশিক সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখবেন, তা দেখার জন্য ভারতকে অপেক্ষা করতে হবে। আর জনতার সমর্থন খুবই অস্থির জিনিস। ২০২২ সালের যে আন্দোলন তাঁকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারলে সেই একই জনতা বিরোধী হয়ে যেতে সময় লাগবে না।

***সৌজন্যে: ইন্ডিয়া টুডে***

## প্রথম নজর

# ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে পালালেন নেতানিয়াহু!

**আপনজন ডেস্ক:** লেবাননভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মুখে নিজ বাসভবন ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। সাম্প্রতিক হামলায় আলখাদ্বিরা অঞ্চলের উত্তরে কাইসারিয়া এলাকায় অবস্থিত নিজ বাসভবন ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নেন তিনি। ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ওয়ালার বরাত দিয়ে এমনটা দাবি করেছেন সংবাদমাধ্যম আল মায়াদিন

এর আগে ইরানি হামলা থেকে বাঁচতে পালাচ্ছেন নেতানিয়াহু এমন একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। পরে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ফ্যাক্টচেকে বেরিয়ে আসে যে তিনি ভিডিও ২০২১ সালের।

পার্লামেন্টে দৌড়ে ঢুকছেন নেতানিয়াহু, কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে নয়।তবে হিজবুল্লাহর হামলার প্রেক্ষিতে তার যে পালিয়ে যাওয়ার দাবি করা হচ্ছে সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।গত বছরের ৭ অক্টোবর অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েল অভিমুখে হাজার হাজার রকেট ছুড়ে মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিদের সশস্ত্র সংগঠন হামাস।

এতে ইসরায়েলে নিহত হয়েছেন এক হাজার ৪০০ জন। এরপর বছরের পর বছর অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় চালানো নিপীড়ন আরও জোরালো করে ইসরায়েলি বাহিনী। সেদিনের পর থেকে চালানো সামরিক অভিযানে প্রাণ হারিয়েছে ৪০ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি, আহত ৯০ হাজারেরও বেশি। হতাহতদের বেশিরভাগই বেসামরিক।গাজায় ইসরায়েলি অভিযান শুরুর পর থেকে একাধিকবার লেবানন সীমান্তে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। দুই দেশই সীমান্ত থেকে বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নিয়েছে। লেবাননের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ হিজবুল্লাহর কাছে।

ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতে এখন পর্যন্ত শতাধিক যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তবে এখন সীমান্তবর্তী এলাকা ছাপিয়ে এবার পরস্পরের সীমান্ত থেকে মূল ভূখণ্ডের বেশ ভেতরে হামলা চালানো শুরু করেছে দুই দেশ। এতে করে ক্রমেই বেড়ে চলছে নিহতের সংখ্যা। গত শুক্রবার বৈরুতে এক হামলায় হাসান নাসরাল্লাহকে হত্যা করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ১৯৭৪ জন নিহত হয়েছেন।

# নাটকের সংলাপ নকল করে জাতিসংঘে ভাষণ দিলেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট

**আপনজন ডেস্ক:** জাতিসংঘের বাৎসরিক সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেয়ার সময় প্লেজিয়ারিজমের আশ্রয় নেয়ার অভিযোগ উঠেছে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেইয়ের বিরুদ্ধে।

এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান জানিয়েছে, তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯তম বৈঠকে যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেটির একাংশ 'ওয়েস্ট উইং' নামক একটি নাটক থেকে ধার করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

মূলত, 'ওয়েস্ট উইং' নামক ধারাবাহিকটি একটি রাজনৈতিক ঘরানার নাটক। সেই নাটকের প্রেসিডেন্টের চরিত্রের সংলাপ থেকে ধার করেছিলেন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট মিলেই।

আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যমের দাবি, জোশিয়াহ 'জেড' বার্টলেটের সংলাপ থেকে প্রতিটি শব্দ, এমনকি প্রতিটি 'মনোলগ' বা দীর্ঘ বক্তৃতা নকল করেছেন।

# উত্তাল পাকিস্তান: সেনা মোতায়েন, নিহত ১১

**আপনজন ডেস্ক:** শুক্রবার পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সমর্থকদের সাথে দেশটির আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। তারপর থেকেই পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছে দেশটির প্রদেশ থেকে প্রদেশে। শনিবার পাঞ্জাবের লাহোরেও বিক্ষোভ দেখা দেয়। ফলে সেখানেও সেনা মোতায়েন করতে বাধ্য হয় স্থানীয় প্রশাসন। শনিবার ইসলামাবাদের পরিস্থিতিও উত্তপ্ত বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম। রাওয়ালপিন্ডিতেও উত্তেজনা চলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ রাখছে শাহবাজ শরীফের নেতৃত্বাধীন সরকার। বড় বড় সড়কগুলোও কনটেইনার দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে।

বিভিন্ন গণমাধ্যম জানিয়েছে, শুক্রবার ইসলামাবাদের বিভিন্ন জায়গায় ইমরান খানের দল পিটিআইর সমর্থকরা জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে জারি থাকা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন তারা। তাদের লক্ষ্য ছিল ডি-চকে বিক্ষোভ করার। কিন্তু পুলিশের বাধায় সেই বিক্ষোভ পণ্ড হয়ে যায়। ওই সময় বিক্ষোভের জন্য জড়ো হওয়ার পিটিআই সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। এদিকে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়াতেও সেনাবাহিনীর সাথে উগ্রপন্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। দেশটির গণমাধ্যম জানিয়েছে, উগ্রবাদীদের সাথে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছে। তাদের মধ্যে ছয়জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। আর অপর পাঁচজন হলো উগ্রবাদী বাহিনীর সদস্য। খাইবার পাখতুনখাওয়ার নর্থ ওয়াজিরিস্তানের স্পিনওয়াম এলাকায় ওই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

# বুরকিনা ফাসোতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৬০০ জনকে গুলি করে হত্যা!

**আপনজন ডেস্ক:** বুরকিনা ফাসোতে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট একটি জঙ্গিগোষ্ঠী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গুলি চালিয়ে ৬০০ জনকে হত্যা করেছে। গতকাল শুক্রবার মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে গত আগস্ট মাসে দেশটির একটি শহরে।

ফরাসি নিরাপত্তা মূল্যায়ন অনুসারে সিএনএন-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আল-কায়েদা-সংশ্লিষ্ট জঙ্গি গোষ্ঠী জামা'আত নুসরাত আল-ইসলাম ওয়াল-মুসলিম (জেএনআইএম)-এর হামলায় নিহতের সংখ্যা প্রায় ৬০০ জন। যাদের সবাই বেসামরিক নাগরিক এবং বেশিরভাগই নারী ও শিশু।

তবে জাতিসংঘের অনুমান সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হামলায় ২০০ জন নিহত হয়েছে। হত্যাকারী গোষ্ঠী জেএনআইএমেরও দাবি, তারা দেশটির সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর ৩০০ জন সদস্যকে হত্যা করেছে। নিহতদের কেউই বেসামরিক নয়। তবে হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিরা জানান, সেনাবাহিনীর নির্দেশ অনুযায়ী বারসালাঘোর শহরের চারপাশে একটি বিশাল পরিখা খনন করছিলেন তারা। সে সময়ই জেএনআইএমের বন্দুকধারীরা হামলা চালায়। সাম্প্রতিক দশকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ হামলার মুখোমুখি হয়েছে আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসো। জামা'আত নুসরাত আল-ইসলাম ওয়াল-মুসলিম (জেএনআইএম)-এর জঙ্গিরা মালি ভিত্তিক আল কায়েদার সহযোগী এবং বুরকিনা ফাসোতে সক্রিয়। হামলা থেকে বেঁচে যাওয়া এক ব্যক্তি জানান, হামলাকারীরা মোটরসাইকেল দিয়ে এসে গুলি চালিয়ে গ্রামবাসীদের হত্যা করেছিল। এই হামলায় তার পরিবারের দুই সদস্য নিহত হয়েছেন। তিন দিন পর তাঁদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। সোশ্যাল মিডিয়াতে জেএনআইএম-এর অ্যাকাউন্টগুলো থেকে পোস্ট করা গত ২৪শে আগস্টের হামলার বেশ কয়েকটি ভিডিও অনুসারে, পরিখার মধ্যে পড়ে থাকা মৃতদের মধ্যে অনেকেই নারী ও শিশু। ভিডিও ফুটেজে স্বয়ংক্রিয় বন্দুকের আওয়াজ এবং ভিকটিমদের চিৎকারের শোনা যাচ্ছিল। জঙ্গিদের থেকে নিরাপদে থাকতে সম্প্রতি বারসালোঘো শহরে পরিখা খননের নির্দেশ দিয়েছিল বুরকিনা ফাসোর সেনাবাহিনী। সেখানেই ভয়ঙ্কর এই ঘটনা ঘটে এবং মৃতের সংখ্যা ফরাসি সরকারের মূল্যায়নে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মালি, বুর্কিনা ফাসো এবং নাইজারজুড়ে একের পর এক অভ্যুত্থানের ফলে ফরাসি ও আমেরিকান বাহিনী সেখান থেকে চলে যায়। এর পরেই পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। ফরাসি নিরাপত্তা এক কর্মকর্তার সিএনএন-কে দেওয়া মূল্যায়নে বলেছে, 'দেশটির জান্তাদের দখল জোরদার করার জন্য রুশ ভাড়াটে বাহিনী তলব করলেও একটি শূন্যতা রয়ে গেছে, ফলে সেখানে জিহাদিরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে।' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেসামরিক জনসংখ্যা বা প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে বড় আকারের মারাত্মক আক্রমণ কয়েক সপ্তাহ ধরে এমন হারে ঘটছে, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে সরকার টেকসই নয়। ফরাসি কর্মকর্তা সিএনএনকে বলেন, বুরকিনা ফাসোতে নিরাপত্তা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছে। যেখানে সশস্ত্র-সন্ত্রাসী দলগুলো ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা উপভোগ করছে। এর কারণ নিরাপত্তা বাহিনী মোকাবেলা করতে অক্ষম।

প্রতিবেদনে বারসালোঘোতে হামলার ১৫ দিন আগে তাওরি গ্রামে একটি সামরিক গাড়ি বহরে হামলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওই হামলায় কমপক্ষে ১৫০জন সেনা জঙ্গীগোষ্ঠীর হাতে নিহত হয়েছিল। তাতে আরো যোগ করে বলা হয়, সামরিক শক্তি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ধরে রাখতে লড়াই করে যাচ্ছে সেখানে। গত ১৭ সেপ্টেম্বরও মালির কাছে একটি অঞ্চল আরেকটি জেএনআইএম হামলায় কেঁপে ওঠে। তারা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভবনসহ বিমানবন্দরেও হামলা করে এবং ৭০ জনকে হত্যা করে।

বারসালোঘোতে গণহত্যাটি ঘটেছিল যখন স্থানীয়দের সামরিক বাহিনী শহরের চারপাশে একটি বিশাল পরিখা নেটওয়ার্ক খনন করার নির্দেশ দিয়েছিল। যাতে আশেপাশে ঘোরাফেরা করা জঙ্গীদের থেকে রক্ষা পায়।

বেঁচে ফেরা একজন নিজের নাম প্রকাশ না করে সিএনএন-কে বলেন, ঘটনার দিন শহরের বাইরে চার কিলোমিটার দূরে একটি পরিখা খননকাজে ছিলেন। সেনাবাহিনী এই পরিখা খনন করাচ্ছিল। বেলা প্রায় ১১টার দিকে প্রথম গুলির শব্দ শুনতে পান তিনি।

# ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের আহ্বান ম্যাক্রোঁর

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। শনিবার ফ্রান্স ইন্টার রেডিওতে দেয়া এক ভাষণে এই আহ্বান জানান তিনি।

বক্তৃতায় ম্যাক্রোঁ বলেন, আজ আমাদেরকে চলমান গাজা যুদ্ধের অবসানে রাজনৈতিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

একইসাথে যুদ্ধবাজ ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

এতে গাজায় যুদ্ধ ও হত্যা বন্ধ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ম্যাক্রোঁর এই বক্তব্য এমন সময়ে এলো যখন গাজা যুদ্ধের বর্ষপূর্তির আর তিন দিন বাকি আছে। এ সময় ফ্রান্স ইসরাইলকে আর কোনো অস্ত্র দেবে না বলেও উল্লেখ করেন তিনি। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ঠিক দুই সপ্তাহ আগেই প্যারিসের এলিজি প্যালেসে ওয়ার্ল্ড জিউইশ কংগ্রেসের (ডব্লিউজেসি) সভাপতি রোনাল্ড এস লাউডারের সাথে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি ফ্রান্সের ইহুদি সম্প্রদায় চলমান ইসরাইল-গাজা সঙ্ঘাত এবং অপহৃত ইহুদিদের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে ম্যাক্রোঁ ইসরাইল-হামাস সঙ্ঘাত সমাধানের গুরুত্ব এবং অবশিষ্ট বন্দীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

# ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলের হামলা চালানো উচিত: ট্রাম্প

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলকে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা করার পরামর্শ দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি মনে করেন, ইরানের পরমাণু কর্মসূচির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়াই ইসরায়েলের কাছে প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

শুক্রবার নর্থ ক্যারোলিনার ফায়েটভিল শহরে এক প্রচারসভায় ট্রাম্প বলেন, তাদের (ইরান) পরমাণু স্থাপনা নিশানা করাই সবচেয়ে জরুরি।

কারণ এটিই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকি। এর আগে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাংবাদিকদের বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক হামলা সমর্থন করেন না তিনি। এর বদলে ইহুদি রাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রটির ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য একটি বিস্তৃত আন্তর্জাতিক ঐকমত্য গড়ে তোলার পক্ষে তিনি। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেন, 'সাংবাদিকরা তাকে (বাইডেন) প্রশ্ন করেছিল, ইরান সম্পর্কে আপনার কী ধারণা, আপনি কি ইরানে আঘাত হানবেন? আর তিনি (বাইডেন) বলেন, 'না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েলের পারমাণবিক স্থাপনায় ইরান হামলা না চালাচ্ছে ততক্ষণ হামলা চালানো হবে না। 'এর মানে বাইডেন হামলা চালাতে চান, তাই তো?' উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন ট্রাম্প। ইরানের পারমাণবিক স্থাপনা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, 'যখন সাংবাদিকরা তাকে এ প্রশ্ন করেছিল, তখন উত্তরটা হওয়া উচিত ছিল, 'আগে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় আঘাত করা হবে, বাকি বিষয়ে পরে ভাবলেও চলবে'।' ইসরায়েলের দিকে প্রায় ২০০ ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জবাবে বুধবার ইরানের পরমাণু স্থাপনায় এ ধরনের হামলার বিরোধিতা করেন বাইডেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য নির্ধারিত বিমান এয়ার ফোর্স ওয়ানে ওঠার আগে বুধবার সাংবাদিকদের বাইডেন বলেন, 'ইসরায়েলিরা কী করতে যাচ্ছে তা নিয়ে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করব, তবে আমাদের (জি৭ দেশগুলোর প্রধানরা) সবাই একমত যে, তাদের প্রতিক্রিয়া জানানোর অধিকার আছে, কিন্তু তাদের সমানুপাতিকভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত।'

তবে ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি নিয়ে খুব কমই কথা বলেছেন।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# ইসরায়েলি সেনাদের ফের পিছু হটতে বাধ্য করল হিজবুল্লাহ

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় তাণ্ডব চালানোর পর লেবাননে প্রবেশ করতে গত তিন-চারদিন ধরে চেষ্টা চালাচ্ছে দখলদার ইসরায়েলের সেনারা। শনিবার মধ্যরাতে আদাইসেহ নামের একটি সীমান্তবর্তী গ্রাম দিয়ে ফের এই চেষ্টা চালিয়েছিল তারা। তবে হিজবুল্লাহর প্রতিরোধের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে ইসরায়েলি সেনারা।

হিজবুল্লাহর বরাতে সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, আদাইসেহ গ্রামে ইসরায়েলি সেনাদের সঙ্গে হিজবুল্লাহর যোদ্ধাদের তীব্র লড়াই হয়। ওই সময় ইসরায়েলি সেনারা পিছু হটে। যেসব সেনা লেবাননে প্রবেশের চেষ্টা করেছিলেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েককজন হতাহত হয়েছেন।

আদাইসেহ গ্রামের লড়াই নিয়ে দখলদার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বিবিসি। তবে এ ব্যাপারে তারা কোনো তথ্য জানাতে রাজি হয়নি। এমনকি অভিযানে গিয়ে কত সেনা হতাহত হয়েছে সে ব্যাপারেও মুখ খোলেনি আইডিএফ।

গত দুই সপ্তাহ ধরে গাজার যুদ্ধ অনেকটাই লেবাননের দিকে চলে গেছে। এই সময়ের মধ্যে হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহসহ অনেক উচ্চপদস্থ কমান্ডারদের হত্যা করেছে দখলদার ইসরায়েল। এছাড়া পেজার এবং ওয়াকিটকিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হিজবুল্লাহর কয়েক হাজার যোদ্ধাকে আহত করেছে।

ধারণা করা হয়েছিল, এসব হামলার জেরে হিজবুল্লাহ সীমান্তে ইসরায়েলি বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়তে পারবে না। তবে ইসরায়েলি সেনারা স্থল হামলা চালাতে যখন লেবাননে প্রবেশের চেষ্টা চালানো শুরু করে তখনই হিজবুল্লাহর যোদ্ধারা তাদের লক্ষ্য করে গুপ্ত হামলা শুরু করে। এতে করে স্থল হামলার প্রথমদিনই ইসরায়েলের চৌকস ব্রিগেডের আট সেনা নিহত হয়।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৫ মি.

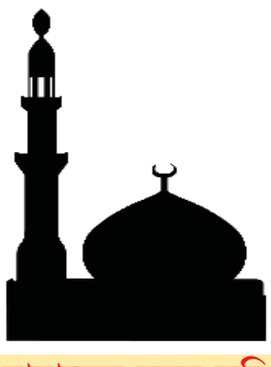

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪.০৯ | ৫.৩০ |
| যোহর | ১১.৩০ | |
| আসর | ৩.৪২ | |
| মাগরিব | ৫.২৫ | |
| এশা | ৬.৩৪ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৪৭ | |

# এবার ইমরান খানের দুই বোন গ্রেফতার

**আপনজন ডেস্ক:** পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের ডি-চকে বিক্ষোভের প্রস্তুতিকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) নেতা ইমরান খানের দুই বোন আলিমা খান ও উজমা খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। খবর দ্য এক্সপ্রেস ট্রিবিউন।

জানা যায়, ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা খান গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন। তাদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দেয়া হয়।

# দক্ষিণ লেবাননে মসজিদে ইসরায়েলি হামলা

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের একটি হাসপাতাল সংলগ্ন মসজিদে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। সম্প্রতি ইসরায়েল লেবাননের বেসামরিক স্থাপনায় হামলার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

সালাহ গান্দুর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই হামলায় চিকিৎসাকর্মীরা আহত হয়েছে। আহতদের অধিকাংশের অবস্থাই গুরুতর।

অবশ্য ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা ওই মসজিদে অবস্থান করছিল জেনেই তারা হামলা চালিয়েছে।

লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, বিনত জিবেলি শহরের ওই হাসপাতাল লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। হাসাপাতালের পরিচালক জানিয়েছে, সরাসরি হাসপাতালটিতে হামলা চালানো হয়। অনেককেই উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যদিকে লেবাননের উত্তরাঞ্চলীয় শহর ত্রিপোলিতে প্রথমবারের মতো হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। লেবাননের একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে বৈরুতের শহরতলিতে আরও বোমা হামলার পর ইসরায়েলি সেনারা দক্ষিণ লেবাননে নতুন স্থলে অনুপ্রবেশ করতে চেয়েছিল।

# সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা থেকে তালিবানকে বাদ দিয়ে দিল রাশিয়া

**আপনজন ডেস্ক:** সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা থেকে তালিবানকে বাদ দিয়েছে রাশিয়া। শুক্রবার দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে। রুশ বার্তাসংস্থা তাস জানিয়েছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তালেবানকে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এটি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জুলাইয়ে বলেছিলেন, রাশিয়া আফগানিস্তানের তালেবানকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মিত্র হিসেবে বিবেচনা করে।

২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তানে ক্ষমতা দখল করার পর থেকে রাশিয়া ধীরে ধীরে তালেবানের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। কারণ মার্কিন নেতৃত্বাধীন বাহিনী ২০ বছরের যুদ্ধের পর সেনা প্রত্যাহার করে নিলেও সংগঠনটি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ায় নিষিদ্ধ।

কোনো দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে তালেবানকে দেশের বৈধ নেতৃত্ব হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে চীন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত তার রাষ্ট্রদূতদের গ্রহণ করেছে।

রাশিয়া ২০০৩ সালে তালেবানকে তার সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় যুক্ত করেছে।

# ইয়েমেনে হুতি লক্ষ্যবস্তুতে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও বিমান হামলা

**আপনজন ডেস্ক:** ইয়েমেনের ইরান সমর্থিত হুতি সশস্ত্র গোষ্ঠীর অন্তত ১৫টি লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানোর দাবি করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনী।

শুক্রবার (৪ অক্টোবর) এ হামলা চালানো হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। প্রতিবেদনে বলা হয়, স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, তারা সামরিক ফাঁড়ি ও একটি বিমানবন্দরে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখেছেন।

মার্কিন প্রতিরক্ষা সদর দপ্তর পেন্টাগন জানিয়েছে, এই হামলায় উড়োজাহাজ ও যুদ্ধজাহাজ ব্যবহার করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, মার্কিন সামরিক বাহিনী হুতিদের মালিকানাধীন অস্ত্র ব্যবস্থা, ঘাঁটি ও বিভিন্ন সরঞ্জাম লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

হুতি-সমর্থিত সংবাদমাধ্যম আল মাসিরাহ টিভি নেটওয়ার্ক বলছে, ইয়েমেনের প্রধান প্রধান শহরগুলো এমনকি রাজধানী সানাতেও বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। সানা শহরে চারটি এবং হুদাইদাহ শহরে সাতটি হামলা হয়েছে।

হুদাইদাহ শহরের একটি বিমানবন্দর ও কাথিব এলাকায় হুতি নিয়ন্ত্রিত সামরিক ঘাঁটি লক্ষ করে হামলাগুলো চালানো হয়েছে।

## প্রথম নজর

# পয়গম্বরের নামে কটূক্তি করায় নিন্দায় সরব এসডিপিআই নেতৃত্ব

**আপনজন ডেস্ক:** ইউপির পুরোহিত নরসিংহানন্দ নবী মুহাম্মাদ সা. এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যে লাগামহীন নিন্দামূলক বক্তব্য এবং গালিগালাজ করেন, সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার জাতীয় সহ-সভাপতি মোহাম্মদ শফি তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। সম্প্রতি এক বক্তৃতায় নরসিংহা বলেন, "প্রতি দশেরায় যদি কুশপুত্তলিকা পোড়াতে হয়, তাহলে মোহাম্মদ (সাঃ) এর কুশপুত্তলিকা পোড়াও।" মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তৃতার জন্য তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি এফআইআর থাকা সত্ত্বেও, সে ঘৃণামূলক বক্তৃতা দিয়ে চলেছে, কারণ পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বার্তাটি হল দেশের যে কেউ যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, বিশেষ করে ইউপির মতো রাজ্যে, তা হলে সে নিরাপদ এবং দেশের আইনের আওতার বাইরে থাকবে বলেন মোহাম্মদ শফি। তিনি আরও বলেন– নন-বিজেপি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিও দোষী, কারণ তারা মুসলমান বিরোধী ইস্যুগুলিতে নীরব রয়েছে। এসডিপিআাই ইউপি এবং মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্বেষী বক্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে এবং দেশের শান্তি ও সম্প্রীতিকে ব্যাহত করে এমন ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধ করতে আইনিভাবে পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

# চেন্নাইয়ে বাংলার শ্রমিক মারা গেছেন বিষক্রিয়ায়, অনাহারে নয়: সামিরুল

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** কয়েকদিন আগে তামিলনাড়ু থেকে বাড়ি ফেরার পথে চেন্নাই রেল স্টেশনে পশ্চিমবাংলার পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার বেশ কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদেরকে রেল কর্তৃপক্ষ চেন্নাইয়ের রাজীব গান্ধি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করলে সামার খান নামে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সেই মৃত্যুর খবর চেন্নাই থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক দ্য হিন্দু সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ফলাও করে প্রকাশ করে। সেই খবরে অবশ্য অনাহারে মৃত্যুর কথা বলা হয়। একই সঙ্গে বলা হয় ওই সব শ্রমিকদের বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান সাংসদ সামিরুল ইসলাম জ্ঞাত এবং তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার সহযোগিতা করছেন। ইংরেজি সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদ সংস্থার সেই সব খবরের সূত্র উল্লেখ করে পশ্চিমবাংলায়ও কিছু সংবাদপত্র অনাহারে মৃত্যু বলে খবর করে। এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন বাংলার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসও। যদিও রাজ্যপাল এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত রাজ্যের শ্রমিকদের চেন্নাইয়ে অনাহারে মৃত্যুর বিষয়টি সংবাদমাধ্যমের অপপ্রচার বলে দাবি করলেন সাংসদ সামিরুল ইসলাম। ফেসবুক পোস্টে তিনি চেন্নাইয়ে মৃত শ্রমিকের ছেলের এক ভিডিও সংশ্লিষ্ট করে এ বিষয়ে লিখেছেন, কয়েকদিন আগে তামিলনাড়ু থেকে বাড়ি ফেরার পথে চেন্নাই রেল স্টেশনে খাবার খাওয়ার পর পর খাদ্যে বিষক্রিয়ায় (ফুড পয়জনে) পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনার কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে তাদের মধ্যে একজন যুবক সমর খাঁয়ের মৃত্যু হয়।

এই মৃত্যুর ঘটনাকে সামনে রেখে বেশ কিছু মিডিয়া, এই শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে বলে বিভ্রান্তিমূলক খবর প্রচার করে বাংলার বদনাম করার চেষ্টা করেছে। অথচ এই শ্রমিকদের অসুস্থ হওয়ার খবর পাওয়ার সময় থেকে তাদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ। সামিরুল চেন্নাই স্টেশনে ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশে থাকা নিয়ে মৃতের ছেলের ভিডিও পোস্ট করে আর্জি জানান, এটা শুনুন। তাহলেই প্রকৃত সত্য জানতে পারবেন।

পোস্ট করা ভিডিওতে মৃত শ্রমিকের ছেলেকে সামিরুলের পাশে দাঁড়িয়ে বলতে শোনা যায়, ডাক্তাররা তাদেরকে বলেছেন ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে খাদ্যে বিষয়ক্রিয়ার ফলে। তারা অনাহারে মারা যাননি বলে দাবি করেন তিনি। সেই জানান, সাংসদ সামিরুলের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর তাদের চিকিৎসার জন্য রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য করেছে।

# ভাঙড় প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে বস্ত্র বিতরণ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়**

**আপনজন:** বাঙালির উৎসব 'শারদ উৎসব' উপলক্ষে ভাঙড় প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ভাঙড়ের আদিবাসী এলাকায় বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি আইপিএস সৈকত ঘোষ, ওসি পোলেরহাট সারফারাজ আহমেদ, ওসি কাশীপুর অমিত কুমার চ্যাটার্জি, ওসি ট্রাফিক মিদ্দা ইমামুদ্দিন, পোলেরহাট থানার এডিশনাল ওসি মনীশ সিং সহ অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত

ছিলেন। এলাকার অসহায় মহিলা থেকে তথাকথিত, দুঃস্থ শিশু! যাদের পুজোয় জোটেনি পরনের নতুন বস্ত্র। তাদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার আইপিএস সৈকত ঘোষ সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

# চলে গেলেন সংবাদপত্র ও পত্রিকাপ্রেমী আলেমে দ্বীন মাওলানা আব্দুল মাতিন

**নায়ীমুল হক ● বসিরহাট**

**আপনজন:** অপার করুনার আধার আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্যে চলে গেলেন উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ও আলেমে দ্বীন আব্দুল মাতিন। শনিবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ বসিরহাট বদরতলা হাসপাতালে ইন্তেকাল হয় তাঁর। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

আব্দুল মাতিন এর পিতা মাওলানা ফজলুর রহমান গাজী ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট একজন আলেম, সুবক্তা ও সমাজকর্মী এবং সুবিখ্যাত মাওলানা বাগের পীর সাহেব আল্লামা রুহুল আমিন সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র। দীর্ঘকাল বসিরহাট আমিনিয়া মাদ্রাসা হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন এবং তাঁর শিক্ষকতায় বহু আলেম ছাত্র আজ দেশ-বিদেশে দ্বীনের কাজে রত আছেন। তাঁর পাঁচ পুত্র ও সাত কন্যার সংসারে আব্দুল মাতিন ছিলেন তৃতীয় সন্তান। মৃত্যুকালে আব্দুল মাতিন এর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৫। রেখে গেলেন স্ত্রী সহ তিন পুত্র ও এক কন্যা।চিরকাল সমাজে স্রোতের বিপক্ষে থাকা মানুষ ছিলেন তিনি। অসামাজিক যেকোনো কাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেন তিনি। দল-মত এসব বাদ-বিচার তিনি কখনোই করতেন না। সকলেই যখন স্রোতের পক্ষে গা ভাসিয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ আগলাতে ব্যস্ত, এতটুকু ত্যাগ করতে রাজি নন, ঠিক সেই সময়ে সর্বস্ব উজাড় করে কাজ করেছেন সমাজ গঠনের জন্য। পারতপক্ষে কখনো তিনি নিজের স্বার্থের কথা ভাবতেন না, ভাবতেন না নিজের শরীর স্বাস্থ্যের কথাও। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন প্রকৃত 'দায়ী ইলাল্লাহ' ছিলেন তিনি। শিক্ষিত, আল্লাহওয়ালা ঘরের সন্তান হওয়ার সুবাদে বড় একটা হৃদয়ের অধিকারীও হয়েছিলেন। পড়াশোনা করা রীতিমতো সংস্কৃতিবান একজন আলেম ছিলেন তিনি। কিন্তু এসব কখনো তিনি কাউকে বুঝতে দিতে নারাজ ছিলেন। সমাজ গঠনের স্বার্থে নিজের অসুবিধেকে কখনো প্রাধান্য দেন নি, পরোয়াও করতেন না তিনি। যে কারো সাথে তিনি একবার মিশেছেন, অথচ তাঁর মধ্যে খোলামেলা, প্রশস্ত একটি বিবেকের সন্ধান পাননি এরকম একজনকেও পাওয়া যাবে না।

ছাত্র-ছাত্রীসহ সমাজের বিভিন্ন মানুষ তাঁর কাছে নানা রকম পরামর্শ ও সাহায্য-সহযোগিতার আবেদন নিয়ে আসতেন। অকৃপণভাবে তাদের সঙ্গ দিতেন তিনি, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেন সদা সর্বদা। মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে কাজে লাগাতেন তাঁর ছোট্ট বইয়ের দোকানটি। দিন দিন এতে তাঁর ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছে, তবু তিনি এই কাজ কখনো ব্যাহত হতে দেননি। সত্য সঠিক খবর পৌঁছে দিতে নিজে কাঁধে করে দৈনিক কলম, সাপ্তাহিক গতি, সাপ্তাহিক মিজান, মাসিক আপনজন পত্রিকা সহ বিভিন্ন পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও বই পত্র কোথায় না পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। এছাড়া বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সম্পাদিত উচ্চমানের ইসলামি ম্যাগাজিন 'মাসিক মদীনা' আমদানি করে তিনি রাজ্যের ইসলাম মনস্ক মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেন। এছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামি পত্রপত্রিকা এ রাজ্যে তিনি পাঠকের হাতে তুলে দিতেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি বসিরহাটের ত্রিমোহনীতে প্রিয় বইঘর নামে পুস্তক বিপণি খুলেছিলেন। সেই পত্রপত্রিকা প্রিয় আবদুল মাতিন আমাদের মধ্যে নেই। তাঁর মৃত্যু সংবাদে রাজ্যের সংখ্যালঘু মহল ব্যথিত ও শোকাহত। তার মতো সরল, সাদাসিধে, খুশি মনের, বড় হৃদয়ের মানুষ বিদায় নেওয়ায় তার রুহের মাগফিরাত করেন তারা। শনিবারই তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। বহু মুসল্লি তার নামাজ এ জানাজায় শরিক হন।

# মালদা মেডিক্যালে এলেন আর জি করের চেস্ট বিভাগের প্রাক্তন প্রধান

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:** আর জি করের আবহে মধ্যে অবশেষে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগদান করলেন আর জি কর মেডিকেল কলেজের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অরুনাভ দত্ত চৌধুরী। উল্লেখ্য এর আগে দুইবার তিনি মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগদান করতে আসেন। কিন্তু জুনিয়র চিকিৎসকরা আর জি কর মেডিকেল কলেজের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অরুনাভ দত্ত চৌধুরীর যোগদানে আপত্তি করেছিলেন। আন্দোলনও করেন জুনিয়ার চিকিৎসকেরা। অবশেষে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায়ের জুনিয়ার চিকিৎসকদের অবেদন করেছিলেন অরুনাভ দত্ত চৌধুরীকে যোগদানে আপত্তি না করার জন্য। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে জুনিয়র চিকিৎসকরা অরুনাভ দত্ত চৌধুরীকে আজ কাজে যোগদান করতে পারেন।

আর জি কর ঘটনার পর চেস্ট মেডিসিন বিভাগের এই বিভাগীয় প্রধান কে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বদলির নির্দেশ দিয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু এরপর মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যোগদান করতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন তিনি। এই বিষয়ে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ পার্থ প্রতিম মুখোপাধ্যায় জানান, যোগদানের আবেদন নিয়ে এসেছিলেন তিনি। আজকে তাকে আমরা যোগদান করালাম। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চেস্ট বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে তিনি কাজে যোগদান করছেন। এর আগেও অবশ্য তিনি দুইবার যোগদান করতে এসেছিলেন কিন্তু জুনিয়ার ডাক্তারদের বিক্ষোভের জেরে তিনি যোগদান করতে পারেন নি। আমরা এই নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের সাথে আলোচনায় বসে ছিলাম তাদের বুঝিয়েছি। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী তিনি এখানে এসেছেন তাকে যোগদান করাতেই হবে। এখানে কিছু করার নেই। সেই মতো আজ তিনি যোগদান করেছেন। আজকের পর থেকে ছুটি পড়ে যাবার জন্য তিনি পুরোপুরি ভাবে ছুটির পরে কাজে ফিরবেন। তবে যদিও এই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কিছু বলতে চাননি অরুনাভ দত্ত চৌধুরী।

# ভাঙন দুর্গতদের পাশে দাঁড়াল সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ

**রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ**

**আপনজন:** গঙ্গা ভাঙন কবলিত এলাকার মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এবার এগিয়ে এল সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। শনিবার দুপুরে ভাঙ্গন কবলিত কয়েক এক হাজার অসহায় মানুষের হাতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।

সামশেরগঞ্জের শিকদারপুরে এই ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জ থানার ওসি অভিজিৎ সরকার, এ.এস.আই ওয়াসিম রেজা, এস.আই অবিরাম মন্ডল সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগের পাশে দাঁড়াতে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের সময় উপস্থিত ছিলেন সামশেরগঞ্জের চার নম্বর জেলা পরিষদের সদস্য আনারুল হক বিপ্লব, ধুলিয়ান পৌরসভার কাউন্সিলর পারভেজ আলম পুতুল, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাকিব হোসেন, সমাজসেবী বজলুর রহমান, ইনজামামুল হক প্রমুখ। এদিন ত্রাণ বিতরনের পাশাপাশি ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন সামশেরগঞ্জ থানার ওসি এবং আনারুল হক বিপ্লব। কথা বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। পুলিশের মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান সাধারণ মানুষ।

# ধর্ষকদের গুলি করে মারা উচিত: দেব

**জে হাসান ● বারুইপুর**

**আপনজন:** বারুইপুরে এক অনুষ্ঠানে এসে শনিবার সাংসদ দেব বিস্ফোরক মন্তব্য করে বলেন, ধর্ষকদের গুলি করে মেরে দেওয়া উচিত। এমন একটা ভয় কাজ করা উচিত যাতে এই ঘটনা কেউ করার কথা না ভাবে। জয়নগরের ঘটনায় বারুইপুরে এমনই মন্তব্য করলেন অভিনেতা সাংসদ দের। যদিও তিনি বলেন তিনি একজন সাংসদ প্রকাশ্যে গুলি করে মেরে ফেলার কথা তিনি বলতে পারেন না। তবে জাতি ধর্ম কোন রকম রং না দেখে সবাই মিলে এমন একটা দৃষ্টান্তমুলক পদক্ষেপ যাতে নেওয়া যায় তার কথা বলেন তিনি।

নিজের ছবির প্রচারে বারুইপুরে আশেন অভিনেতা দেব ও পরিচালক শ্রীজিত মুখার্জি। আটই অক্টোবর মঙ্গলবার পঞ্চমীর দিন মুক্তি পাচ্ছে দেব অভিনীত ও প্রযোজিত "টেক্কা"। এই ছবির প্রচারেই শনিবার বারুইপুর শো হাউসে আশেন তিনি। টিকিট কাউন্টার থেকে এই ছবির অগ্রিম টিকিট বিক্রি করেন দেব ও পরিচালক শ্রীজিত মুখার্জি। সিনেমা হলের মধ্যেই অনুরাগীদের সাথে দেখা করেন,কথা বলেন,এমনকি তাদের সাথে ছবিও তোলেন।

সেই সঙ্গে বারুইপুর প্রগতি সংঘের ৩২ তম বর্ষের দূর্গা পূজা মন্ডপ উদ্বোধন করেন ঘাটালের সংসদ তথা অভিনেতা দেব ও পরিচালক শ্রীজিত মুখার্জি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শায়ণী ঘোষ, বারুইপুরের পৌর প্রধান সহ একাধিক পৌর পিতা ও মাতা। অনুষ্ঠানে দেব ভক্তদের সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মত। বারুইপুর প্রগতি সংঘের এবারের ভাবনা প্রকৃতির মাঝে প্রাচুর্যের সাজে, দুবাইয়ের মিরাক্কেল গার্ডেন।

# গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** সাত সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই আমবাগানে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলঙ্গীতে। অভিযোগ দ্বিতীয় স্ত্রী কে খুন করে গাছে ঝুলিয়ে রাখেন স্বামী ও শ্বাশুড়ি এমনি অভিযোগ করছেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার ফরিদপুর কুঠির মাঠ এলাকায়।মৃত গৃহবধূর নাম তাজমিরা খাতুন (১৯) বাবার বাড়ি ডোমকল থানার রাধাকান্ত পুর এলাকায়,গত এক বছর আগে তাজমিরা খাতুনের সঙ্গে রুবেল সেখের বিবাহ হয়। অভিযুক্ত স্বামী ফরিদপুর কুঠির মাঠ এলাকার রুবেল সেখ(২২), বিয়ের প্রথম থেকে শুরু হয় অত্যাচার শারীরিক ও মাসনিক। যদিও রুবেল সেখ এর দ্বিতীয় স্ত্রী তাজমিরা খাতুন,প্রথম স্ত্রীকেও একিই ভাবে অত্যাচার করে ছেড়ে দেন রুবেল। তার পরে আবার দ্বিতীয় বিয়ে করেন রুবেল। স্থানীয়দের দাবি বাড়িতে খুন করে বাড়ি থেকে দূরের একটি আমবাগানে ঝুলিয়ে রেখেছিল।তার পরে সকালে নিজেরাই গিয়ে আবার আমবাগান থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত দেহ উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে এসে পরিবারের সকলে বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যায়।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে পৌঁছায় জলঙ্গি থানার ওসি কৌশিক পাল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।রুবেল সেখের দ্বিতীয় স্ত্রী তাজমিরা খাতুন,আগের স্ত্রীকেও অত্যাচার করে তাড়িয়ে দেয়। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ,ইতি মধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছ পুলিশ খুন নাকি আত্মহত্যা। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। যদিও অভিযুক্তদের বাড়িতে পাওয়া যায়নি। সকলে পলাতক বাড়ি থেকে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

# গোধনপাড়া মাদ্রাসায় ফ্রি চক্ষু পরীক্ষা

**জাকির সেখ ● মুর্শিদাবাদ**

**আপনজন:** মুর্শিদাবাদের রানিতলা থানা গোধনপাড়া মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। জেলার অন্যতম ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা জামিয়া আরাবিয়া দারুল হুদা গোধনপাড়ায় বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে এলাকার শতাধিক দরিদ্র মানুষজন মাদ্রাসায় এসে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। সহোযোগিতায় ছিল বহরমপুরের লীলা হসপিটাল। মাদ্রাসার মুহতামিম তথা অল বেঙ্গল ইমাম মুয়াজ্জিন এসোসিয়েশন এন্ড চেরিটেবিল ট্রাষ্ট সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস বলেন আমাদের মাদ্রাসায় প্রায় প্রতিবছরই বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়ে থাকে। উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা নুরুল আমিন, হাফেজ আরশাদ আলী, মুফতি মিজানুর রহমান প্রমুখ।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# মাওলানা বাগে পুরোহিতদের সামগ্রী বিলি

**শামিম মোল্লা ● হাসনাবাদ**

**আপনজন:** সারা দেশজুড়ে যখন সাম্প্রদায়িক শক্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তখন সম্প্রীতির নজির গড়ল বসিরহাট মাওলানা বাগ দরবার শরীফ। বসিরহাট শহরের ১০০ জন পুরোহিত পূজার সামগ্রী, যেমন- রামাবলী, পুরোহিত দর্পন গ্রন্থ,ও উপহার সামগ্রী দেওয়া হল বসিরহাট দরবার শরীফের আমিনিয়া স্মৃতি সংগঠনের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি সচেতনতার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচিকে সামনে রেখে হেলমেট বিতরণ করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মর্তোজা হোসেন, বসিরহাট দরবার শরীফের পীরজাদা সিরাজুল আমিন ও পীরজাদা সায়াদ বিন আমীন।

# নদী থেকে উদ্ধার মহিলার মৃতদেহ

**মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● রায়না**

**আপনজন:** নদী থেকে ভেসে এলো এক অজ্ঞাতপরিচয় মহিলার মৃতদেহ।রায়না থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করলো । এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়না থানার নতুন অঞ্চলের দামোদর নদ তীরবর্তী এলাকায়। আজ সকালে স্থানীয়রা প্রথমে মৃতদেহটি দেখতে পান। বিষয়টি নজরে আসতেই তারা দ্রুত রায়না থানার পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে রায়না থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। এরপর মৃতদেহটি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। যদিও এখনো পর্যন্ত মৃত মহিলার পরিচয় সনাক্ত করা যায়নি।

মহিলার মৃতদেহ কীভাবে ওই স্থানে এল তা নিয়ে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। খুন করে কেউ মৃতদেহটি ফেলে দিয়েছে নাকি জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে কিংবা এটি আত্মহত্যা, তা নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছেন পুলিশ আধিকারিকরা। অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনো জানা যায়নি। রায়না থানার পুলিশ মহিলার নাম এবং পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ময়না তদন্তের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা সম্ভব হবে।

# কেষ্টর দেহরক্ষী সায়গলের জামিনে মুক্তি

**আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর**

**আপনজন:** অনুব্রত মণ্ডল ও সুকন্যা মণ্ডল গরু পাচারকাণ্ডে তিহার জেলে বন্দি থাকার পর। বেশ কয়েকদিন হল জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু এবার অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেন জামিনে মুক্তি পাচ্ছে।

দিল্লি হাইকোর্ট সায়গলকে ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেছেন। তিনি যে মামলায় অভিযুক্ত সেই মামলায় অনুব্রত মণ্ডল সহ বাকিদের জামিনে মুক্তি পেয়েছে। গরুপাচার মামলায় সুকন্যা-অনুব্রত মণ্ডলের পর এবার জেলমুক্তি হতে চলেছে সায়গল হোসেনের। সব ঠিক থাকলে আজ রাত অর্থাৎ শনিবার তিহাড় জেল থেকে বেরবেন অনুব্রত মন্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেন। ২০২২ সালে ৯ই জুন গোরু পাচার মামলার তদন্তে নেমে অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী সায়গল হোসেনকে গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। অপর অভিযুক্ত এনামুল হকও জামিন পেয়েছেন।

# দাভাঙ্গায় উরস মোবারক

**সুরজীৎ আদক ● হাওড়া**

**আপনজন:** বিশ্বনবী দিবস উপলক্ষে ও হজরত হুসৈয়দ শাহ মুসতারশেদ আলি আলকাদেরীর স্মরণে শনিবার বাৎসরিক উরস মোবারক ও স্বেচ্ছায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল দাভাঙ্গা কাদেরীয়া সেবক সমিতির আয়োজনে। শিবিরে ৫০ জনের মতো রক্তদাতা রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন মেদিনীপুর কাদেরীয়া খানকা শরীফের পীর হজরত সৈয়দ মুস্তাফা জামিল আলকাদেরী আল হাসানী আলহুসায়নী আল বাগদাদী, উলুবেড়িয়া-১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আজিজুল ইসলাম মোল্লা, খলিফা শেখ সাহাবুল শা কাদেরী প্রমুখ।

হজ্ব ওমরাহ যিয়ারত

# উমর ফারুক ট্রাভেলস্

## নলপুর, সাঁকরাইল, হাওড়া

**সকলকে জানাই আসসালামু আলাইকুম**

সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহপাক এর জন্য যিনি আমাদের সমস্ত এবাদতের মধ্যে এক বিশেষ এবাদত হজ্ব ও ওমরাহ করার জন্য সহজ সরল রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যেই কাজে আমরা সৎ ও নিষ্ঠার সাথে আপনাদের খেদমতে বহু বছর ধরে নিয়ে জিত আছি ও দোওয়া করেন আগামীতে আরো ভালো ভাবে সেবা করতে পারি ইনশাআল্লাহ।

## আমাদের পরিষেবা

### ১৭ দিনের জন্য সাধারণ প্যাকেজ

প্যাকেজ

■ মক্কা ও মদিনাতে কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ ফ্লাইট যেকোনও এয়ারলাইন্স-এ হতে পারে

**রমজানের স্পেশাল অফার**
**সীমিত সময়ের জন্য বুকিং করুন**

### ১৭ দিনের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ

■ মক্কাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ৩৫০ মিটার থেকে ৪০০ মিটার ■ মদিনাতে হোটেল এর দুরত্ব প্রায় ১০০ মিটার থেকে ১৫০ মিটার ■ বুফেতে ৩ টাইম খানা (ঘরোয়া রুচিসম্মত খানা) ■ মক্কা ও মদিনাতে সমস্ত যিয়ারত ও ঐতিহাসিক স্থানগুলি অভিজ্ঞ গাইড দ্বারা ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে ■ তায়েফ যিয়ারত ■ বদর যিয়ারত ■ ওয়দিয়া জিন পাহাড় ■ বয়স্ক মানুষদের জন্য হুইলচেয়ারের সু-ব্যবস্থা আছে ■ জমজম ৫ লিটার ■ জেদ্দা ও আরব সাগর ভ্রমণ

হাদিয়া

ল্যাগেজ ব্যাগ, সাইড ব্যাগ, জুতার ব্যাগ, গাইড বই, সাতদানা তসবি, ট্রলি ব্যাগ

**যোগাযোগ**

কাজী ওয়াসিম আকবার
8240569012

আব্দুল ফারাদ
7003187312

সেখ সাইন রহমান
7980004507

কলকাতা শাখা অফিস: ৪৯, কুষ্টিয়া মসজিদ বাড়ি লেন, কলকাতা - ৭০০০৩৯

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

# রবি-আসর

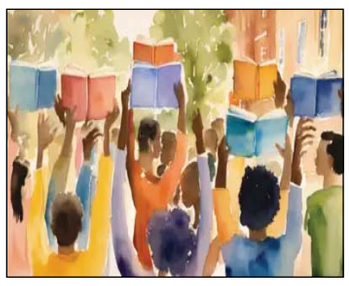


- প্রবন্ধ: পণপ্রথা: মুসলিম সমাজের অশুভ অভিশাপ
- নিবন্ধ: হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা
- ইতিহাস: শহর কলকাতার উত্থান ও মুসলমান ভাবানুষঙ্গ
- বড় গল্প: জোনাকি
- ছড়া-ছড়ি: শিক্ষক হবার স্বপ্ন


আপনজন ■ রবিবার ■ ৬ অক্টোবর, ২০২৪

# শহর কলকাতার উত্থান ও মুসলমান ভাবানুষঙ্গ

শহর কলকাতায় এখন মুসলমান সমাজের আধিপত্য আর অতীত দিনের মতো নেই। অথচ, শহর কলকাতার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে রয়েছে মুসলমানদের পদচারণা। শহর কলকাতার উত্থানের সঙ্গে তাই মুসলমান ভাবানুষঙ্গ সম্পৃক্ত। কলকাতার ইতিহাস-ঐতিহ্যের মশাল জ্বালানোর ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান আজ বিস্মৃতপ্রায়। নওয়াব যুগ, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিংবা স্বাধীনতা পরবর্তীতে শহর কলকাতায় মুসলমানদের সেই অনালোকিত ইতিহাস রোমন্থন করেছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা ও সমাজবিজ্ঞানী **খাজিম আহমেদ।** আজ দ্বিতীয়াংশ।

*(গত রবিবারের পর)*

শহর কলকাতার ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ১৯ শতক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক শতাব্দী। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মন্তব্য করেছেন, পলাশী যুদ্ধের পর বাংলায় আধুনিক যুগের সূচনা হয়। বস্তুত তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ১৯ শতকে। কেননা আধুনিক ভারতের জনক রামমোহন রায় ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বসবাসের নিমিত্তে আগমন করেন এবং ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানচর্চা ও ধর্মালোচনার জন্য 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। বস্তুত, ১৮০০ থেকে ১৮৫৮-তে মহারানীর ঘোষণা পত্র পর্যন্ত (Queen's declaration) এক ব্যাপক পরিবর্তনের সময়।

পর্যায়ক্রমে সে বিষয়গুলো শুধুমাত্র উল্লেখ করা যাক বিষয়টিকে অনুধাবনের জন্য। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হিসাবে এটি রূপান্তরিত হয়। উক্ত সালেই স্কুলবুক সোসাইটি এবং ১৮১৮ সালে স্কুল সোসাইটি এবং যথাক্রমে ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জ্ঞানরাশি কলকাতার বাইরেও চর্চিত হতে থাকে। যেমন ১৮৩৬ সনে হুগলি মহসিন কলেজ এবং ১৮৫৩ সালে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উইলিয়াম কেরি, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর পেছনে একটা কারণও ছিল– ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের অধিকৃত কলকাতায় কেরি ও তার সহযোগীদের আশ্রয় দেয়নি। ফলত, তারা দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরকেই তাদের কার্যক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়। মনে রাখা দরকার ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদে আধুনিক শিক্ষার জন্য মাত্র এক লাখ টাকা মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু ১৮২৩ সাল পর্যন্ত ইংরাজি শিক্ষার জন্য উক্ত তহবিল থেকে কোনও খরচ করা হয়নি। অর্থাৎ তখনই কলকাতা আধুনিক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় যথার্থ অংশ নিতে পারেনি। ইতোমধ্যে অবশ্য ডিরোজিও-র নেতৃত্বে ইয়ং বেঙ্গল এবং ডেভিড হেয়ারের প্রচেষ্টায় আধুনিক জীবনের ক্ষেত্রে সাড়া দেওয়ার মানসিকতা (Response to change) তৈরী হচ্ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মহাত্মা রামমোহনের উদ্যোগে এবং লর্ড বেন্টিঙ্কের আইন প্রণয়নের মারফত সতীদাহ প্রথা নিবারণ এবং ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন তৎকালীন বিচারে, এক বৈপ্লবিক বিষয়। এই সময়কালকে নিয়ে বাঙালি বাবু শ্রেণির ঐতিহাসিকবর্গ বেশ শ্লাঘা বোধ করে থাকেন। যদিও এই জাগৃতি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ এবং প্রবাদ প্রতীম ঐতিহাসিক সুশোভন চন্দ্র সরকার সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। যদিও বাঙালি বুদ্ধিজীবী বর্গের বৃহৎ অংশের মতো এই সময়কাল হচ্ছে আধুনিক কলকাতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর পেছনে রয়েছে এই মানসিকতা: অন্যবিধ উপাদানগুলিকে অস্বীকার করা, ভিন্নতর জাতিসত্তাকে উপেক্ষা করা, নিজেদের জাত্যাভিমান প্রমাণ করার জন্য ইতিহাসের যথার্থ সত্যকে ম্লান করে দেওয়ার চেষ্টা, কলকাতা নির্মাণের অন্য প্রাদেশিক জনগণের ভূমিকাকে অস্বীকার করা এবং উপনিবেশবাদী লেখার উপর ভিত্তি করে কলকাতার ইতিহাস চর্চা করা যথার্থ "Rational mind" এর পরিচয়বাহী নয়। কেননা, কলকাতা বহুজাতিক জনশ্রেণীর বাসস্থান এবং কলকাতার ইতিহাস প্রমাণ করে বহুস্বরবাদিতা।

এবারে কৌতূহলোদ্দীপক একটি বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করা যাক। সেটি হচ্ছে– কলকাতার সার্বিক অবস্থানে ও উত্থানে ইসলামাশ্রয়ী মুসলমান ভাবানুসঙ্গ। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে দস্তকের অপব্যবহারের কারণে বাংলার নবাবদের সঙ্গে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। ঐতিহাসিক বিশেষ প্রেক্ষাপটে তরুণ নবাব সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রে ইংরেজরা যোগদান করলে খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ সিরাজ কোম্পানিকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠিটি দখল করে নিলেন (৪ জুন ১৭৫৬)। ৫জুন, ঠিক পরের দিন কলকাতার অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং ১৬ জুন কলকাতা পৌঁছবার পর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অবরোধ করলেন। তিনদিন অবরুদ্ধ হয়ে থাকার পর গভর্নর ড্রেক (Dreake) সেনাবাহিনীর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব কলকাতা ছেড়ে ফলতায় পালিয়ে যান। কুড়িজন ফোর্ট উইলিয়ামের ইংরাজ সৈনিকবর্গ আত্মসমর্পণ করে। নবাব সিরাজ কলকাতার নাম পরিবর্তন করে 'আলিনগর' নামে চিহ্নিত করার মারফত তাঁর নামে আধিপত্য কায়েম করেন। এরপর নবাব সিরাজ সেনাপতি মানিকচাঁদের উপর কলকাতার ভার ছেড়ে দিয়ে অন্যবিধ সঙ্কট মোকাবিলার জন্য

ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মানিকচাঁদ মাদ্রাজের ফোর্ট উইলিয়ামের সঙ্গে যোগাযোগ করে রবার্ট ক্লাইভ ও অ্যাডমিরাল ওয়ার্টসনের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী নিয়ে আলিনগর তথা কলকাতা আক্রমণ করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারি ক্লাইভ ও ওয়ার্টসনের বাহিনী আলিনগর আক্রমণ করে। এইরূপ পরিস্থিতিতে নবাব সিরাজ তার সুদক্ষ সেন্যবাহিনী নিয়ে আলিনগর থেকে ইংরাজ কোম্পানিকে বহিষ্কার করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। নবাব সিরাজ আলিনগর পৌঁছানোর আগেই ইংরাজ কোম্পানি এই সিদ্ধান্ত নেয় যে কোন রকম যুদ্ধ না করে নবাবের সঙ্গে উপঢৌকন মারফত সর্ম্পক স্বাভাবিক করে নেওয়াটাই বেশি জরুরি। এই উদ্দেশ্যে নবাবকে অভিবাদনের মধ্যে দিয়ে একটি চুক্তি করতে রাজি করে। এই চুক্তি ইতিহাসে 'আলিনগরের সন্ধি' (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৭৫৭) নামে পরিচিত। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ নবাব সিরাজের কিছু শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধিটি স্বাক্ষর করে। তৎকালীন কলকাতার নাম আলিনগর যার কিয়দংশ এখন আলিপুর নামে পরিচিত। বস্তুত, মানিকচাঁদের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করে তাকে কারারুদ্ধ করে রাজধানী মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দিলে খুব সম্ভব আজকেও কলকাতা আলিনগর নামেই পরিচিত হয়ে থাকত। কলকাতার ইতিহাসে এটিই ভাবানুসঙ্গ সম্পর্কিত প্রথম ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রায়ই এক বছর আলিনগর তথা কলকাতা সিরাজের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার সময়ে চিৎপুর অঞ্চলে দুটো সুদৃশ্য ইমামবাড়া নির্মাণ করেছিলেন। এটি তাঁর স্থাপত্য প্রীতি ও ধর্মীয় মানসিকতার পরিচয় বহন করে।

শহর কলকাতার প্রাথমিক নির্মাণকালে তালতলা অঞ্চল ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। তার কতকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নজির পেশ করা যাক। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সময়ের দাবি মেনে আজকের হাজী মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারের স্থাপন করেন। Calcutta Madrasah-তে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ইসলাম ধর্ম ও আইন সংক্রান্ত বিষয় পড়ানো হত। আরবি, ফার্সি ও উর্দু ছিল শিক্ষার মাধ্যম। বেশ কিছুকাল পরে ইংরাজিও পড়ানো হত এবং কলকাতা মাদ্রাসায় বহু সময়েই ব্রিটিশ প্রিন্সিপাল নিযুক্ত থাকতেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে উনিশ শতকের কোনও একসময়ে চিকিৎসশাস্ত্রও পড়ানো শুরু হয়েছিল। সন্নিহিত অঞ্চলে, আজকের পার্ক স্ট্রিটে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও এশিয়া মহাদেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটি। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উইলিয়াম জোনস্। জোনস্ ছিলেন Orientalist বা প্রাচ্যবাদী। কলকাতা মাদ্রাসাতেও প্রাচ্যবাদী শিক্ষাকেই সময়ের প্রয়োজনে গুরুত্ব দেওয়া হত। কেননা ১৯ শতকের আগে কলকাতায় আধুনিক শিক্ষা তখনও প্রবেশ করেনি। তালতলা অঞ্চলের ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেন, গার্ডনার লেন, স্মিথ লেন, কলিন লেন, মার্কেট স্ট্রিট, দেদারবক্স লেন, ইমদাদ আলি লেন, মৌলভি লেন, ওয়ালিউল্লা লেন অঞ্চলে তৎকালীন সময়ে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তেমনতর সময়ে মুসলিম জনজীবনের বহু পরিচয় আজও বহন করে চলেছে। যেমন– মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, এতিমখানা, ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমান এবং বিশ শতকের তিনের দশকের রোকেয়া সাখোয়াত হোসেন প্রতিষ্ঠিত নারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলগুলিতেই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নয়া উত্থিত বাঙালি হিন্দু সমাজের শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র যদি আজাদ হিন্দ বাগ (হেঁদুয়া) থেকে কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত হয়, তাহলে ইসলামধর্মী মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার স্থানটি তাহলে ছিল হাজী মুহাম্মদ মহসিন স্কোয়ার।

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছেন যে কলেজ স্কোয়ারের গোলদীঘি থেকে মহসিন স্কোয়ারের গোলদিঘীর দূরত্ব এমন কিছু নয়। কিন্তু চিন্তাভাবনা ছিল বিপরীতমুখী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে হাজী মুহাম্মদ মহসিনের ১২৫০ বিঘে ওয়াকফ সম্পত্তির বেশ কিছু অংশ কলকাতাতে রয়েছে। সতীশ মুখার্জি রোড, কালীঘাট, চেতলা, বেহালা অঞ্চলেও অন্যান্য ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ব্যাপক ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে। টালিগঞ্জ ক্লাব ৩০৫ বিঘে, রয়্যাল কলকাতা ক্লাব ৮৫ বিঘে, শ ওয়ালেস (Shaw wallace) বিল্ডিং ৭৮ হাজার বর্গফুট ওয়াকফের সম্পত্তি হিসাবে চিহ্নিত ছিল। এই বিষয়গুলো মুসলিমম ভাবানুসঙ্গের পরিচয় বহন করে। এবারে কলকাতার দক্ষিণাংশের মেটিয়াব্রুজের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে লখনউ থেকে কলকাতার মেটিয়াব্রুজে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থানান্তরিত করে। এই শহরে নবাব ওয়াজেদ প্রায় তিরিশ বছরের উপরে বসবাস করেছিলেন। ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি (তাহজিব তামাদ্দুন) ইত্যবিধ বিষয়ে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা তিনি করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে কলকাতা নানদিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি যে সব প্রাসাদ ও ইমারত নির্মাণ করেছিলেন, তার অপব্যবহার হয়। যেমন– জবরদখলকারীদের দ্বারা সেইসব সম্পত্তি, কারখানা, এবং নানাবিধ বৈষয়িক কাজকর্মের মারফত ঘিঞ্জি আবাস এলাকায় পরিণত হয় মেটিয়াব্রুজ।

"তাঁর উত্তরাধিকার বলতে এখন শুধু বিরিয়ানির কথাই মনে পড়ে। রন্ধন বিষয়কে তিনি একটি শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। আজকের কলকাতায় মোগলাই খানার যে রমরমা তার শুরুয়াত ওয়াজেদ আলি শাহের রসুইখানায়। আজ মেটিয়াব্রুজের গলিঘুঁজিতে নবাবি ছোট লখনউ-এর সংস্কৃতি চিহ্ন, বিশেষত তাঁর প্রিয় কত্থক নৃত্যচর্চা খুঁজতে গেলে, কেমন হবে?" (সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, শনিবার, ৬ জুলাই ২০২৪)।

এই সমস্ত বিষয়ের উপর গবেষণা ও আলোচনা না হওয়ার ফলে এমন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার প্রায়ই হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু অত্যন্ত অল্প হলেও কিছু গবেষক তো রয়ে গিয়েছেনই। যেমন নবাব ওয়াজেদ আলি শাহের সাংস্কৃতিক এই কর্মকাণ্ডের বিশেষত নৃত্যসংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করেছেন শ্রুতি ঘোষ। 'মোলাকাত্ মেটিয়াব্রুজ সে' নামক তথ্যচিত্রে ওয়াজেদ আলি শাহ্-এর সময়কালীন বিশেষ এক সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, যা বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এই অঞ্চলের কাচ্ছি সড়ক রোডের নাম ওয়াজেদ আলি শাহের স্মৃতি বহন করছে। শতরঞ্জ কা খিলাড়ি ওয়াজেদ আলি শাহ্ শের শায়েরির প্রখর ভক্ত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন কবির সহযোগে যেমন– ফারসি কবি রুমি, হাফিজ, শেখ সাদি, খৈয়াম এবং মিরের কবিতা আবৃত্তির আয়োজন করতেন। তিনি নিজেও ফার্সি সাহিত্যের একজন বিখ্যাত গজল রচয়িতাকার অর্থাৎ দক্ষ কবি ছিলেন। এই সমস্ত বিষয়গুলো ইসলাম সংক্রান্ত ভাবধারাকে বহন করে। তাঁর বিশেষ একটি কীর্তির রাজকীয়, 'সিবতাবাদ ইমামবাড়ার' মতো বিশাল ধর্মীয় প্রার্থনাগৃহ নির্মাণ করেন। এই স্থাপত্যটি ইন্দোসারাসেনিক (Indo-Saracenic) চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করছে।

এবারে দক্ষিণ কলকাতা থেকে মধ্য কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে আসা যাক। দুনিয়া জোড়া খ্যাতিসম্পন্ন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের সন্নিহিত অত্যন্ত অভিজাত, ব্যাপক ভূসম্পত্তিসহ বাগবাগিচা, নানাবিধ ফোয়ারা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে নিয়ে আসা বাঁশের ঝাড়, যথার্থ বলতে কি একটা অত্যন্ত মনোরম পরিবেশ মুর্শিদাবাদের নবাববর্গের যে প্রাসাদ স্থাপিত হয়ে রয়েছে, তা যেমন ঐতিহাসিক তেমনি একটি মর্যাদাপূর্ণ ইমারত, ইন্দো-ইরানিয়ান স্থাপত্যের মর্যাদাপূর্ণ সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তুর্কো-আরব ও ইরানি সভ্যতার বিকাশ এই প্রাসাদের অধিবাসীদের মধ্যে বহমান, যা নয়াভাবে উত্থিত হিন্দু সম্প্রদায় থেকে যে বাবু সম্প্রদায়, তারা সেই জীবন পদ্ধতিতে অনেক ক্ষেত্রে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ১৯ শতকীর বাবু সম্প্রদায়ের যে অংশ অভিজাত হয়ে উঠেছিল তারা পরিধান করতেন ইরানি টুপি, শেরওয়ানি, আচকান, চুড়িদার এবং জোব্বা বা আলখাল্লা। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্বোপরি প্রকৃত অর্থে রুচিবান বাঙালি সংস্কৃতির উত্তুঙ্গ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আলোচ্য পার্ক স্ট্রিটের এশিয়াটিক সোসাইটিতে তৎকালীন হিন্দুস্থানের প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার রসদ আলোচন্য প্রতিষ্ঠানে মিলতে পারে। নবাবি জমানার ইতিহাস রচনা করতে করতে গেলে সিয়ার-উল-মোতাখেরিন ও রিয়াজ-উস-সালাতিন্ অপরিহার্য উপাদান। এই গ্রন্থ দুটির ব্যাপক অংশ এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে।

পর্তুগালের প্রিন্স হেনরি দ্য (Navygator) নেভিগেটর সমুদ্রপথ ব্যবহার করে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার করতে আগ্রহী ছিলেন। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা কালিকটে এসে পৌঁছান। তাঁকে যে নাবিক কালিকটে নিয়ে এসে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তার নাম আবদুল মজিদ। তিনি একজন আরবীয় মুসলমান। মনে রাখতে হবে, একদা পুরো ভূমধ্যসাগর আরবিয় মুসলমানরা নিজেদের কব্জায় রেখেছিলেন। সমুদ্রপথে তাদের আধিপত্য ছিল অপ্রতিরোধ্য। ইউরোপীয় বিভিন্ন বাণিজ্যিক গোষ্ঠীগুলো যখন সমুদ্রপথে হিন্দুস্থানে পৌঁছাবার পরিকল্পনা করেছে, তখনই আরবীয় মুসলমান নাবিকদের সহযোগিতা নিতেই হয়েছে। এভাবেই ব্যাপক নাবিক এবং নৌযানের অন্যান্য নানা কর্মচারীরা জাহাজপথে কলকাতা এসেও আশ্রয় নেন। বিশেষ করে এই সমস্ত কর্মচারীবর্গ এবং ব্যবসায় জড়িত ব্যক্তিবর্গ খিদিরপুর অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। সমুদ্র পথে পাড়ি দেওয়ার প্রশ্নে মুসলমানদের কোনও ছুঁৎমার্গিতা ছিল না। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তেই তাদের যাতায়াত ছিল।

ফলত, গোটা খিদিরপুর অঞ্চলটাই মুসলমানপ্রধান বসতি হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকে। স্বভাবতই সেখানে মুসলিম ভাবাদর্শের নানান প্রতিষ্ঠান যেমন মসজিদ, ধর্মশিক্ষাকেন্দ্র, বিভিন্ন পীর ফকিরদের আস্তানা গড়ে উঠে। ফলত, উক্ত অঞ্চলে উত্তর কলকাতার জীবন পদ্ধতি থেকে ভিন্নধর্মী চিন্তাচর্চার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। স্থানিক নামের মধ্যেও তার কিছু পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন– মোমিনপুর। 'মোমিন' অর্থ আল্লাহতে যাদের বিশ্বাস রয়েছে।

প্রসঙ্গটিকে এবার ফোর্ট উইলিয়ামের দিকে নিয়ে যাওয়া যাক। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের প্রিন্স উইলিয়ামের নামে ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে তাবৎ হিন্দুস্তানের শাসক ছিলেন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। ফলত, ঔরঙ্গজেবের অনুমতিতেই তারা ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণের বিশাল পরিমাণ জমি সংগ্রহ করে।

মুঘল-সম্রাটের প্রতিনিধিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এইভাবে সুপারিশ করে যে অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর শত্রুতা থেকে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের নিরাপত্তার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণের দরকার। মুঘল সম্রাটের সঙ্গে কোনও সংঘর্ষের জন্য এটা নয়। ফলত, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে ইসলামধর্মী মুঘল শাসক গোষ্ঠীর সহযোগিতাতেই তারা এই দুর্গ নির্মাণে সক্ষম হয়েছিল। কলকাতার বিশেষ ভৌগলিক অঞ্চল ফোর্ট উইলিয়ামের ও আলিপুর থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রেড রোড, ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ, পুরো ময়দান এলাকা ও গভর্নর হাউস অঞ্চলটির সম্পর্কে বেশ কিছু অভিজ্ঞ মানুষ এমন অভিমত পোষণ করেন যে, উল্লেখিত এলাকাগুলো তরুণ নবাব সিরাজের কলকাতা আক্রমণ ও আলিনগর নামে রূপান্তরিত করার সময় মুসলমানদের মালিকানাধীন ছিল। এই বিষয়টি বিশ শতকের শেষের দিকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি পাক্ষিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকায় আলোচিত হয়েছিল। এই ভূসম্পত্তির মালিকানা সর্ম্পকে বলতে গিয়ে জিলা হুগলি অঞ্চলের কোনো এক জমিদার পরিবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যদিচ এই জোতজমাদির দলিল দস্তাবেজ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য আমাদের হাতে আপাতত নেই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যতা ইন্দো-পার্সিয়ান বা ইন্দো-ইরানিয়ান। আলোচ্য অঞ্চলে একমাস প্রিন্সেপ ঘাটই গ্রেকো-স্পার্টার (Greco-sparter) স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বহন করছে।

আদি কলকাতার উত্তর পশ্চিমাংশ অঞ্চলটি ইতিহাসগতভাবেই বৃটিশ কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের মারফত ধনসম্পদশালী হয়ে ওঠার নব্য সমাজই ওই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। ১৭২২ সালে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ সমগ্র বাংলাকে ২৫টি জমিদারি ও ১৩টি জায়গির দানের বন্দোবস্ত করেন। সেইসময় কলকাতার বাকি অংশে চারজন মুসলিম জমিদার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল। 'বাংলার নবজাগৃতি' নামক গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ সেই হদিসটি দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে লক্ষ্য করা গেল বৎসরের বিশেষ সময়ে খাজনা পরিশোধ করা (সূর্যাস্ত আইন) এবং ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে মুসলমান জমিদাররা সঠিকভাবে কাগজপত্র সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকার কারণে তাদের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ইংরাজদের নতুন জমিদারি ব্যবস্থার ফলে মুসলমান জমিদার, জায়গিরদাররা ধ্বংস হয়ে গেল। কলকাতার ভূসম্পত্তির মালিকানা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয় এবং নবউত্থিত হিন্দু শ্রেণি একদা ভূমিহীন, কিন্তু ঘটনাক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবাদে ব্যাপক অর্থশালী হয়ে ওঠার কারণে এই সমস্ত সম্পত্তি খরিদ করে নেয়। ক্রমেই মুসলমানরা কলকাতাতে আধিপত্য হারাতে শুরু করল। কলকাতার ব্যাপক অঞ্চলে পীর ফকিরের আস্তানা ও দরগাহ থাকার সুবাদে দরগাহ রোড হিসাবে চিহ্নিত এলাকা, এন্টালি অঞ্চলে মৌলা আলি দরগা ও মসজিদ, মীর্জাপুর অঞ্চলে জুবিলি হোস্টেল ও মাদ্রাসা, হায়াত খান লেন ও কায়সার স্ট্রিটে ওয়াকফ সম্পত্তি, বু-আলি হোস্টেল ও মসজিদ, ছকু খানসামা লেন, বুধু ওস্তাগর লেন, বৈঠকখানা অঞ্চল, রাজাবাজার, গ্যাস স্ট্রিট এবং মানিকতলায় ওয়াকফ সম্পত্তি, পীরের আস্তানা , মসজিদ মুসলিম সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়ে থাকে। *(চলবে...)*

***অনুলিখন :*** *সাবিনা সৈয়দ*

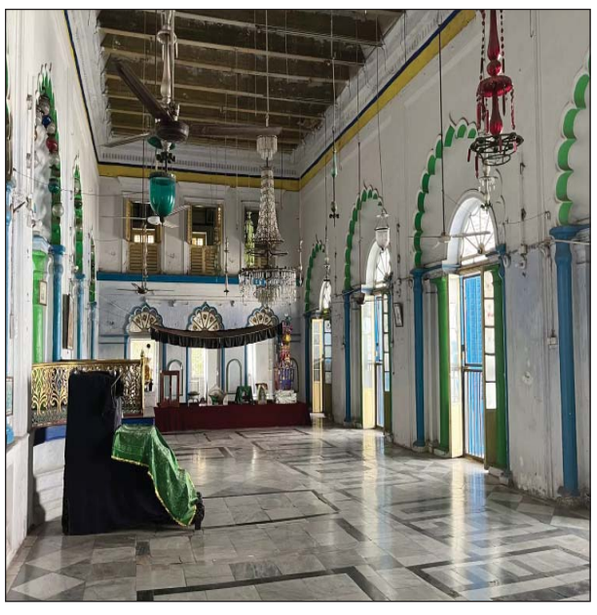

# হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা

তন্ময় সিংহ

নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের সময় ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী কিছু কাজ ও প্রতিভার জন্য বিখ্যাত। বিখ্যাত পরিচালক মনিরত্নমের ছবিতে আসমুদ্র হিমাচল বাসী বুঁদ হয়ে উপলব্ধি করে সংগীতের জগতে এক নতুন দক্ষিণ ভারতীয়ের উত্থান। প্রায় সমসাময়িক সেই সময়েই সোভিয়েত ইউনিয়নের একচেটিয়া আধিপত্যকে ৬৪ ঘরের খেলায় বারবার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছিল আরেক দক্ষিণ ভারতীয় যুবক, বিশ্বনাথন আনন্দ। কাসপারভের সাথে ১৯৯৫ এর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ তাকে পাকাপাকি এই খেলায় বিশ্বের অন্যতম একজন সেরা ক্রীড়াবিদ হিসেবে পরিনত করে। "লাইটিং কীড" নামে খ্যাত ভারতের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার বিশ্বনাথন আনন্দ তার ঠিক ২৮ বছর পর সফলভাবে ভারতবর্ষের নতুন প্রজন্মকে প্রত্যক্ষ উপস্থিতি সত্ত্বেও নিজে পিছিয়ে গিয়েও এগিয়ে দেবে দলগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। আর তারই রেশ ধরে মহিলা পুরুষ উভয়ই দলেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সোনা জিতে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত দাবা খেলায় ভারতের নতুন কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করবেন ২০২৪ এ.

১৪০ কোটি মানুষের এক ক্রিকেট পাগল দেশ ভারত। ভারতের জাতীয় খেলা কি, আপনার উত্তর যাই হয়ে থাক আমরা সকলেই জানি আজকের দিনে সেটা ক্রিকেট। ওয়ানডে, ফ্লাড লাইটের খেলা রঙিন জামা আর টেলিভিশন সম্প্রচারের মাধ্যমে যা ভারতের যুবসমাজের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল, আইপিএলের দৌলতে সেই খেলা আজকের দিনে রান্নাঘরে ও সমান জনপ্রিয়। আমরা জানি এর মূল কারণ হয়তো সর্বোচ্চ স্তরে ক্রিকেটারদের দক্ষতা এবং বিশ্বসেরা ক্রিকেটারদের ভারত থেকে উঠে আসা। এর সাথে আরেকটা কারণ হলো জগমোহন ডালমিয়া থেকে ললিত মোদির মতো সফল প্রশাসকদের মার্কেটিং। ০৩৩ তে দিয়ে কোন নাম্বারে ডায়াল করলে একদা বিশ্ব ক্রিকেটের শাসনকর্তার সাথে কথা বলা যায় এটা একটা পিছিয়ে পড়া দেশের ক্ষেত্রে ছিল অসাধারণ বিজ্ঞাপন। পরবর্তীতে এই ট্র্যাডিশন ই বিশ্ব ক্রিকেট শাসন করেছে।

এগোরজনের চূড়ান্ত দলে জায়গার জন্য আজকে সারাদেশে কোটি কোটি যুবক যুবতী লড়াই করছে এটা বিশ্ব ক্রিকেটে কম দেশ খেললেও ভারতের খেলাধুলার জগতের অন্যতম সফলতার কাহিনী।

অন্যদিকে ব্যক্তিগত খেলাধুলার স্তরে ভারতবর্ষে সেই অর্থে কোনো প্রশাসক বা সিস্টেম না থাকায় কোন খেলা সেই ভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। লিয়েন্ডার পেজ অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ হওয়ার পরেও এবং মহেশ ভূপতির সাথে দীর্ঘদিন টেনিসের ডাবল সার্কিট শাসন করার পরেও এই খেলাতে বর্তমানে ভারতের হাল ক্রমহ্রাসমান।

অলিম্পিক খেলা গুলিতে বর্তমানে দেশের নজর আশায় এবং কর্পোরেটগুলি স্পনসরসিপ দেওয়ায় কিছুটা ব্যবস্থা ভালো হলেও এখনো বিশ্বের তালে পৌঁছানোর মতন পরিকাঠামো এবং যোগান গড়ে ওঠেনি। সর্বোচ্চ পর্যায়ে সাফল্য অনেক সময় সেই খেলাতে জোয়ার আনে।

অলিম্পিকে সোনা জেতার পরে অভিনব বিন্দ্রা সারা ভারতে প্রচুর শুটিং স্টারের জন্ম দিলেও, রাজ্যবর্ধন রাঠোর এর মতন অলিম্পিক রূপা জয়ী মন্ত্রী হলেও পরবর্তীতে সরকার ও কর্পোরেটদের সহায়তার পরেও সেই অর্থে সাফল্য আসেনি দীর্ঘদিন ২০২৪ এর অলিম্পিকে মনু ভাকেরের জোড়া ব্রোঞ্জ অনেকটা এই ক্ষতে মলম দিয়েছে।

বিশ্বনাথন আনন্দের প্রভাব আলোচনা করতে গেলে আমাদের সেই সময়কার পৃথিবীর কথা ভাবতে হয়। তখনো পৃথিবীতে ইন্টারনেট কি আবিষ্কার হয়নি, জার্মানির গ্রেট ওয়াল তখনোও অবিভক্ত। অ্যানাতলি কারপভ তখনও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। বিশ্ব ফুটবল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে এক বেঁটে খাটো দশ নাম্বারের আর্জেন্টাইন মারাদোনা। ভারত কাঁপাচ্ছেন "কর্মা" সিনেমা রিলিজ করে সেই সময়কার"কিং খান" দিলীপ কুমার। ক্রীড়া ক্ষেত্রে "পাওলি এক্সপ্রেস" পিটি ঊষা জন্ম নিয়েছেন এক নতুন নক্ষত্র হিসেবে, আর কপিল দেবের নেতৃত্বে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় ক্রিকেট দল জাতীয় স্তরে উঠে আসছে গোটা ভারত জুড়ে। সেই সময় চেন্নাইয়ের এক কিশোর তার লক্ষ্যে স্থির, বিশ্বনাথন আনন্দের পুরো লড়াই টাই ছিল একার। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার হিসেবে স্বীকৃত হন তিনি আশির দশকে লাগাতার বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় তার সেরা পারফরমেন্স গুলোর জন্য। তারপর আসে ১৯৯৫ এর বিশ্বদাবা চ্যাম্পিয়নশিপ, গ্যারি কাসপরাভের কাছে পরাজিত হলেও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা নতুন চ্যাম্পিয়নের জন্মের ঘোষণা করে। ২০০০ সাল থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নিয়মিত ভাবে চ্যাম্পিয়ন হতে থাকেন বিশ্বনাথন আনন্দ, বিশ্বের এক নম্বর দাবারু হওয়া, ২৮০০ এলো রেটিং পার করা এবং তার সাথে ভারতবর্ষে একদল তরুণ খেলোয়াড়কে দেওয়ার সাথে যুক্ত করা চলতে থাকে সাথে সাথে। ২০১৩ সালে দাবার নতুন বিস্ময় বালক কার্লসেনে কাছে পরাজিত হয়ে সাম্রাজ্যের ছেদ পড়ে, আবার ২০১৪ তে ওই সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা আটকে যায় কার্লসেনের হাতেই। তারপর থেকে নিয়মিতভাবে আজও তিনি বিশ্বের কিছু কিছু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং এখনো বিশ্বের ১১ নম্বর খেলোয়াড় তিনি ২৭০০ এর উপর এলো রেটিং নিয়ে। তার সমসাময়িক থেকে আজ পর্যন্ত ভারত দেখেছে ৮৫ জন গ্র্যান্ডমাস্টার। বিভিন্ন স্তর থেকে বিক্ষিপ্ত সাফল্য আসলেও ভারত থেকে বিশ্ব মঞ্চ কাঁপানোর জন্য আরেক বিশ্বনাথন আনন্দের অপেক্ষায় ছিল সারা দেশ। শেষ পর্যন্ত নিজে সক্রিয় থাকতে থাকতেই ফিডের বর্তমান সহ-সভাপতি বিশ্বনাথন আনন্দ প্রতিষ্ঠা করেন চেস একাডেমীর।

মিথ অনুযায়ী আজ থেকে থেকে সাতশো বছর আগে জার্মানির হ্যামিলন শহরের ইঁদুরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে যায়, দেশে মহামারী দেখা যায়। সমস্ত সাধারণ উপায় ব্যার্থ হওয়ার পর রাজদরবার থেকে এক বিশাল পুরস্কারের ঘোষণা করা হয়। এক রহস্যময় বাঁশিওয়ালা রাজসভার উপস্থিত হয়ে শহর থেকে ইঁদুর তাড়িয়ে দেওয়ার দাবি করেন, তার মায়াবী সুরে গর্ত থেকে সমস্ত ইঁদুর বেরিয়ে পড়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত "ওয়েজার" নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও সলিল সমাধি হয়। এরপর আসে টুইস্ট রাজদরবার এই বাঁশিওয়ালা কে তার পারিশ্রমিক দিতে অস্বীকার করলে, সাময়িক ভাবে চলে গেলেও পরবর্তীতে এক উৎসবের সময় রহস্যময় বাঁশিওয়ালা আবার উপস্থিত হয় ও শহরের গীর্জা থেকে সমস্ত শিশুরা চিরতরে হারিয়ে যায় ওই রহস্যময় বাঁশির সুরে।

বিশ্বনাথন আনন্দ যেনো এই একদল শিশুকে আজকের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তৈরি করার রহস্যময় "হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা". যিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভারতের নতুন প্রজন্মকে পথ দেখাতে না পারলে বিশ্ব দাবায় ভারতের পতাকা উড়বে না। বিশ্ব ক্রম পর্যায়ে ২০০ এর মধ্যে আসলেও ১০০ এর গন্ডিতে ভারতীয় দাবাড়ুরা আসতে পারছিল না। বিশ্বনাথন আনন্দ শুরু করেন তার চেস একাডেমীর। করোনার সময় পৃথিবীর গতি স্তব্ধ হয়ে গেলেও, ২০২০ তে গতিশীল হয় "ওয়েস্ট ব্রীজ আনন্দ চেস একাডেমী" । গুকেশ, প্রজ্ঞানন্দ, বৈশালী, ঈগারসী, অর্জুন প্রমুখেরা আনন্দের "পরবর্তী আনন্দ" তৈরীর একাডেমির ফসল। বড় প্রতিযোগিতায় সফলতার মানসিকতা ও প্রতিযোগী কে সর্বোচ্চ স্তরে সফলতার জন্য মানসিক কাঠিন্যর পাঠ দেন বিশ্বনাথন আনন্দ। ভারতের এক নাম্বার দাবাড়ু গুকেশের পাঁচ বছরের স্পনসরসিপের দায়িত্ব ও নেয় এই একাডেমী। ২০২৪ তে বুদাপেস্টে সোনা জয়ী ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দল তাই তাদের সোনা জেতার কৃতিত্ব সেই জন্যই " বিশ্বনাথন আনন্দ" কে দেন, যদিও "ভিসি স্যার" খেলোয়াড় দের কোচ ও পরিবারকে সেই কৃতিত্ব অকাতরে বিলিয়ে দেন। ভারতের ক্রীড়া জগতের এই "হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা" কে যথার্থ সম্মান দিয়ে গুকেশের ক্যান্ডিডেটস দাবাজয়ের পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ও জীবন্ত কিংবদন্তি গ্যারি কাসপরাভ বলেন- " ভিশী আনন্দের ছেলেরা স্বাধীন হয়ে গেল"।

# পণপ্রথা: মুসলিম সমাজের অশুভ অভিশাপ

পাশারুল আলম

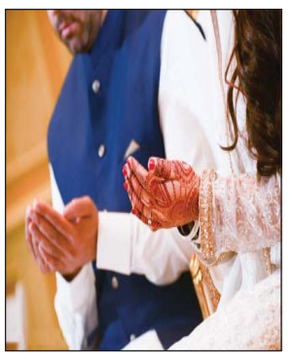

ইসলাম ধর্ম তার আদর্শিক গঠনে মানবসমাজের কল্যাণ, ন্যায় এবং সাম্যের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। ইসলাম একটি জীবনধারা। এখানে প্রতিটি বিষয়ে নির্দেশনা রয়েছে। তবে অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকের মুসলিম সমাজ পণপ্রথার মতো এক অশুভ সংস্কৃতির শিকার হয়ে পড়েছে। এই প্রথা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের পুরোপুরি পরিপন্থী হলেও, সমাজে তার গভীর শিকড় প্রোথিত হয়েছে। যা একধরনের সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এই সমস্যা শুধু ইসলাম পন্থীদের ব্যথিত করেছে তা নয়। সমস্ত নারী সমাজকে অপমান করছে।

আসলে ইসলামে পণপ্রথার কোন স্থান নেই।ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা হলো, বিয়ে একটি পবিত্র বন্ধন যা সহজ এবং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "সর্বাধিক বরকতময় বিয়ে হলো সেটি যা সবচেয়ে সহজ এবং সামান্য খরচে সম্পন্ন হয়।" কিন্তু আজকের সমাজে পণপ্রথা এমনভাবে শিকড় গেড়েছে যে, বিয়েকে একটি আর্থিক বোঝা এবং সামাজিক প্রতিযোগিতার বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। বিয়ে হয়ে উঠেছে একটি প্রদর্শনমূলক অনুষ্ঠান যেখানে কনের পরিবারকে অত্যাধিক চাপের মুখোমুখি হতে হয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক মানুষেরা এই যন্ত্রণায় কাতরায়। এই সামাজিক আবহে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাই পণপ্রথার কারণে সমাজে এত দারিদ্র্য ও দুর্ভোগ। প্রতি নিয়ত মেয়ে বিয়ে দেওয়ার কারনে দরিদ্র সীমার নিচে নেমে যাচ্ছে।

পণপ্রথার কারণে গরীব নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সমাজে এমন বহু মানুষ আছে যারা মেয়ের বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পণ দিতে না পারায় তাদের মেয়েদের সময়মতো বিয়ে দিতে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, হতদরিদ্র পরিবারগুলো চাঁদা তুলে বা ঋণ নিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যা পরে তাদের জীবনে চরম অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। এই অপসংস্কৃতি পরিবারের ভিত নষ্ট করছে, সমাজে বৈষম্য বাড়াচ্ছে, এবং এর ফলে বহু মেয়েকে নানা বিপদে পড়তে হচ্ছে। সামাজিক চাপ সইতে না পেরে বহু মেয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। অন্য দিকে ধনী ব্যক্তিদের ভূমিকাও নেতিবাচক।

অথচ এক্ষেত্রে সমাজের তাদের দায়িত্ব অনেক। কিন্তু অনেক ধনী পরিবার তাদের মেয়ের বিয়েতে বিশাল পণ এবং বড় বড় উপহারের আয়োজন করে। যা সমাজের অন্যান্য পরিবারগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ধরনের আয়োজন গুলোকে সামাজিক মানদণ্ড হিসেবে দেখা হয়। এর ফলে গরীব নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে সমাজে এক ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়। যেখানে বিয়ে মানেই বিশাল খরচ এবং প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী। যা না হওয়ায় বাঞ্ছনীয়। এই ইসলাম বিরোধী মানসিকতা ও কু-সংস্কার থেকে বেড় হওয়ার চাবিকাঠি রয়েছে যুব সমাজের হাতে। তাদের ভূমিকায় এই সমাজকে অশুভ প্রথা থেকে মুক্ত করতে পারে। তাই প্রথমেই আমাদের যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যুবকেরা যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা বিয়েতে কোনো পণ গ্রহণ করবে না এবং কেবলমাত্র সহজ ও ইসলামী নিয়ম অনুসারে বিয়ে করবে। তবে সমাজে পরিবর্তন আসতে বাধ্য।

একইভাবে, মুসলিম যুবতীরাও যদি ঘোষণা করে যে, তারা কেবলই সেই পুরুষকেই বিয়ে করবে যে বিনা পণে বিয়ে করতে প্রস্তুত। তাহলে সমাজে একটি নতুন চেতনার সৃষ্টি হতে পারে। এই বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে আসতে পারলে সমস্যার সমাধান সম্ভব। আজকে যে পরিবার বরপক্ষ আগামী দিনে সেই পরিবার কনে পক্ষ। এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি হলে সমাজের কল্যাণ।

শুধু তাই নয়, তৎসংগে ইসলামিক শিক্ষার পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে উলামাদের ভূমিকা অপরিসীম। এখানে প্রগতিশীল মুসলিম সমাজ দায় এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই পণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুসলিম উলামা ও প্রগতিশীল মুসলিম সমাজেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধে ধর্মীয় ও সামাজিক অবক্ষয় বিষয়ে প্রচার চালাতে হবে। উলামাদের নেতৃত্বে সমাজে বিয়ে সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তৎসহ সহজ-সরল বিয়েকে উৎসাহিত করতে হবে। ইসলামী শিক্ষার আলোকে একটি ন্যায়পরায়ণ ও সুষ্ঠু সমাজ গড়ে তুলতে হলে, আমাদের অবশ্যই পণপ্রথা ও অপ্রয়োজনীয় খরচের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, পণপ্রথা আজকের মুসলিম সমাজের জন্য একটি অভিশাপ, যা শুধুমাত্র আর্থিক সমস্যাই সৃষ্টি করছে না, বরং সমাজের ভিত্তি দুর্বল করে দিচ্ছে। এটি ইসলামি নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সমাজকে এই অশুভ প্রথা থেকে মুক্ত করতে হলে, যুবসমাজ, উলামা, এবং প্রগতিশীল সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। কেবলমাত্র ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অনুসরণ করলেই আমরা একটি সুস্থ, সুন্দর ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ গড়ে তুলতে পারব, যেখানে বিয়ে হবে সহজ, সাদামাটা, এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম।

# খোয়াবনামা

শেখ মফেজুল

বাঁশের খুঁটিতে পিঠের ঠেস দিয়ে গোলাম আলী অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এক নাগাড়ে টুপটাপ বৃষ্টি পড়া দেখছিল। শনশনে বাতাস মাঝে মাঝে এমন ভাবে ঝাপটা দিচ্ছে, পানির ছাট এসে তার বিছানার কিছু অংশ ভিজে দিচ্ছে। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতেই এইভাবে রাত্রি বাস চলছে। আর হয়তো কিছু পরেই ফজরের আজান হবে।

ঘরটাকে ঢাকার জন্য পাটকাঠির জোড়া তালি দিয়ে বেড়া দিয়েছিল। ঘরের পিছন দিয়েই গ্রামের প্রবেশ রাস্তা। কিছুদিন হলো তারা ভেতর পাড়া থেকে উঠে এসে, মাঠের দিকে এই বাড়ি করেছে। এটাকে ঠিক দূর থেকে বাড়ি বলে মনে হবে না। যে কেউ ভাববে আশ্রয় পাওয়ার জন্য কোন আচ্ছাদন মাত্র। দুই কন্যা আর এক পুত্রকে নিয়ে গোলাম আলী আর সালেহার সংসার। গ্রামের গৃহস্থ মানুষ মুসলেউদ্দিন। তার দেওয়া এক চিলকে জমিতেই সংসার গড়ে তুলেছিল গোলাম আলী। বৃদ্ধ মুসলেউদ্দিনের কথা তার ছেলেরা এখন আর শুনতে চায় না। গোলাম আলীকে সেখান থেকে পাততাড়ি গোটাতেই নানা রকমের অত্যাচার শুরু করেছিল।

কি গো তুমি এমন করি বসি থাকবা, না ঘুমাবা ?

গোলাম আলী স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কোন উত্তর দেয় না। শুধু ভাবে, আর ভাবতেই থাকে। সালেহা বিবি কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। শাড়ির আঁচলটা ছেলে মেয়ের শরীরের উপর ছড়িয়ে দেয়। বৃষ্টির ঝাপটার সঙ্গে ঠান্ডা বাতাস। দরদ ভরা আদর দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু না, সেই প্রতিরোধে কোন কাজ হয় না। মাঝে সাদা প্যালপেলে পলিথিন, তার ওপর ও তলায় পাটকাঠির ছাউনি। দমকা বাতাসে, মাঝে মাঝে ঘরের মটকাও আলগা হয়ে যায়। মাটি থেকে সামান্য উঁচু ভীত। বৃষ্টির পানি ও আদ্রতা পেয়ে মাটির মেঝে স্যাত স্যাত করে। চারিদিকে ঘন গুমোট অন্ধকার। ঘুম ভেঙে যাওয়া গোলাম আলীর বড় ছেলে হারুন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো-- আব্বা, ও আব্বা, পানি ঝড় কি আর থামবি না ?

গোলাম আলী অসহায়ের মত ছেলের দিকে ঘুরে তাকালো। করুণ দৃশ্যটা যেন খুব মায়াময়। সালেহা নিজের প্রতি বিরক্ত হয়। মনে মনে বিড়বিড় করে বলে- এতই দুর্ভাগ্য আমাদের, কপালে একটুও শান্তি জুটবে না ?

ছেলে মেয়ের এপাশ-ওপাশ করে, কাঁচা ঘুম চোখে বিরক্ত প্রকাশ করে।

হ্যাঁ গা মিস্বারকে বুলি একটা পলিথিন দিবেনা ? সালেহা বিবির কথাতে কোন ঝাঁজ নেই। যেন অনুনয়, করুন, অসহায় অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। মিস্বার তো সেই মুসলেউদ্দিন চাচার ব্যাটা। আমার লিজের হাতে করি যে ঝাড়ের বাঁশ মানুষ করনু, সেই বাঁশ চেয়ী দিলোনা, আর তারা দিবে পলিথিন।

বাড়ি থেকে সেই তাড়ি দেওয়া দৃশ্যটা সালেহা বিবির সেই প্রতিচ্ছবি দৃশ্যমান হয়।আবার নতুন করে মনে পড়ে। বেদনা, হতাশা, আর ভারাক্রান্ত মন কেমন যেন উদাসিন হয়ে গেল। আত্মচিৎকার করে কিছু বলতে না পারলেও, ভেতরটা দগ্ধ হয়। আর চোখের কোন দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে লাগলো।

আশা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। কন্যা পুত্রদের নিয়ে গোলাম আলীও বাঁচতে চেয়েছে। তাঁর বাঁচার রসদ সালেহা বিবি। সালেহা, গোলাম আলীর জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত।

মুসলেউদ্দিন চাচার খোয়াব বুনুন, তার কথকতা স্মৃতির সীমানা বেয়ে আচ্ছাদিত হয়। কত কথা তার মনে পড়ে। মনে পড়ে, যখন যৌবন বয়স, মুসলেউদ্দিন চাচার আট চালা বারান্দা ভর্তি গাঁয়ের মোড়ল মাতব্বর। অনেক রাত পর্যন্ত চলতে থাকা বিচার, মজলিস, আড্ডা। গেরস্থ বাড়ির কাজের লোক হিসাবে দরদ দিয়ে ফাইফয়মাস খাটা। পাছে চাচার দুর্নাম হয়। মাঝে মধ্যে দুচারজন খতিব, মাওলানাও আসতো। একদিন চাচা তাজা গলায় হেকে বলল-- হারে গুলমা, তুই আমার বাড়িতে থাক ! কাজকর্ম করবি, খাবি, তোর বিয়ে

## অণুগল্প

শাদি দিয়ি দিব। সংসার করবি। তোর বাপ মা যখন কেহু নাই। তোকে আমি দেখব যা। সেদিন গোলাম আলী ভরসা পেয়ে মরদ জোয়ান মন আরো সোজা করেছিল। কাজকর্ম আর খাওয়া পরার মধ্যে দিয়ে গোলাম আলীর জীবন এভাবেই বেড়ে উঠেছে। তাঁর মনে হয়েছে, মুসলেউদ্দিন চাচাই আসল অভিভাবক ! চাচার মুখের কথাগুলো খুব হাঁ করে শুনতো।

আগান বাগান রক্ষা থেকে ঘর গৃস্থলী দেখভাল, গোলাম আলীই হল একমাত্র জিম্মিদার। কোন কোন দিন খতিবদের কাছ থেকে শুনা ওয়াজ নসিয়াত তাঁকে আলোকিত করেছে। আরবি ভাষার শুরু নাকি এইভাবে- আলেফ, বে, তে, ছে ...। মুখে পান ঠেসে, চিবাতে চিবাতে আল কোরআন, নবী করীম, কত পীরের কথা খতিব, মাওলানারা বুলিছে। তোখুন এত সান -বোধ হয়নি। মোলভি ইসমাইল হোসেনী বুলি একটা খতিব সে যে কি নসিয়ত শুরু করতো। কত ভাষা জানতো। আরবি, ফার্সি, উর্দু, কত শত ভাষার তারা নাকি পণ্ডিত ছিলেন। কি একটা ভাষায় একটা কথা বুলতো। তেমন মুনে পড়ে না। অ কে মুল ছালাত, অ কে মুল যাকাত। গৃহস্থদের যাকাত লিয়ি। ঠিকঠাক যাকাত দিলি নাকি ড্যাশে আর গরীব থাকবে না। সেই মোলভি বুলিছিল-- আল্লাহর রাসূল পৃথিবীতে এতিম, অসহায়দের লেগি এমন লিয়ম চালু করিছিল, যাকে যাকাত বুলতো।। অসহায় মানুষের লেগী ইসলামে যাকাত কতখানি পরমধন, তা বুলি শেষ করি যায় না। রাসূলের কালে এমন এক সময় এসিছিল, যখন যাকাত লিওয়ার কুনো মানুষ ছিল না।

ইসলামের এই স্মরণকালকে সকলের সামনে তিনি মনোমুগ্ধকর ভাবে পরিবেশন করতেন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তা সকলের শুনতো। তিনি বলতেন, কাউকে এক টাকা ভিক্ষা দিয়ে তার অভাব দূর করা সম্ভব নয়। অসহায় কে সামান্য কিছু দান করেও তার অসহায়ত্ব দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু তাকে যদি একসঙ্গে কিছু টাকা দেওয়া যায়, তাহলে সে যে কোন ব্যবসা করে উপার্জন করতে পারবে। হলে তার সংসার চলাতে কোন সমস্যা হবে না। চাচা কারো কাছে হাত পাতা বা ভিক্ষা করাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি বলতেন-- আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আমাদের এলাকার একজনও অসহায়, দরিদ্র থাকবে না। যদি আমরা সকলে মিলিত ভাবে যাকাত টাকে সঠিকভাবে প্রদান করি। তাহলে কেউ গরিব বা ভিক্ষুক থাকবেনা। এই যাকাতের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলতেন কোন অসহায়, দরিদ্র, তাকে যদি এক হাজার টাকা দান করা যায় অর্থাৎ যাকাতের অংশ দেওয়া যায়। তাহলে সে এক হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসা করে রুটি রোজগার করতে পারবে। কিন্তু এক টাকা করে ভিক্ষা দিলে তার কোন পরিবর্তন হবে না। কিন্তু আমরা তা না করে ভিক্ষাবৃত্তিকেই প্রকৌশলে বৃদ্ধি করছি।

আজ সেদিনের কথা মনে পড়ে গোলাম আলি ভেতরে শিহরণ জাগে। ভাবে চাচা অনেক সহযোগিতা করেছে, তাই দুইটি করে-কর্মী খাইতে পাছি। রোজগার করতে পাছি। ছেলি মেয়ি লিয়ি বাস করছি। মনে বড় জ্বালা, ঘরটা করতে পারনুনা আজও।

গোলাম আলীর স্মৃতির জগত চকচক করছিল। আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ ঝলকানো আর মেঘের গুরুগম্ভীর ডাকে তার স্মৃতির জগৎ ভেঙে খানখান হয়ে গেল। সালেহা ঠাই বসে থাকলেও, ঘুম চোখে ঝিমানোর মাঝে মাঝে দোলা দিচ্ছিল। একঝলক বিদ্যুৎ ঝালকানোর আলো পড়ায়, পা দুটো গুটিয়ে বসলো।ছেড়া পলিথিন এর ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির পানি তার গায়ে পড়ায় অনেকটাই ভিজে গেছে। সেও যেন বেহুশ হয়ে বসে আছে। ঘুম জড়ানো চোখে বড় ছেলে জোরে নিঃশ্বাস টানে। নাক ডাকা স্বভাবটা তার অনেকদিন থেকে গড়ে উঠেছে। এসব কিছুই গোলাম আলীর কানে ঢুকে না। চোখেও সে দেখতে চায় না। তার দুচোখ ভরে স্মৃতি মধুর স্বপ্নচারী মুসলেউদ্দিন চাচা, খতিব, মাওলানাদের কথা মনে পড়ে। স্বপ্নের আবেশে খোয়াবনামার জীবনতরী যাত্রা পথে অতিবাহিত হয়। শন শন বাতাস, টুপটাপ, ঝর ঝর বৃষ্টি তার স্বপ্নকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আকাশ থেকে নীল আকাশের দিগন্ত জুড়ে। বিদ্যুতের ঝলকানি, মেঘের অহংকারেও তার খোয়াবনামা ছুটন্ত। গোলাম আলী দুচোখ ভরে অন্ধকারের দিকে এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকে ।

## ছড়া-ছড়ি

### আগমনী

মিরাজুল সেখ

নদীর তীরে দুলছে ওরে
কাশ ফুলের বেনী ,
বর্ষা শেষে হঠাৎ করে
এ কার আগমনী ।
আকাশ পানে ভাসছে কত
সাদা মেঘের রাশি,
সবুজ প্রানে পুলক জেগে
করছে হাসাহাসি ।
বিকেলের ওই মিষ্টি রোদে
খেলছে ফড়িং দল,
শাঁখের সাথে বাদ্য বেজে
করছে কোলাহল ।
ভোরের মাঠে শিশির মুক্তা
বাজায় যে কোন ধ্বনী ,
নতুন করে নতুন রুপে
উমার আগমনী।

### আমার মা

আসগার আলি মণ্ডল

ছোট্ট মিমি একলা ঘরে
আঁকছে খাতার পাতায়
হিজি-বিজি কি সব আঁকে
যা আসে তার মাথায় !
হঠাৎ করেই ফেললো এঁকে
সুন্দরী এক নারী
কপালেতে লাল টিপ আর
পরনে ঢাকায় শাড়ি।
তাই দেখে বললো বাবা
আঁকছো কি যা-তা ?
মুচকি হেসে মিমির জবাব
এটাই আমার মা।

### শিক্ষক হবার স্বপ্ন

ইত্তেফাকরুল ইসলাম

বাস্তব জীবনটা সত্যি বড়ো কঠিন ,
দিনে দিনে বাড়ছে বোঝার ঋণ।
তাইতো এতকিছু ঋণের বোঝার পর
আমি এখনও স্বপ্ন দেখি শিক্ষক হবার ।
আমাকে দেখে সমাজ শিক্ষিত বেকার বলে ,
বলতে পারিনা কষ্টে শুধু মনের ক্ষত জ্বলে ।
অনেক কষ্ট হয় ,আমি করব না আর ভয় ,
একদিন শিক্ষক হয়ে সবার মন করব জয় ।
দেখতে দেখতে বয়স আমার হয়ে যাচ্ছে পার,
এম.এস.সি,বি.এড,ডি.এল.এড, টেট পাশ করে কতদিন থাকবো বেকার ?
শিক্ষক হবার স্বপ্ন দেখে, করেছি কি ভুল ?
বয়স আমার বেড়ে যাচ্ছে, সাদা হল চুল ।
শিক্ষক হলেন সমাজ গড়ার কারিগর,
শিক্ষক হবার স্বপ্ন ছাড়ব না, যত আসুক বাঁধা ঝড় ।
শিক্ষিত বেকার হয়ে থাকতে হবে কতদিন ?
দিনে দিনে বাড়ছে আমার ধারের বোঝার ঋন ।
বাড়িতে বৃদ্ধ পিতামাতার লাগে মেডিশন
চাকরি না পেয়ে করছি টিউশন ।
পাড়ায় আমায় দেখে সকলে করে মজা,
শিক্ষক হতে চেয়েছি বলে নাকি, পাচ্ছি সাজা।

### "দুর্যোগ"

শিখা খাতুন

তুমি মেঘ রোদ্দুর মতোই
বারবার ছুঁয়ে যাও আমায়,
আমি বৃক্ষ হয়ে স্পর্শ করি,
দেখি সব রঙ তামাশার ঝঞ্ঝাট।
তুমি ঝড় হয়ে নাড়া দাও আমায় কতবার,
আমার বিনম্র বক্ষঃস্থল ভেঙে যায় কত শতবার।
তুমি ভূমিকম্পের মতই অনিশ্চিত,
ক্ষণিকেই এসে ক্ষণিকেই
তছনছ করে দিয়ে যাও মন-ভূমির পারাপার।
তুমি বর্ষার জমাট বাঁধা বন্যা,
এক নিমিষেই এসে ভাসিয়ে দাও যত অবকাশ।
তুমি দাবানলের মতই উত্তপ্ত,
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে তুলো স্বাচ্ছন্দ্যের আকাশ।
তুমি দিন শেষের আকাশতলীর বিষন্ন মেঘময়,
আমি তোমার ছোঁয়ায় এসে পৃথিবীর বুকে নাম পাই দুর্যোগ বিপর্যয়...।

# পিছিয়ে পড়েও জিতল সিটি ও আর্সেনাল

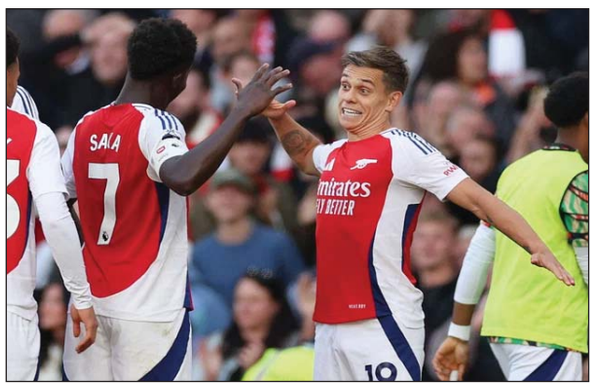

**আপনজন ডেস্ক:** ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনাল-দুই দলের পয়েন্টই সমান, দুই দলই আজ খেলেছে ঘরের মাঠে। অদ্ভুত মিল রেখে নিজেদের ম্যাচে দুটি দলই আজ পিছিয়ে পড়েছিল। আবার একে অন্যের সঙ্গে মিল রেখে জিতেছে সিটি ও আর্সেনাল। নিজেদের মাঠ ইতিহাদে ফুলহামের বিপক্ষে সিটির জয়টি ৩-২ গোলে, এমিরেটসে সাউদাম্পটনের বিপক্ষে আর্সেনাল জিতেছে ৩-১ ব্যবধানে।

জোড়া গোল করে সিটিকে জিতিয়েছেন কোভাচিচ

জোড়া গোল করে সিটিকে জিতিয়েছেন কোভাচিচএএফপি

নিজেদের মাঠে শুরু থেকেই সিটি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। কিন্তু খেলার ধারার বিপরীতেই ২৬ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে তারা। রাউল হিমিনেজের সহায়তায় ফুলহামকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার আন্দ্রেয়াস পাহেইরা।

ম্যাচে ফিরতে অবশ্য বেশি সময় নেয়নি সিটি। ৩২ মিনিটে দলকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেন মাতেও কোভাচিচ। কর্নার কিক থেকে তিনি বল পেয়ে গিয়েছিলেন বক্সের ঠিক মাঝখানে। সেখান থেকে ডান পায়ের জোরাল শটে বল জালে পাঠান ক্রোয়াট মিডফিল্ডার।

১-১ গোলের সমতা নিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করার পর দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় সিটি। এ গোলটিও করেন কোভাচিচ। ক্রোয়াট মিডফিল্ডারের এবারের গোলটি বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শটে। গোলটিতে সহায়তা করেছেন বের্নার্দো সিলভা। ৮২ মিনিটে সিটির তৃতীয় গোলটি করেছেন বেলজিয়ান উইঙ্গার জেরেমি ডকু। ৮৮ মিনিটে একটি গোল ফেরত দেয় ফুলহাম।

এমিরেটসে প্রথমার্ধে আর্সেনাল ও সাউদাম্পটন দুই দলই সমানে সমান খেলেছে। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের খেলায় অবশ্য গোল পায়নি কোনো দলই। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য একচেটিয়া ভালো খেলতে শুরু করে আর্সেনাল। খেলার ধারার বিপরীতেই ৫৫ মিনিটে সাউদাম্পটনকে এগিয়ে দেন ইংলিশ উইঙ্গার ক্যামেরন আর্চার। ১০ মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল করে ম্যাচের চিত্র পাল্টে দেয় আর্সেনাল। ৫৮ মিনিটে আর্সেনালকে সমতায় ফেরানো গোলটি করেন কাই হাভার্টজ। গোলটিতে সহায়তা করেন বুকায়ো সাকা। ৬৮ মিনিটে সেই সাকারই সহায়তায় দলকে এগিয়ে দেওয়া গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। ৮৮ মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন সাকা।

এই জয়ের পর ৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে আর্সেনাল। সমান ম্যাচে সমান পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে সিটি। ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট শীর্ষে আছে লিভারপুল।

# ‘ক্লাব বিশ্বকাপে খেলা ইন্টার মায়ামির প্রাপ্য’

**আপনজন ডেস্ক:** আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে হবে ৩২ দলের ক্লাব বিশ্বকাপ। আগে এই টুর্নামেন্ট হতো সাত দল নিয়ে। নতুন আঙ্গিকের ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে ইন্টার মায়ামি জায়গা পেতে যাচ্ছে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। দলটির কোচ জেরার্ডো টাটা মার্টিনো জানালেন, টুর্নামেন্টের জন্য এখনও তাদের নির্বাচিত করেনি বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। তবে, এই টুর্নামেন্টে তার দলের জায়গা পাওয়াটা প্রাপ্য বলে মনে করেন তিনি। এরই মধ্যে উত্তর ও মধ্য আমেরিকা (কনকাকাফ) অঞ্চল থেকে সুযোগ পেয়েছে চারটি দল- মন্টেরেই (২০২১ কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস লীগ জয়ী), সিয়াটল সাউন্ডার্স (২০২২ কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস লীগ জয়ী), লিওন (২০২৩ কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস লীগ জয়ী) ও পাচুকা (২০২৪ কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপ জয়ী)। স্বাগতিক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুযোগ পাবে বাড়তি একটি ক্লাব। তাই মেজর লীগ সকার (এমএলএস) থেকে সেই দলটি নিতে পারে ফিফা। মায়ামিকে ক্লাব বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে কি-না, এমন প্রশ্নে শুক্রবার মার্টিনো বলেন, টুর্নামেন্টে জায়গা পাওয়ার মৌলিক দাবি তারা পূরণ করেছেন বলেই মনে করেন তিনি।

মার্টিনো বলেন, ‘আমাদের সবার কাছে কমবেশি একই তথ্য আছে। (নির্বাচিত হওয়া) খুব সম্ভব হতে পারে। আমার কাছে মনে হচ্ছে, সেই জায়গাটি পাওয়ার জন্য ফুটবলের মৌলিক বিষয় এখন আমাদের আছে এবং এটিই আমাদের মানসিক প্রশান্তি দিচ্ছে, পরে যাই হোক না কেন।’

মার্টিনো মূলত সাপোর্টার্স শিল্ড জয়ের কথা বলেছেন। গত বৃহস্পতিবার লিওনেল মেসির জোড়া গোলে কলম্বাস ক্রুকে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়ে এবারের সাপোর্টার্স শিল্ড জিতে নেয় মায়ামি। ২০২০ সালে মেজর লীগ সকারে পথচলা শুরুর পর এমএলএসে মায়ামির প্রথম ট্রফি এটি। মেজর লীগ সকারের দুটি বড় শিরোপার একটি এই সাপোর্টার্স শিল্ড। নিয়মিত মৌসুমে ৩৪ ম্যাচের লীগজুড়ে সামগ্রিক পারফরম্যান্সে সবচেয়ে ধারাবাহিক দল পায় এই ট্রফি। আরেকটি ট্রফি হলো এমএলএস কাপ। ২০২৪ এমএলএস কাপ জয়ীকে ক্লাব বিশ্বকাপের বাড়তি জায়গাটি দিতে পারে ফিফা। মেজর লীগ সকারের ইস্টার্ন ও ওয়েস্টার্ন কনফারেন্সের ৯টি করে দল নিয়ে এমএলএস কাপ প্লেঅফ হয়ে থাকে। মেজর লীগ সকারের চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা হলো এমএলএস কাপ। সাপোর্টার্স শিল্ড জেতায় এমএলএস কাপ প্লেঅফের পুরোটায় নিজেদের মাঠে খেলার সুযোগ পেয়েছে মায়ামি। মেজর লীগ সকারে ৩২ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট এখন ৬৮। বাকি দুটি ম্যাচ জিতলে নিয়মিত মৌসুমে সবচেয়ে বেশি পয়েন্টের রেকর্ড গড়বে দলটি। ২০২১ সালে ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে রেকর্ড গড়েছিল নিউ ইংল্যান্ড। পরের ম্যাচে শনিবার টরন্টোর বিপক্ষে খেলবে মায়ামি। এক সপ্তাহের মধ্যে যা তাদের তৃতীয় ম্যাচ। মেসি-সহ গত দুই ম্যাচে খেলা কয়েকজনকে এই ম্যাচে বিশ্রাম দেয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্টিনো। মেসি সবশেষ ক্লাব বিশ্বকাপে খেলেছেন ২০১৫ সালে, বার্সেলোনার হয়ে।

## মহামেডানকে ৩-০ গোলে হারাল মোহনবাগান

# আইএসএলের প্রথম ডার্বি সবুজ মেরুনে রেঙে উঠল

*মোহনবাগান -৩ (ম্যাকলারেন, শুভাশিস, স্টুয়ার্ট)। মহামেডান -০।*

**মোস্তাফিজুর রহমান ● কলকাতা**

**আপনজন:** এটাই হয়তো নিয়তির খেলা! কে ভেবেছিল এইভাবে রূপকথার উত্থান থেকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আছড়ে পড়বে সাড়া জাগানো মহামেডান স্পোর্টিং! প্রথম তিন ম্যাচে ফলাফল যাইহোক, মহামেডান কিন্তু একেবারে ডমিনেট করে খেলেছিল। প্রতিপক্ষকে একপ্রকার দাঁড়াতেই দেয়নি অ্যালেক্সিজ, ফাঙ্কা’রা। জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল হেরে যাওয়ার পর বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগানের। কিন্তু শনিবারের সন্ধ্যায় যুবভারতীতে নিজেরাই প্রতিপক্ষের খাদ্য হয়ে গেল কালো চিতারা। এই ম্যাচে মহামেডান স্পোর্টিংকে ৩-০ উড়িয়ে দিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। গোল করলেন জেমি ম্যাকলারেন, শুভাশিস বসু ও গ্রেগ স্টেওয়ার্ট। প্রথমার্ধেই ৩ গোলে এগিয়ে যায় সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই জাঁকিয়ে বসে সবুজ মেরুন খেলোয়াড়রা।

মাত্র ৮ মিনিটের মাথায় অস্ট্রেলিয়ার এ লিগের সর্বোচ্চ স্কোরার নিজের জাত চেনান হেডে মোহনবাগানকে এগিয়ে দিয়ে।যদিও এই গোলের ক্ষেত্রে মহামেডান ডিফেন্স একেবারেই নিষ্প্রভ থেকে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

এরপর একে একে ৩১ ও ৩৬ মিনিটে শুভাশিস এবং গ্রেগ স্টুয়ার্ট গোল করে মহামেডানের ন্যূনতম লড়াইয়ের প্রচেষ্টাকেও শুষে নেয়।

দ্বিতীয়ার্ধে মহামেডান তুলনামূলক ভালো খেললেও গোলের রাস্তা তৈরি করতে পারেনি কখনোই। এবারই প্রথম আইএসএল-এ খেলছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথম ডার্বিতে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অবশ্য পেরে উঠল না সাদা-কালো ব্রিগেড। ফলে মরসুমের প্রথম ডার্বি ম্যাচে মহামেডানকে হারিয়ে মোহনবাগান জয়ের মুখ দেখল।

# বাংলাদেশকে ১৭৪ ওভারের মধ্যে হারাতে পারার রহস্য জানালেন রোহিত

**আপনজন ডেস্ক:** ইতিহাসে লেখা থাকবে কানপুর টেস্টে বাংলাদেশের বিপক্ষে পঞ্চম দিনে জিতেছে ভারত। কিন্তু ওভারের হিসাব করলে ভারত জিতেছে ২ দিনের মধ্যেই!

প্রথম দিন বৃষ্টির কারণে খেলা হয়েছিল মাত্র ৩৫ ওভার। দ্বিতীয় দিন টানা বৃষ্টি আর তৃতীয় দিন মাঠ ভেজা থাকায় একটি বলও হয়নি। চতুর্থ দিন খেলা হয়েছে ৮৫ ওভার। আর পঞ্চম ও শেষ দিন ৫৩.২ ওভার। মানে, ১৭৩.২ ওভারেই ম্যাচ শেষ! অথচ টেস্টে পুরো ২ দিন খেলা হলে ন্যূনতম ১৮০ ওভার তো হতোই।

বাংলাদেশকে এভাবে কুপোকাত করতে কানপুর টেস্টে কী কী কৌশল নিয়েছিল ভারত, সেটা বিস্তারিত জানিয়েছেন দলটির অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

এত স্বল্প দৈর্ঘ্যের টেস্ট ম্যাচ নিশ্চিত ড্র হবে–বেশির ভাগ মানুষ এমনই ধরে নিয়েছিলেন। চেন্নাই টেস্টে হেরে সিরিজে ১–০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশেরও লক্ষ্য ছিল বৃষ্টি আর ভেজা মাঠের আশীর্বাদ নিয়ে ভারতের সঙ্গে ৯ বছর পর কোনো টেস্ট ড্র করা। কিন্তু প্রকৃতিকে পাশে পেয়েও কানপুরে হার এড়াতে পারেনি বাংলাদেশ। ‘পরিস্থিতি যেমনই হোক, জিততে হবে’–ভারতীয় দলের এই দৃঢ় সংকল্পই টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশকে ধবলধোলাই করতে সাহায্য করেছে। এই সিরিজ জয় ভারতকে টানা তৃতীয় চক্রে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার আরও কাছাকাছি নিয়ে গেছে।

কানপুরে ভারতের প্রথম ইনিংসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগ্রাসী ব্যাটিং অনেকের মনে বিস্ময় জাগিয়েছে। রোহিত শর্মার দলের ওই ইনিংস আধুনিক টেস্ট ক্রিকেটের সংজ্ঞা বদলে দেওয়া ‘বাজবল’কেও হার মানিয়েছে। ওভারপ্রতি ৮.২২ করে রান তুলে টেস্ট ইতিহাসে পূর্ণাঙ্গ ইনিংসের বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ভারত। একই সঙ্গে টেস্টের ১৪৭ বছরের ইতিহাসে দ্রুততম ৫০, ১০০, ১৫০, ২০০ ও ২৫০ রানের রেকর্ড ভেঙে দেয়, যার শুরুটা হয়েছিল রোহিতকে দিয়েই।

ভারতীয় অধিনায়ক মুখোমুখি হওয়া প্রথম দুই বলেই মারেন ছক্কা। তাঁর উদ্বোধনী জুটির সঙ্গী যশস্বী জয়সোয়াল, পরে শুবমান গিল, বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, এমনকি টেলএন্ডার আকাশ দীপও ব্যাট হাতে মারমুখী হয়ে ওঠেন।

তবে রোহিত শুধু ব্যাটসম্যানদের নয়; কানপুর টেস্ট জয়ের কৃতিত্ব দিচ্ছেন বোলার ও ফিল্ডারদেরও। তাঁর আশা, বাংলাদেশের বিপক্ষে অসাধারণ এই সিরিজ মানুষের অনেক দিন মনে থাকবে।

বিসিসিআই ডট টিভিকে রোহিত বলেছেন, ‘আগে বোলাররা নিজেদের কাজ করেছে। তারা প্রয়োজনীয় উইকেটগুলো এনে দিয়েছে। এরপর আমরা (ব্যাটসম্যানরা) কিছুটা ঝুঁকি নিয়েছি। জানতাম, এভাবে খেললে ম্যাচের ফল যেকোনো দিকে যেতে পারে। নেমেই মেরে খেলার সিদ্ধান্ত নিতে কোচ (গৌতম গম্ভীর) ও খেলোয়াড়দের যথেষ্ট সাহসী মানসিকতা দেখাতে হয়েছে। সিদ্ধান্তটা আমরা ড্রেসিংরুমেই নিয়েছিলাম। এটা কাজে না দিলে সবাই আমাদের সমালোচনা করত।’

রোহিত আরও বলেন, ‘আমাদের পরিকল্পনা ছিল পরিষ্কার–ম্যাচে ফল নিয়ে আসা। যেভাবে তা হতে পারত, দলের সবাই সেভাবেই করেছে। আমার মনে হয় এটা একটা অসাধারণ সিরিজ ছিল। সিরিজটা অনেকেরই নজর এড়িয়ে যেতে পারত।’

দলের ফিল্ডারদেরও প্রশংসায় ভাসিয়েছেন রোহিত। বিশেষ করে স্লিপে সতীর্থদের ক্যাচিং–দক্ষতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে, ‘আমাকে এইমাত্র জানানো হয়েছে, সিরিজে ২৪ ক্যাচের মধ্যে ২৩টিই আমরা নিতে পেরেছি। এটা খুবই ভালো ব্যাপার, বিশেষ করে স্লিপে দাঁড়ানো ফিল্ডারদের জন্য। স্লিপে এতগুলো ক্যাচ যাচ্ছে, ভারতে খেলা হলে এমনটা প্রতিনিয়ত দেখা যায় না।’

এতগুলো ক্যাচ কোন কৌশল ব্যবহার করে ফিল্ডাররা নিয়েছিল, সেটাও জানিয়েছেন রোহিত, ‘উইকেটের পেছনে দাঁড়ানো ফিল্ডাররা যথেষ্ট প্রখর ছিল। টেলিভিশনে এই ক্যাচগুলো দেখলে সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, কাজটা সহজ নয়। কারণ, ফিল্ডাররা সাধারণত যেখানে দাঁড়ায়, সেখান থেকে অনেক সামনে দাঁড়িয়েছিল। রিঅ্যাকশন টাইম (বল ব্যাটে লাগার পর ফিল্ডারের হাত যাওয়ার সময় পর্যন্ত) খুব অল্প ছিল।’

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের পর টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে নামবে ভারত। তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটি আগামী রোববার গোয়ালিয়রে। গত জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে এই সংস্করণকে বিদায় বলায় স্বাভাবিকভাবেই ২০ ওভারের সিরিজে থাকছেন না রোহিত। তবে খুব বেশি দিন তাঁর বিশ্রামে থাকার সুযোগ নেই। ১৬ অক্টোবর থেকেই যে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে ভারত।

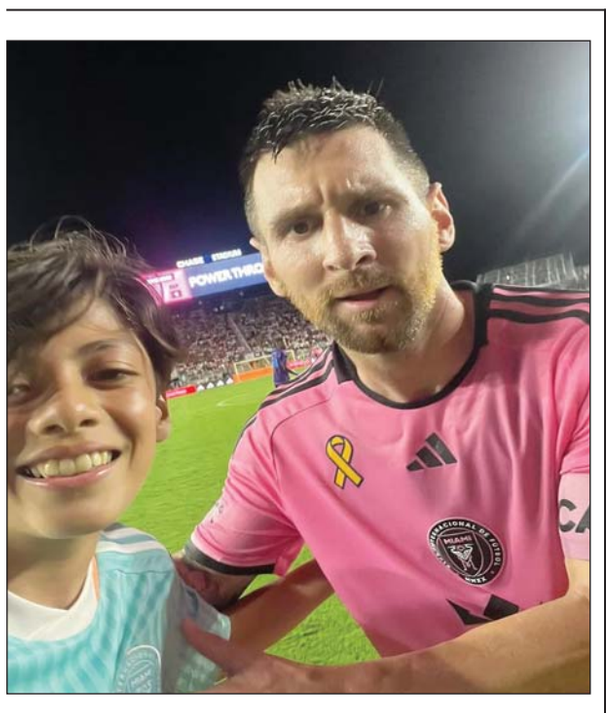

*ইন্টার মায়ামির ম্যাচ চলাকালেই খুদে ভক্তের সঙ্গে লিওনেল মেসির সেলফি। ওই মুহূর্তে মেসি এই ভক্তকে বলেছেন, ‘নিরাপত্তাকর্মীরা ধরে ফেলার আগেই সেলফি তুলে দৌড় দাও’-ইনস্টাগ্রাম*

# ৪ বছরের নিষেধাজ্ঞা ১৮ মাসে নেমে আসায় ‘দুঃস্বপ্ন’ শেষ হলো পগবার

**আপনজন ডেস্ক:** নিষিদ্ধ ঘোষিত মাদক গ্রহণের দায়ে গত ফেব্রুয়ারিতে চার বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন ফ্রান্সের তারকা ফুটবলার পল পগবা। এই নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্লাব, জাতীয় দলসহ সব ধরনের ফুটবল থেকে ছিটকে যান পগবা। এই শাস্তির পর পগবার ফুটবল ক্যারিয়ারও শেষ ধরে নিয়েছিলেন অনেকে।

তবে শাস্তি ঘোষণার ৯ মাসের মাথায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার মতো খবর পেয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই ফুটবলার। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে (সিএএস) আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে পগবার নিষেধাজ্ঞা ৪ বছর থেকে নেমে এসেছে ১৮ মাসে। সূত্রের বরাত দিয়ে বিবিসি জানিয়েছে, ৩১ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার আগামী বছর জানুয়ারি থেকে অনুশীলন করতে পারবেন এবং প্রতিযোগিতামূলক খেলায় ফিরতে পারবেন ১১ মার্চ থেকে, তাঁর ৩২তম জন্মদিনের চার দিন আগে।

পগবাকে ঘিরে ডোপ-কাণ্ডের শুরু হয় গত বছরের ২০ আগস্ট সিরি ‘আ’তে জুভেন্টাস-উদিনেস ম্যাচের পর। সেই ম্যাচের পর ডোপ পরীক্ষায় পগবার শরীরে টোস্টোস্টেরনের (পুরুষদের প্রধান স্টেরয়েড হরমোন, যা শুক্রাশয়ে উৎপন্ন হয়) মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। টেস্টোস্টেরন মাঠে খেলোয়াড়দের শক্তিবর্ধনে সাহায্য করে।

এই পরীক্ষার পর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাময়িকভাবে পগবাকে নিষিদ্ধ করে ইতালির ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং ট্রাইবুন্যাল (নাডো)। এরপর ৬ অক্টোবর নমুনার ‘কাউন্টার-অ্যানালাইসিসে’ও একই ফল আসে। নিষিদ্ধ ড্রাগ নেওয়ার ঘটনায় সাধারণত চার বছরের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

বিশ্বকাপ জয়ের পর ট্রফি মায়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন পগবা

বিশ্বকাপ জয়ের পর ট্রফি মায়ের হাতে তুলে দিচ্ছেন পগবাফিফা

পগবা দোষ স্বীকার করলে শাস্তির পরিমাণ কমার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেটি না হওয়ায় কৌঁসুলিরা তাঁর সর্বোচ্চ চার বছরের নিষেধাজ্ঞার দাবি জানান। এই ধারাবাহিকতায় পরে ৪ বছরের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েন পগবা। তবে আগে থেকে শাস্তি ভোগ করতে থাকায় গত বছরের ১১ সেপ্টেম্বর থেকেই পগবার নিষেধাজ্ঞার সময় বিবেচনা করা হয়।

শাস্তি কমার খবরে বিবৃতি দিয়ে পগবা বলেছেন, ‘অবশেষ দুঃস্বপ্ন শেষ হলো। আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন থেকে আবার নিজের স্বপ্নের পথে চলা শুরু করতে পারব।’ বিবৃতিতে পগবা আরও বলেছেন, ‘সব সময় বলে এসেছি, আমি জ্ঞানত অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সির নিয়ম ভঙ্গ করিনি। আমি যখন ডাক্তার দ্বারা নির্ধারিত পুষ্টিকর সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করি, সেটি পুরুষ অ্যাথলেটদের কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না বা বাড়ায় না।’ খেলার প্রতি সব সময় সৎ থাকার কথা বললেও এ ঘটনায় দায় এড়ানোর সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেছে পগবা। তিনি আরও যোগ করেন, ‘এটা আমার জীবনের অত্যন্ত কষ্টদায়ক সময় ছিল। কারণ, আমি যে কাজের জন্য এত পরিশ্রম করেছি, সেটি থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল।’

২০১৮ সালে ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা পগবা ২০২২ সাল থেকে খেলছিলেন জুভেন্টাসের হয়ে। ক্লাবটির হয়ে খেলার জন্য ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তি ছিল। তবে চার বছরের নিষেধাজ্ঞার পর তাঁর আবার ফুটবলে ফিরে আসার সম্ভাবনাও একরকম শেষ হয়ে যায়।

বয়স ও ছন্দ ধরে রাখা নিয়ে সংশয় ছিল এ আশঙ্কার বড় কারণ। চোটের কারণে ২০২২ বিশ্বকাপে খেলতে না পারা পগবা নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর তাঁর ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার সম্ভাবনাও শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শাস্তি কমানোর ঘোষণা আসার পর এখন নতুন করে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন এই মিডফিল্ডার।

# দাদা-বাবার পর ইতালির জাতীয় দলে নাতি দানিয়েল মালদিনি

**আপনজন ডেস্ক:** ইতালি জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন দানিয়েল মালদিনি। এ মাসের উয়েফা নেশনস লিগের দুটি ম্যাচের জন্য ঘোষিত ইতালি দলে সুযোগ পেলেন কিংবদন্তি ডিফেন্ডার পাওলো মালদিনির ছেলে দানিয়েল। বেলজিয়াম ও ইসরায়েলের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলবে ইতালি। ইতালির কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি যদি সিরি ‘আ’ ক্লাব মোনৎসার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার দানিয়েলকে মাঠে নামান তবে ইতালি জাতীয় দলে মালদিনি পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের প্রতিনিধি হয়ে যাবেন।

দানিয়েলে বাবা পাওলো মালদিনির আগে তাঁর দাদা সিজারে মালদিনিও খেলেছেন ইতালির জাতীয় দলে। ২২ বছর বয়সী দানিয়েল ভালো খেলার স্বীকৃতিই পেলেন জাতীয় দলে ডাক পেয়ে। এ বছরের জানুয়ারিতে বাপ-দাদার ক্লাব এসি মিলান থেকে ধারে মোনৎসায় যাওয়ার পর থেকেই দুর্দান্ত ফর্মে আছেন দানিয়েল। পরে তাঁকে পাকাপাকিভাবেই কিনে নিয়েছে মোনৎসা। দানিয়েলের বাবা পাওলো ইতালির জাতীয় দলের হয়ে ১৯৮৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে ১২৬টি ম্যাচ খেলেছেন। একসময় ইতালির হয়ে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলার রেকর্ড ছিল এটিই। পর ফাবিও ক্যানাভারো ও জিয়ানলুইজি বুফন ছাড়িয়ে গেছেন তাঁকে। সিজারে মালদিনির আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার অবশ্য অতটা লম্বা নয়। ১৯৬০-এর দশকে জাতীয় দলে ১৪টি ম্যাচ খেলেন সিজারে। স্পালেত্তি দানিয়েল মালদিনিকে ছাড়াও আরও তিন নতুন মুখকে ডেকেছেন দলে। তাঁরা হলেন জুভেন্টাসের গোলরক্ষক মিশেল দি গ্রেগরিও, রোমার মিডফিল্ডার নিকোলো পিসিল্লি ও এসি মিলানের সেন্টারব্যাক মাত্তেও গাব্বিয়া। এঁদের মধ্যে গাব্বিয়া সর্বশেষ মিলান ডার্বিতে এসি মিলানের জয়সূচক গোলটি করেছেন। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে নেশনস লিগে এ২ গ্রুপের শীর্ষে আছে ইতালি। দলটি ১০ অক্টোবর রোমে বেলজিয়াম ও ১৪ অক্টোবর উদিনে ইসরায়েলের বিপক্ষে খেলবে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**